গোলা পর্য্যন্ত এক রেলওয়ে যাইবে। রাণাঘাট হইতে শান্তিপুর দিয়া মেমারিতে আর এক রেল মিলিবে, চুঁচড়ায় গঙ্গার সেতু নির্ম্মাণের উদ্যোগ হইতেছে।

ইংলণ্ডে এক কোম্পানি হইয়া বালক বালিকাগণের জন্য বিদ্যালয় খুলিয়াছে। তাহাদিগের যত্নে বালক অপেক্ষা বালিকা বিদ্যালয় অধিক পরিমাণে স্থাপিত হইয়াছে। কোম্পানি ইহাতে লাভবান্ বই ক্ষতিগ্রস্ত হন নাই।

লিষ্টারের কুমারী বার্লো একটী ধর্ম্মমন্দির নির্ম্মাণার্থে ৮০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

ইবাঞ্জেলিকাল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের এক সমিতি ষ্টকহলমে হইবে, তাহাতে নীতি ও ধর্ম্ম প্রচার বিষয়ে কথোপকথন হইবে। সুইডেনের রাজপরিবার বিশেষতঃ মহারাণী এ কার্য্যে বিশেষ উদ্যোগী।

আশ্চর্য্য নৈসর্গিক ঘটনা। গত ২৮এ নবেম্বর ক্যান্সে শ্বেতবর্ণের এক রামধনু দেখা যায়। এই সময়ে কেপ কলোনির কোন স্থানে গন্ধক বৃষ্টি হয়।

গত মাঘোৎসবে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরে বরিশালের শ্রীযুক্তা মনোরমা মজুমদার একদিবস আচার্য্যের কার্য্যভার পান। বহুসংখ্যক পুরুষমণ্ডলীর মধ্যে বেদীতে বসিয়া তিনি যেরূপ সপ্রতিভভাবে এবং গাম্ভীর্য্য, উৎসাহ,আন্তরিক ভক্তি ও বিনয়ের সহিত এই কার্য্য সম্পন্ন করেন, তাহাতে শ্রোতৃমণ্ডলী চমৎকৃত হইয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতার ভাবের কথার একটী নমুনা দিতেছি। তাঁহার সারগর্ভ উপদেশটী তাঁহার চিন্তাশীলতার বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছে। তিনি একস্থানে বলেন হৃদয় গৃহে জ্ঞান স্বামী,ভাব স্ত্রী এবং ইচ্ছা পরিচারিকা। স্ত্রী পুরুষে সদ্ভাব থাকিলে ভৃত্য অনুগত হইয়া কার্য্য করে, গৃহ সুশৃঙ্খল হয়, কিন্তু তাহাদের মধ্যে অনৈক্য হইলে ভৃত্য যথেচ্ছাচারী হয় এবং গৃহের সকলই বিশৃঙ্খল অবস্থায় পতিত হয়। হৃদয়গৃহের ঠিক সেই অবস্থা। কি সুন্দর স্বাভাবিক দৃষ্টান্ত। এই ধর্ম্মশীলা রমণী বঙ্গের একটী ভূষণ। ঈশ্বর ইহাঁর সহায় হউন।

মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন।

বাবু কেশবচন্দ্র সেন ৪৫ বৎসরমাত্র জীবন ধারণ করিয়া মর্ত্তলীলা সংবরণ করিয়াছেন। এই অল্পবয়সে কার্য্যকলাপ সম্পন্ন করি

বিবিধ বিষয়ে আপনার যে অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার কীর্ত্তিতে তিনি চিরজীবী হইয়া থাকিবেন এবং ইতিহাসের পত্রে তাঁহার জীবনালেখ্য উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহার জীবনচরিত অনেক অধ্যায়পূর্ণ ও অনেক সুযোগ্য লেখক দ্বারা লিপিবদ্ধ হইবে। আমরা তাহা লিখিতে প্রবৃত্ত হই নাই। কিন্তু স্ত্রীজাতি এবং সমাজের উন্নতিকল্পে তিনি যে কার্য্য করিয়াছেন, এই প্রস্তাবে তৎসম্বন্ধে কয়েকটী কথা মাত্র উল্লেখ করিব।

প্রথমতঃ আমাদিগের এই বামা-বোধিনী পত্রিকাকে তিনি অতি স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। আমাদিগের মনে আছে, এই পত্রিকার ২য় সংখ্যা যখন উৎকৃষ্টতর কাগজে উৎকৃষ্টরূপে মুদ্রিত হয়, তখন তিনি তাহা অতি যত্নে হস্তে ধারণ করিয়া অতুল আনন্দ প্রকাশ করেন এবং ইহার সম্বন্ধে অনেক উৎসাহের কথা বলেন। সেই অবধি তিনি বামা-বোধিনীর কল্যাণ সর্ব্বদা প্রার্থনা করিতেন। ১৮৭০ সালে যখন ইংলণ্ড হইতে স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া দেশ-হিতকর বিবিধ কার্য্যের মূল স্বরূপ করিয়া ভারত সংস্কার সভা প্রতিষ্ঠা করেন, [illegible]ন বামাবোধিনীকে তাহার একটী [illegible]প করিয়া লন এবং ইহার উন্নতি [illegible] বিশেষ সহায়তা করেন। [illegible] আপনার শিষ্য ও বন্ধু-দিগের দ্বারা ইহার উৎকর্ষ সাধনের ব্যবস্থা করিয়া নিরস্ত হন নাই, আপনার মূল্যবান্ সময়েরও কিছু কিছু কর্ত্তন করিয়া ইহার জন্য প্রবন্ধ রচনায় ব্যয় করিয়াছেন। তাঁহার রচিত কয়েকটী সারগর্ভ সন্দর্ভে বামাবোধিনীর কলেবর সজ্জিত রহিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ তিনি স্ত্রীজাতির হিত-সাধনে তাঁহার অলৌকিক বাক্‌শক্তি বিনিয়োগে কখনই নিবৃত্ত ছিলেন না। তাঁহার বক্তৃতা সকলের মধ্যে সাধারণ ভাবে স্ত্রীজাতির উন্নতির কথা অনেক পাওয়া যায়, আবার বিশেষভাবে ইহার আন্দোলনও অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রকাশ্য সভা তাঁহার বাক্ নিষ্পত্তির একমাত্র স্থল ছিল না, গৃহে, বন্ধুসমিতিতে ও উপাসনাতে তিনি স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে কর্ত্তব্য বিষয়ে অনেক মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার লেখনীও তাঁহার এ অন্তরের ভাব বহনে ক্ষান্ত ছিল না। তাঁহার অধীনস্থ সংবাদপত্র সকল ইহার সাক্ষ্যদান করি-তেছে। তিনি স্বহস্তে অতি অল্প পুস্তক লিখিয়াছেন, কিন্তু সেই অল্প পুস্তকের মধ্যে "স্ত্রীর প্রতি উপদেশ" স্ত্রী-জাতির হিতার্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

তৃতীয়তঃ কেশব বাবু বাঙ্গালীদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত "Native Ladies' Normal School" স্ত্রী নর্ম্মাল স্কুল গবর্ণমেণ্ট হইতে বার্ষিক

২ হাজার টাকা সাহায্য পাইত, কিন্তু অপর ২ হাজার টাকা ব্যয়ের উপায় তাঁহাকেই করিতে হইত। কয়েক বৎসর এই বিদ্যালয় স্থায়ী হইয়া বয়স্থা ও বালিকা গণের শিক্ষার বিশেষ আনুকূল্য করিয়াছে। তিনি অল্পদিন হইল যে ভিকটোরিয়া কলেজ স্থাপন ও পরিচারিকা পত্রিকা প্রচার করিয়া স্ত্রীলোকদিগের জ্ঞানোন্নতির ব্যবস্থা করেন; তাহাও তাঁহার স্ত্রীশিক্ষানুরাগের পরিচায়ক।

চতুর্থতঃ বঙ্গীয় সমাজের অশেষ অমঙ্গলের প্রসূতি স্বরূপ বাল্য বিবাহ রহিত হইয়া যাহাতে অধিক বয়সে বালিকাদিগের বিবাহ হয়, তাহার জন্য তিনি অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহার সংগৃহীত প্রসিদ্ধ ডাক্তারদিগের মত সমাজ সংস্কারের অনেক সাহায্য করিয়াছে ও করিবে এবং তাঁহার অসাধারণ অধ্যবসায়ের ফলস্বরূপ বিবাহ বিষয়ক ৩ আইন বিধিবদ্ধ হইয়া বিধবা, অসবর্ণ ও ব্রাহ্মবিবাহের বিশেষ সহায় হইয়াছে।

পঞ্চমতঃ তিনি স্ত্রীলোক দিগের ধর্ম্মোন্নতি জন্য কায়মনোবাক্যে সচেষ্ট ছিলেন। এই উদ্দেশে ব্রাহ্মিকাসমাজ সর্ব্বপ্রথমে তিনি সংস্থাপন করেন, এই সমাজে যে সকল সরল ও সুন্দর ধর্ম্ম ভাবের উপদেশ দিয়াছেন, তাঁহার অধিকাংশ বামাবোধিনীতে প্রকাশিত হইয়াছে। বামাবোধিনীর প্রাচীন পাঠিকাদিগের তাহা স্মরণ থাকিতে পারে। কিন্তু কেবল ধর্ম্মের কথা বলিয়া তিনি সন্তুষ্ট হন নাই, ধর্ম্ম যাহাতে স্ত্রীলোকদিগের জীবনে ও পরিবারের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সমাজকে সুগঠিত করিতে পারে, তজ্জন্য তাঁহার চেষ্টার বিরাম ছিল না। ভারত আশ্রম, ও আর্য্য নারী সমাজ প্রভৃতি দ্বারা এই লক্ষ্যসাধনে অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁহার গাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। তিনি তাঁহাদিগকে ঈশ্বরের মাতৃপ্রকৃতি স্বরূপে দর্শন করিতেন এবং ইহাদিগের চরিত্রে সেই ভাব পরিস্ফুট করিবার জন্য সবিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন।

আজি আমরা আর অধিক কিছু বলিব না। বামাবোধিনীর পাঠিকাগণ, একবার স্মরণ করুন কেশব বাবু আপনাদিগের কিরূপ উপকারী বন্ধু ছিলেন এবং তাঁহার প্রতি আপনাদিগের কত শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য।*

* গত বারের বামাবোধিনীতে কেশব বাবুর ছবি শুদ্ধ এই ক্ষুদ্র প্রস্তাবটী প্রকটনে একান্ত ইচ্ছা ছিল। ছবিখানি প্রস্তুত হইতে বিলম্ব হওয়াতে এবং বিলম্বে প্রস্তুত [illegible] মনোনীত না হওয়াতে আমরা সে আশায় নিরাশ হই। এবার লিথোগ্রাফ [illegible] প্রস্তুত ও পত্রিকা সহ সংলগ্ন করা হইল। আমাদিগের শ্রদ্ধার উপহার ছবি খানি পা[illegible] যত্নে রক্ষা করেন, এই অনুরোধ। বা, বো, স।

স্ত্রী-কবি।

(গত প্রকাশিতের পর)

৭ম কবিতা।

"যে যেমন তার তেমনি হয়, হয় হয় হয়,
মনের গুণে রতন মিলে সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।"

এই কবিতাটীর অর্থ অতি গভীর। ইহার উদ্দেশ্য বহুদূর বিস্তৃত। মনুষ্য আপনার স্বভাব ও চরিত্র অনুসারেই বিবিধ ফলাফল ভোগ করে, এই সাধারণ ব্যবস্থাটী ইহার মূলভিত্তি। বস্তুতঃই মনুষ্য আপনার বুদ্ধির দোষে দুঃখ পায় এবং বুঝিবার গুণে সুখী হয়। যে ব্যক্তির মন অশেষ বিশেষ সদ্গুণে পরিপূরিত—সেই ব্যক্তিই সুখে থাকে, বিপদগ্রস্ত হয় না। যার বুদ্ধিভ্রংশ হয়, তার পদে পদে কষ্ট। বুঝিবার দোষেই যে লোকের দুর্গতি হয়, তাহা বুঝাইবার জন্য এস্থলে অন্ততঃ দুই একটা কথা বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে। বুদ্ধির সহিত কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য বা বাহ্য ক্রিয়াগুলি এমন এক অদ্ভুত শৃঙ্খলে গাঁথা আছে যে তাহার অত্যল্প ব্যতিক্রম হইলেই বিপদ্ উপস্থিত হয়। মনুষ্য যে কিছু কার্য্য করে, সে সমস্তই বুদ্ধিমূলক। আগে বুদ্ধি হয়, পশ্চাৎ তদনুরূপ ক্রিয়া হয়। সুতরাং [illegible]দ্ধির ব্যতিক্রম হইলে অর্থাৎ বুঝিবার [illegible]ইলে ক্রিয়ারও দোষ হয়। ক্রিয়ার [illegible] অর্থাৎ ক্রিয়ার পরিমাণের [illegible] পদার্থের মিল বা সাম-ঞ্জস্য না হইলে তাহা শরীরের প্রতি ফিরিয়া আসিয়া কষ্ট প্রদান করে। মনে কর, তুমি ভোজন করিতেছ। তোমার সম্মুখে প্রকাণ্ড একটা বাটীতে দুগ্ধ আছে। বাটীটী দেখিতে খুব বড়, কিন্তু তাহার ওজন অতি অল্প অর্থাৎ বাটীটী বড় হাল্কা। তাহার গুরুত্ব বা ভার তাহার দৃশ্য আকারের অনুরূপ নহে, তদপেক্ষা অনেক অল্প। তুমি দেখিলে বাটীটী বড়, সুতরাং তোমার বুদ্ধি হইল বাটীটী বড় বা বড় ভারি। সেই ভ্রম বুদ্ধির অধীন হইয়া তাহাকে তদনুরূপ বলে তুলিতে গেলে, আর বাটীর সমস্ত দুগ্ধই উচ্ছলিত হইয়া পড়িয়া গেল। তখন তুমি বুঝিলে যে, বাটীর ওজন তুমি ঠিক্ বুঝিতে পার নাই, তজ্জন্য বাটীর ওজন অপেক্ষা অধিক বল দেওয়া হইয়াছে বলিয়া দুগ্ধ চল্কিয়া পড়িয়া গিয়াছে। বাটীর ওজন ঠিক্ বুঝিতে পারিলে কদাচ ওরূপ হইত না। যেমন বিষয় বুদ্ধি সেইরূপ ধর্ম্ম বুদ্ধিরও দোষে গুণে লোকের সুখ ও দুঃখ লাভ হয়। যার মনে পাপ বা দুরভিসন্ধি আছে সে আপনাকে আপনি সর্ব্বদাই বিপদে ফেলে, সকলেই তার শত্রু। যে আপনি ভাল, সকলেই তার বন্ধু। ভাল মন হইলে ঈশ্বরকেও সহজে লাভ করা যায়।

৮ম কবিতা।

"দশে মিলে করি কায,
হারি জিতি নাহি লাজ।"

কোন নূতন কার্য্য করিতে হইলে দশজনের সহিত পরামর্শ বা যুক্তি করিয়া করাই ভাল। দশজনের সহিত একত্রে কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া যদি তাহা সিদ্ধও না হয় ত তাহা লজ্জার কারণ হয় না। এই উপদেশটী নিতান্ত অগ্রাহ্য নহে।

৯ম কবিতা।

"পরের ভাতে পেট্ নষ্ট,
পরের তেলে কাপড় নষ্ট।
রাজার দোষে রাজ্য নষ্ট, প্রজা কষ্ট পায়,
গিন্নির দোষে ঘর নষ্ট, লক্ষ্মী ছেড়ে যায়॥"

আহারীয় দ্রব্য আহরণের ভাবনা ভাবিতে হয় না, অথবা ক্রয় করিতে হয় না, এরূপ হইলেই অযথা আহার করা উচিত নহে। কেন না, অযোগ্য আহার করিলেই তাহা পীড়াকর হইবে। পরের তৈল বলিয়া অতিরিক্ত মাথা উচিত নহে। অধিক তৈল ব্যবহার করিয়া তাহা যদি উন্মার্জ্জিত করা না যায়, বস্ত্রাদি মলিন হয়। একথার তাৎপর্য্য এই যে, কেবল সুলভ দুর্ল্লভ বলিয়াই কোন বস্তু অবিবেচনা পূর্ব্বক ব্যবহার অকর্ত্তব্য। "রাজার দোষে রাজ্য নষ্ট ও প্রজার কষ্ট" এ অংশের বর্ণনা অনাবশ্যক। গিন্নির অর্থাৎ গৃহিণীর দোষেই ঘর অর্থাৎ গৃহস্থ নষ্ট হয়, এ বড় সত্য কথা। গৃহিণী গৃহের লক্ষ্মী, সেই লক্ষ্মী নিজে অলক্ষ্মী হইলে আর গৃহ রক্ষা করিবে কে? এক গৃহিণীর দোষে পরিবারে অশান্তি, অসুখ ও অধর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত হইয়া সর্ব্বনাশ উপস্থিত করে। ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

১০ম কবিতা।

"গুরুর কথা শুননা কাণে,
প্রাণ যাবে হেঁচ্কা টানে।"

গুরু অর্থাৎ হিতোপদেষ্টা। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, যে ব্যক্তি হিতবাদী বন্ধুগণের হিত কথা শ্রবণ করে না, তাঁহাদের হিতোপদেশ গ্রাহ্য করে না, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই বিপদাপন্ন হয়।

১১শ কবিতা।

"পরের সোণা দিওনা কাণে,
কেড়ে নেবে হেঁচ্কা টানে।"

পরের দ্রব্য গ্রহণ অর্থাৎ পরের দ্রব্য ব্যবহার করিয়া আত্মাভিমান বাড়ান উচিত নহে। যাহা পরের—তাহা পরেরই—আপনার নহে—ইহা মনে রাখা কর্ত্তব্য। কেননা সে ইচ্ছা করিলেই জোর করিয়া কাড়িয়া লইতে পারে, তখন কত অপমান ও কষ্ট!

১২শ কবিতা।

"পরভাতীর এক দোষ'
পর ঘরীর শতেক দোষ।"

[পরভাতী অর্থাৎ পরান্নে প্রতিপালিত হওয়া। পরঘরী—অর্থাৎ প... গৃহে বাস]।

যে ব্যক্তি পরান্নে ... হয় অথবা পরান্নে কা...

তাহার সেই পরান্ন ভক্ষণ জন্য অম্লনাল দোষ বা অসুখ থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি পরের ঘরে বাস করে, সেই ব্যক্তির অনেক অসুখ ও সর্ব্বদা যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। পরের ঘরে থাকিতে হইলে পরের ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি ব্যবহার করিতে হয় অথবা পরদত্ত শয্যাদি মাত্র অবলম্বন করিয়া কালকর্ত্তন করিতে হয়। তদুপলক্ষে তাহারা নানাপ্রকার বাক্যযন্ত্রণা দেয় এবং ঘরের কোন দ্রব্য হারাইলে তাহারা সেই গৃহশায়ী পরকেই আগে চোর বলিয়া সন্দেহ করে। এই সকল কারণে পরভাতী হওয়া অপেক্ষা পরঘরী হওয়ায় সমধিক ক্লেশ আছে। সেই জন্যই স্ত্রীলোকেরা উপদেশ দেন যে "পরভাতী হও ত পরঘরী হইও না।"

স্ত্রী-কবির রচিত আর একটি কবিতা আছে—তাহা বোধ হয় সকল ব্যক্তিই জানেন। কেন না পূর্ব্বে বালক বালিকা দিগকে, বিশেষতঃ বালকদিগকে সেই কবিতাটী শিখাইবার নিয়মিত রীতিই ছিল। কবিতাটী এইঃ—

অবু তবু গিরিসুতো, মায় বলে
পড় পুতো।
লিখ্‌লে পড়্‌লে দুধু ভাতী,
না পড়লে ঠাঙার গুঁতী।

[অবু তবু—অবতু বো। পুতো—পুত্র। ঠাঙা লাঠি বা আঘাত সাধন দ্রব্য। গুঁতী—আঘাত বা মার্ খাওয়া মায়—মাতা।]

"অবু তবু গিরি সুতো" এই অংশ টুকু "অবতু বঃ গিরি সুতা" এই সংস্কৃত কবিতার অংশ। অর্থাৎ গিরিকন্যা পার্ব্বতী দেবী তোমায় রক্ষা করুন। পরন্তু হে পুত্র। তোমার মা তোমাকে বলিতেছেন যে, তুমি তাঁহা কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া লেখা পড়া অভ্যাস করিবে। লেখা পড়া শিখিলে দুধ ভাত আহারাদি করিয়া কালযাপন করা যায় অর্থাৎ সুখে সচ্ছন্দে থাকিবে,কোন ক্লেশ পাইতে হইবে না। আর লেখা পড়া না শিখিলে যষ্টির আঘাত অর্থাৎ বিবিধ ক্লেশ পাইতে হয়। (ক্রমশঃ)

মেরি লবেল্ পিকার্ড।

কি কাজ বাঁচিয়া—নিজের কারণে,
জীবন যদি গো বৃথায় যায়?
...না চাহিয়ে কত শত জনে,
...র্থ লাগি ঘুরে পশুর প্রায়।
...ায় সঁপে যেই প্রাণ,
...বন সফল হয়;
ইহ পরকালে তাহারি কল্যাণ,
দেবলোকে তার সুযশ রয়।

ইহ সংসারের অধিকাংশ লোকই স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত। দুঃখীর দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করে, কেবল মৌখিক সহানুভূতি নহে—কিন্তু আন্তরিক

সহানুভূতি দ্বারা পরিচালিত হইয়া পরের দুঃখ মোচনের জন্য চেষ্টা করে, প্রাণদিয়া অপরের উপকার সাধন করে, পরের সেবার জন্য আনন্দিত মনে নিজের সুখ স্বার্থ বিসর্জ্জন দেয়, এমন লোকের সংখ্যা অতি অল্প। এই জন্যই জগতে নিঃস্বার্থ পরোপকারের এত সমাদর। এই জন্য যাঁহারা পরের উপকারের জন্য নিজের কোনরূপ কষ্ট, বিপদ ধর্ত্তব্যই মনে করেন না, এমন কি পরের মঙ্গলের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জন দিতে কাতর হয়েন না, এরূপ মহানুভব ব্যক্তির নাম সংসারে প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া থাকে।

এই প্রস্তাবের শিরোভাগে যে সদাশয়া রমণী রত্নের নাম প্রকটিত হইয়াছে, তিনি এই প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে একজন। তিনি হয় ত আমাদের পাঠিকাগণের মধ্যে অনেকের নিকট পরিচিত নহেন, কিন্তু তাঁহার অসাধারণ দয়া ও পরসেবার বিষয় শ্রবণ করিলে সকলেরই চিত্ত যে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পাঠিকাগণকে একবার বর্ত্তমান বিস্মৃত হইয়া অতীত কালের ঘটনাবলি পর্য্যালোচনা করিতে হইবে; একবার স্বদেশ ছাড়িয়া ইংলণ্ডের ইয়র্কশায়ার নামক প্রদেশের একটী ক্ষুদ্র গ্রামে যাইতে হইবে। সেই গ্রামটীর নাম অস্‌মদার্লি।

১৮২৫ খৃষ্টাব্দের শরৎকাল সমুপস্থিত। অস্‌মদার্লি গ্রামে মারাত্মক জ্বররোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। গ্রামটীর উন্নতির চেষ্টা করে এমন কেহ নাই; অধিবাসিগণ প্রায় সকলেই বিদ্যাহীন ও নিশ্চেষ্ট, গ্রামের উপাসনালয়ের যিনি ধর্ম্মযাজক, তিনি অধিবাসিগণের শরীর মনের কোনও সংবাদ রাখেন না; নিজে সে গ্রামে বাসও করেন না; কেবল রবিবারে রবিবারে আসিয়া প্রচলিত প্রথামত উপাসনাকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া যান। গ্রামের আবাস বাটী গুলি অতি কদর্য্যভাবে নির্ম্মিত; ঘর দ্বার, রাস্তা ঘাট পরিষ্কার রাখিবার জন্য কোনও উপায়ই অবলম্বিত হয় না; এরূপ স্থান যে অস্বাস্থ্যকর হইয়া রোগের আবাসভূমি হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? গৃহে গৃহে জ্বরের প্রাদুর্ভাব; অধিকাংশ লোকেই শয্যাশায়ী; রোগীর সেবা, শুশ্রূষা করে এমন লোক দেখিতে পাওয়া যায় না।

এই জ্বরে অনেক পরিবার বিশেষ কষ্টে পড়িয়াছিলেন; অনেককেই আত্মীয় স্বজনের বিয়োগে অত্যন্ত শোক পাইতে হইয়াছিল। একটী বৃদ্ধা বিধবা অত্যন্ত ক্লেশ পাইয়াছিলেন; তাঁহার অবস্থা এক সময় ভাল ছিল; কিন্তু ঘটনার স্রোতে পড়িয়া তাঁহার অত্যন্ত দৈন্যদশা উ[illegible] স্থিত হয়। তাঁহার এক ভ্রাতা [illegible] রিকায় বাণিজ্যকার্য্যে ব্যাপৃত [illegible] তাঁহারই সাহায্যে কয়েক [illegible] বৃদ্ধার সাংসারিক ব্যয় নি[illegible] ছিল।

আজি এক বৎসর হইল এই ভ্রাতার মৃত্যু হইয়াছে; তাঁহার সন্তানের মধ্যে একটী মাত্র কন্যা; পিতার মৃত্যুকালে কন্যার বয়স পঁচিশ বৎসর। তিনি অনেকদিন ধরিয়া পিতার রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন ও এক্ষণে তাঁহারই আদেশ মতে আটলাণ্টিক পার হইয়া ইংলণ্ডস্থ আত্মীয়গণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। এই কন্যার নামই মেরি লভেল পিকার্ড।

ইংলণ্ডে ধনী আত্মীয়গণের বাটীতে কিয়ৎকাল সুখে বাস করিয়া তাঁহার দুঃখিনী পিতৃস্বসাকে দেখিবার নিমিত্ত মেরির প্রাণ অত্যন্ত আকুল হইয়া উঠিল। এই সময়ে তাঁহার কতিপয় বন্ধু স্কটলণ্ডে যাইতেছিলেন, তিনি তাঁহাদের সঙ্গে অসমদার্লি যাত্রা করিলেন। তিনি বৃদ্ধার বাটীতে আসিয়াই দেখিলেন প্রায় বাটীশুদ্ধ সকলে রোগাক্রান্ত। বৃদ্ধা ও তাঁহার কন্যা বেসী সুস্থ বটে, কিন্তু বেসীর স্বামী মারাত্মক জ্বরের আক্রমণে কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহাদের দুইটী শিশু সন্তানও রোগভোগ করিতেছেন এবং বেসীর ভ্রাতা উন্মাদ রোগা- ...গ্রস্ত হইয়া বাটীতে আনীত হইয়াছেন। ... অসমদার্লিতে উপস্থিত হইয়াই ...ক প্রথমে যে পত্র লিখেন ...স্থলে বলিয়াছেন, "আমি ... করিবার এমন সুযোগ

অন্য লোক হইলে হয়ত এই সংক্রামক জ্বরের গ্রাস হইতে পলায়নের চেষ্টা দেখিত। মেরির মনে কিন্তু সে চিন্তার উদয়ও হয় নাই। কিরূপে তাল করিয়া রোগীদের শুশ্রূষা করিতে পারিবেন, কেবল সেই চিন্তাই তাঁহার মনে বলবতী। তিনি প্রথমে বড় ছেলেটীর সেবার ভার লইলেন। সে শীঘ্রই তাঁহার অত্যন্ত অনুগত হইয়া উঠিল ও তাঁহাকে 'মেরি মাসী' না বলিয়া 'মেদিমামা' (uncle Mady.) বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল।

কিন্তু মেরির যত্ন ও সহানুভূতি তাঁহার আত্মীয়বর্গের মধ্যে আবদ্ধ রহিল না। তিনি গ্রামস্থ দরিদ্রদিগের বাটীতে গমনাগমন করিয়া, কিরূপে রোগীর সেবা করিতে হয় তদ্বিষয়ে তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন এবং নিজে রোগীদিগকে পথ্যাদি বিতরণ করিতে লাগিলেন। এতদ্ভিন্ন পরামর্শদান, অর্থ সাহায্য প্রভৃতি নানা উপায়ে গ্রামবাসীদিগের যথেষ্ট উপকার করিয়াছিলেন। তাহারা সকলে একবাক্যে বলিত "আমরা কুমারী পিকার্ডের মত লোক কখনও দেখি নাই।" তিনি সেই দরিদ্রদের জন্য যে কত অর্থব্যয় করিয়াছিলেন, তাহার ঠিকানা নাই। তাহাদের ডাক্তারের খরচ প্রায় সকলই তাঁহাকে দিতে হইত। কারণ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে তাঁহার পিতৃস্বসা তাঁহারই উপর নির্ভর করিতেন; বেসীর স্বামী

দৈনিক পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন, এক্ষণে তিনি রোগাক্রান্ত হওয়াতে সেপথও বন্ধ হইয়াছে; গ্রামের অবশিষ্ট লোক একেত দরিদ্র, তাহাতে আবার জ্বরে কর্ম্ম কাজ করিতে না পারাতে দারিদ্র্যজনিত কষ্টের ভয়ানক বৃদ্ধি হইয়াছে। মেরি বলেন যে একটি মাত্র ডাক্তার তাঁহার সহকারী ছিলেন। ডাক্তারের এত ছড়াছড়ি ছিল না। গ্রামের জন্য নিযুক্ত একজন করিয়া ডাক্তার থাকিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার দ্বারা দরিদ্রদিগের বিশেষ কিছুই উপকার হইত না। তাহারা রোগের সময় প্রায় বৃদ্ধা অথবা হাতুড়ে চিকিৎসকদের উপর নির্ভর করিত। তাহাদের কুসংস্কার ও অপরিচ্ছন্নতা দূর করিবার জন্য মেরিকে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। গ্রামবাসিগণ ভয়ে এরূপ নিরাশ ও জড়বৎ হইয়া পড়িয়াছিল যে যে ময়লা ও আবর্জ্জনারাশি রোগের নিদানভূত ও প্রবর্দ্ধক, তাহা দূরীভূত করিতেও তাহাদের উদ্যম ছিল না; এবং তাহাদিগকে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত করা মেরির পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ হইয়াছিল। অনেক পরিবারেই উপার্জ্জনক্ষম লোকেরা জ্বরে শয্যাশায়ী হওয়াতে, ঐ সকল পরিবার উদরান্নের জন্য মেরির সাহায্যের উপর নির্ভর করিত। এই ক্ষুদ্র গ্রামের অধিবাসীদিগের জন্য তিনি যে অর্থব্যয় এবং পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহার কোন বিস্তৃত বিবরণ নাই। কেবল তিনি তাঁর আমেরিকাস্থ বন্ধুবর্গের নিকট এই সময়ে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা হইতেই তাঁহার বদান্যতা ও স্বার্থত্যাগের কতক আভাস পাওয়া যায় মাত্র। কারণ এই সকল পত্রে তাঁহার পিতৃস্বসা ও তাঁহার পরিবারবর্গের বিষয়ই বিস্তারিতরূপে বর্ণিত আছে। গ্রামবাসী দরিদ্রদিগের বিষয় ছাড়িয়া দিলেও, তিনি তাঁহার আত্মীয়গণের জন্য যেরূপ নিজের সুখ স্বাস্থ্যের আশা ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাদের সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার নিঃস্বার্থ পরোপকারিতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বেসীর স্বামী সংক্রামক জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। এই জ্বরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তখন তাঁহার ছোট ছেলেটির রোগ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। এমন কি তাহার বাঁচিবার আশা অতি অল্প। মেরি এই সময়কার একদিনের বৃত্তান্ত এইরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন;—"গত রাত্রে অধিকাংশ সময় আমাকে খোকার নিকট জাগিয়া থাকিতে হইয়াছিল। আমি ভাবিলাম, যখন আমাকে জাগিতেই হইল, তখন আমার দ্বারা যত টুকু কাজ হয় করা ভাল। বেসী বেচারা খোকার জন্ম অবধি এক রাত্রিও নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাইতে পারে নাই; এবং তাহার স্বামীর মৃত্যুর পর এই প্রথম তাহাকে একাকী স্বামীর আবাসে

থাকিতে হইতেছে; এই জন্য আমি ভাবিলাম যে আমি যদি তাহার ঘরে খোকার কাছে বসিয়া থাকি তাহা হইলে আমার কোনও ক্ষতি হইবে না, অথচ রোগীর একটু উপকার হইবে কারণ সে একটু নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাইতে পারিবে ও আপনাকে নিতান্ত একাকী বোধ করিবে না। খোকা দিনের বেলা যেরূপ ছিল, তদপেক্ষা একটু ভাল আছে দেখিয়া আমি মনে করিলাম যে যদি কাশি না আসে, তবে সে দোলায় অথবা আমার কোলে বেশ শান্ত হইয়া ঘুমাইবে। বেসী নিদ্রা গেল; কিন্তু খোকার অবস্থা ক্রমে খারাপ হইতে লাগিল; সে কাশিতে কাশিতে অজ্ঞান হইয়া পড়িল। সে এতক্ষণ অজ্ঞানাবস্থায় ছিল যে আমি তাহার মৃত্যু হইয়াছে মনে করিয়া তাহার মাকে জাগাইলাম। কিন্তু ক্রমে তাহার জীবনের লক্ষণ দেখিয়া বেসীকে আবার গিয়া ঘুমাইতে বলিলাম। খানিকক্ষণ একটু ভাল থাকিয়া, হঠাৎ আমার ক্রোড়েই তাহার মৃত্যু হইল। সে এত শান্ত ভাবে ইহলোক পরিত্যাগ করিল যে অনেকক্ষণ আমি মনে করিয়াছিলাম, বুঝি ঘুমাইয়াছে বা পুনরায় অজ্ঞান হইয়াছে। পরে বুঝিলাম বাস্তবিক তাহার মৃত্যু হইয়াছে এবং তখন বস্ত্রাদি শরীরের যথাস্থানে গুছাইয়া দিলাম। ইতিপূর্ব্বে কখনও আমার মনে এত কষ্ট হয় নাই। ছেলেটি দেখিতে বড় সুন্দর ছিল এবং এখানে আসিয়া অবধি আমি প্রায়ই ইহাকে আদর যত্ন করিতাম এবং অত্যন্ত ভাল বাসিতাম। সে প্রত্যহ প্রায় তিন চারি ঘণ্টা আমার নিকট থাকিত, এবং আমার কোলে এমন শান্ত থাকিত যেন আমি কোলে লইলেই সে বুঝিতে পারিত।" নিজের সংক্রামক জ্বরে আক্রান্ত হওয়া সম্বন্ধে তিনি এইরূপ বলিয়াছেন,—"আমার জন্য ভয় নাই; আমি যে অসুস্থ হইব এমন বোধ হয় না, এবং যদিও হই তাহাতে অবশ্য কোনও মঙ্গল হইবে।" ধন্য সহিষ্ণুতা! ধন্য ঈশ্বরের উপর নির্ভর।

বঙ্গমহিলা সমাজের বক্তৃতা।*

চতুর্দ্দশ বর্ষ পরে শ্রীরামচন্দ্র আবার অযোধ্যাধামে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সভাস্থলে পাত্র সভাসদ প্রভৃতি উপস্থিত, যাহার যাহা উপযুক্ত রামচন্দ্র তাহাকে তাহা উপহার দিয়া সকলকে যথোচিত সম্ভাষণ ও আদরে পরিতুষ্ট করিতেছেন। এমন সময় সীতাদেবী স্বীয় কণ্ঠ হইতে বহুমূল্য রত্নময় হার উন্মোচন করিয়া ভক্ত

* সভাপতি কর্ত্তৃক এই বক্তৃতা পঠিত হয়।

হনুমানের গলায় পরাইয়া দিলেন। কিন্তু একি! মুহূর্ত্ত মধ্যে হনুমান সেই মহামূল্য রত্নকণ্ঠী ছিঁড়িয়া দূরে নিক্ষেপ করিল। সামান্য বানর রত্নহারের মর্য্যাদা বুঝিবে কি, ভাবিয়া চারিদিকে মহা গোলমাল উপস্থিত। রামমহিষী ক্ষুব্ধ হইয়া এরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে হনুমান উত্তর করিল "দেবি! যাহাতে আমার প্রভুর নাম অঙ্কিত নাই, এমন পদার্থ লইয়া আমি কি করিব?" সকলে আগ্রহ সহকারে বলিয়া উঠিল "কৈ হনুমান তোমার দেহেতো রাম নাম লেখা নাই?" কথিত আছে হনুমান এই বাক্যে স্বীয় বক্ষ বিদারণ করিয়া দেখাইল তাহার হৃদয়ের অস্থিতে সেই নাম অঙ্কিত।

অদ্য আবার আমরা বৎসরের পর সকলে মিলিত হইয়াছি, স্বদেশ বিদেশ হইতে আমরা পিতার ঘরে সমবেত। নূতন বস্ত্র নূতন অলঙ্কারে সকলেই সজ্জিত, কিন্তু কৈ আমার প্রভুর নাম যাহাতে নাই তাহা লইয়া আমি কি করিব, একথা বলিয়া কবে আমরা সংসারের অসার পদার্থ তুচ্ছ করিয়া প্রাণের প্রাণ সেই হৃদয় দেবের মূর্ত্তি অন্তরে অঙ্কিত করিয়া সকলকে দেখাইব? ঐ যে রত্ন কণ্ঠী তোমার গলদেশে শোভা পাইতেছে, ঐ যে পট্ট বস্ত্রের উজ্জ্বল দীপ্তি! উহাতে কি আমাদের প্রভুর নাম অঙ্কিত আছে? না ভগিনি! সংসারের মায়াতে জড়াইয়া সামান্য পদার্থে মোহমুগ্ধ হইয়া এখনও এই সকল হৃদয় কলুষিত, নতুবা আজ এ দশা কেন? ব্রাহ্ম সমাজে কি আজ আমরা নূতন আসিয়াছি? এগৃহত বৎসরে বৎসরে পূর্ণ হয়, কিন্তু কৈ সে উৎসাহ, কৈ সে অলন্ত ধর্ম্মভাব, যাহা সকল বাধা উল্লঙ্ঘন করিয়া অপরিমিত বলে প্রধাবিত হইবে। যাহাতে আমার প্রভুর নাম নাই তাহা লইয়া কি করিব, একজনও কি একথা বলিয়া প্রভুর কার্য্যে রত হইয়াছি? মনিলাম তুমি ব্রাহ্মিকা, আমি ব্রাহ্মিকা; সমাজে আসি, উপাসনা করি, প্রতিবৎসর নিয়মিতরূপে উৎসবে যোগ দি। কিন্তু কি বোন্ হৃদয়ের মলা ধৌত করিতে পারিয়াছি? ক্রোধের স্থানে ক্ষমা, পুণ্যের নির্ম্মল দীপ্তিতে পাপের অন্ধকার বিনাশ করিয়া জীবনকে কি একপদও অগ্রসর করিয়াছি? অনেক দিন ব্রাহ্ম সমাজে আসা যাওয়া—দেখিলাম ক্ষুদ্র শিশু বয়ঃপ্রাপ্ত হইল, যৌবন বার্দ্ধক্যে পরিণত হইল, কত উৎসব দেখা গেল, কিন্তু কৈ সেই প্রভুর প্রতি ভক্তি, যাহা মানবাত্মাকে স্বর্গধামের দিকে নিরন্তর আকৃষ্ট করিয়া নশ্বর পদার্থে ঔদাসীন্য আনিয়া দেয়!

হনুমান রত্নকণ্ঠী ছিঁড়িল, এত গেল গল্প। কিন্তু তুমি আমি সকলে যে এতদিন এত ধর্ম্ম কথা শুনিলাম তাহার স্থায়ী ফল কোথায়? বলিতে হৃদয় যে বিদীর্ণ হয়, আমাদের প্রাণ এখনও প্রভুর সৌন্দর্য্য সাগরে নিমগ্ন হয় নাই। কি ছার তাহার নিকট পার্থিব ধন মান!

ধর্ম্ম—জীবন্ত ধর্ম্ম মানবের ক্ষুদ্র প্রাণকে প্রশস্ত করে, সংসারে ঘোর আন্দোলন আনিয়া দেয়। ঈশ্বর চরণে প্রাণকে বলি না দিলে, হৃদয়ের অস্থিতে সেই নাম মুদ্রিত না করিলে এ জীবন উদ্ধার হইবে না, এ প্রাণের সাধু ইচ্ছা অপূর্ণ রহিয়া যাইবে। এসো আজ ব্রাহ্মিকা, সংসার কণ্ঠী দূরে ফেলিয়া এই বিশেষ দিনে সকলে উৎসাহ উদ্যমে পূর্ণ হইয়া এ হৃদয়ে প্রভুর নাম অঙ্কিত করিয়া এ গৃহ হইতে বাহির হইব প্রতিজ্ঞা করি।

হনুমান বলিল যাহাতে আমার প্রভুর নাম নাই তাহা লইয়া আমি কি করিব?—কি মহতী ভক্তি! উপযুক্ত সেবক বটে। যাহার প্রাণ একবার বিভু প্রেমে নিমজ্জিত হইয়াছে সে কি পার্থিব পদার্থে আকৃষ্ট হইতে পারে? পৃথিবীর নশ্বর বস্তু আর তাহার হৃদয়কে বদ্ধ রাখিতে পারে না। প্রভুই তাহার সর্ব্বস্ব, সেই নামই তাহার জপমালা। শিরায় শিরায় হৃদয়ের গভীর দেশে অন্তরের অন্তরে কেবল সেই মহান্ প্রভুর সত্তা! নতুবা জগতে ভক্তের এত আদর কেন? ভক্ত সমুদয় সংসারসুখ অগ্রাহ্য করিয়া স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিলেন, সেই চরণে কত শত মহাত্মা প্রাণকে বলি দান দিলেন। মানবজাতির শিরোভূষণ মহর্ষি ঈশাকে দেখ, যাঁহার নামে আজ পৃথিবী মস্তক অবনত করে, যাঁহার যশ ঘোষণায় মানুষ আপনাকে কৃতার্থ মনে করে। তিনি কে?—পরমেশ্বরের একজন ভক্ত সন্তান। মানব হইয়া স্বর্গীয় দেবতার পরিচয় দিলেন, জগতবাসীর মঙ্গলোদ্দেশে অকাতরে নিজ প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন। ঈশার প্রতাপে জগৎ বিকম্পিত হইল। স্বকীয় জীবনের ঐশী শক্তিতে নরপতির প্রভাব পরাভব মানিল। প্রভুর নামের জয়পতাকা হস্তে করিয়া কিনা ক্ষুদ্র এক মানবসন্তান কোটি কোটি নরনারীকে উদ্ধারের পথ দেখাইয়া দিল। তুচ্ছ জীবনের বিনিময়ে পাপকলঙ্কিত মানুষ দেবজীবন লাভে সমর্থ হয়, স্বকীয় জীবনের মহান্ দৃষ্টান্তে তিনি এই দেবদুর্ল্লভ সত্য প্রচার করিয়া অমর হইলেন।

অতুল ঐশ্বর্য্য, বিপুল যশ, সুখময় রাজ্য—সমুদয় বিদায় দিয়া কপিলাবস্তুর অধীশ্বর বনে প্রবেশ করিলেন; যাহাতে মানব অবিনাশী মুক্তি লাভে সমর্থ না হয়, তাহাতে আমার প্রয়োজন কি, এই উচ্চ ভাবে উদ্দীপিত হইয়া অতুলপ্রভ মহামুনি শাক্যসিংহ পৃথিবী মণ্ডলে অবিনশ্বর কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। যাহাতে আমার প্রভুর নাম নাই, তাহা লইয়া আমি কি করিব? জগতে সকল ভক্তের সেই একই কথা এবং সেই কারণেই তাঁহাদের এত প্রতিষ্ঠা, এত সম্মান। প্রভুর নামে সংসারাসক্ত বিষয়ী অনাসক্ত যোগীর জীবন লাভ করে; ঐ নামে নীচাশয় স্বার্থপর হৃদয় নিস্বার্থ ভাবে জগৎকে আলিঙ্গন করে! ক্ষুদ্র মানবজীবন দেবশোভায় শোভান্বিত হয়!

তাই বলি ভগিনি! এসো দেখি আজ হৃদয়ে সেই প্রভুর নামের ছাপ দিয়া এ গৃহ হইতে বাহির হই।

হনুমান রামনামবিহীন রত্নকণ্ঠী অগ্রাহ্য করিল, আমরাও তেমনি প্রভুর নাম বিহীন সংসার সুখ দূরে নিক্ষেপ করি, অসার বাসনা স্বার্থপরতা প্রলোভন বিসর্জ্জন দিয়া হৃদয় খুলিয়া দেখাই, বলি দেখ আমার প্রভু এই আমার বুকের ভিতর। ব্রাহ্মিকা ভগিনি দেখ আমার এই হৃদয়ে, আমার এই ক্ষুদ্র অন্তরে প্রভুর নাম খোদিত। তাহাহইলে উৎসব সার্থক, ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ সফল, ব্রাহ্মিকা নামের গৌরব। আজ বড় আহ্লাদের দিন, সুখের দিন, এত গুলি ভগিনী আজ একত্র, কিন্তু এ দৃশ্যও প্রাণকে উৎফুল্ল করিতে পারেনা কেন? না আমরা সে উচ্চ দেব ভাব লইয়া উৎসবে যোগ দিতে পারি না।

এখনও উৎসব বাহিরের উৎসব হইয়া রহিয়াছে। অকপট প্রাণের উৎসব জীবনে ঘোর আন্দোলন আনিয়া দেয়, এক এক রমণী এক এক পুরুষ ইহার দ্বারা অমিত বলে বলীয়ান্ হইয়া ঘরে ঘরে পরিবারে পরিবারে প্রত্যেক পল্লীতে সত্যধর্ম্মের বিজয় ঘোষণা করিয়া ধন্য হয়েন।

আবার বলি এসো ভগিনি, আজ সকলে প্রাণে প্রাণে মিশিয়া সমস্বরে বলি সংসার আর তোরে চাই না, তোর মোহিনী শক্তিতে এত দিন বদ্ধ ছিলাম, আজ প্রভুর গৃহে আসিয়াছি আর চাই না। আমার প্রভুর নাম যাহাতে নাই তাহা লইয়া আমি কি করিব? সবাই এই কথা উচ্চারণ করি, একবার নয় শতবার বলি। দেখাও ব্রাহ্মিকা তোমার হৃদয় খুলিয়া দেখাও প্রভুর নাম তোমার অস্থিতে খোদিত। ধর্ম্ম মানবের একমাত্র সুখ শান্তির উৎস, ইহারই বলে মানব উৎসাহ উদ্যমে পূর্ণ হইয়া আপনার ও জগতের কল্যাণ সাধনে প্রবৃত্ত; ইহাই আমাদিগের কর্ত্তব্য পথের সহায়। নিস্বার্থ পবিত্র প্রীতি ধর্ম্মের দীপ্তিতে অতুল প্রভা ধারণ করে। ইহার প্রভাবে চিন্তা অধিকতর নির্ম্মল হইয়া মহান্ বিষয় সকল আয়ত্ত করিতে সচেষ্ট হয়, এবং এই রূপে মানবচরিত্রের সকল সদ্ভাব স্ফুরিত হইয়া মনুষ্য জীবনকে স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে ভূষিত করে।

ধর্ম্ম অলক্ষিত ভাবে আধ্যাত্মিক প্রভাব বিস্তার করিয়া আমাদিগকে অশেষ সুখ প্রদান করে। অনেকে মনে করেন ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভার্থ কয়েকটী কার্য্য ধর্ম্ম যদ্দ্বারা আমরা দুঃখ বিপদ হইতে রক্ষিত হইব। কিন্তু ধর্ম্ম প্রকৃত জীবন, তাহা দ্বারা সমুদায় জীবন পুণ্যময়, শান্তিময় ও আনন্দময় হয়।

আশাবতীর উপাখ্যান।

ভদ্রপুর নামে একটী ক্ষুদ্রগ্রামে আশাবতী নাম্নী এক নারী বাস করিতেন। তিনি শৈশবাবস্থায় পিতৃমাতৃহীনা ছিলেন। তাঁহার বয়োবৃদ্ধি হইলে নিকটস্থ জ্ঞাতি ও পিতৃবন্ধুগণ তাঁহাকে একটী গুণবান সৎপাত্রে সম্প্রদান করিলেন। দৈবদুর্ঘটনায় আশাবতী অল্প দিনেই বিধবা হইলেন। এই অসহায় অবস্থায় বহুদিন অতিবাহিত হইল। কালক্রমে প্রবল জ্বররোগে দেশ জনশূন্য হইল। দেশের ভয়ানক দুরবস্থা, লোকালয় সকল ঘোর অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। অরণ্যাভ্যন্তরস্থ অট্টালিকায় হিংস্র জন্তুগণ ভীষণ গর্জ্জন করিয়া ক্রীড়া করিতেছে। যে দুই একঘর মনুষ্যের বাস আছে তাহাতে দিবানিশি রোদনধ্বনি শ্রবণে প্রাণ উদাস হইয়া যায়। দিবা দ্বিপ্রহরে গভীর অরণ্যে বৃক্ষ ছায়ায় ঘুঘু পক্ষী দুঃখসূচক রব করিয়া গ্রামবাসীকে উদাসীন করিয়া তুলিতেছে। দিবসে শৃগালগণ প্রকাশ্য পথে মৃত দেহ লইয়া টানাটানি করিতেছে। এই ভয়ানক স্থানে বাস করিতে কাহার ইচ্ছা হয়? আশাবতীর জীবন কেবল দুঃখের কাহিনীতেই পরিপূর্ণ। তথাপি এই শ্মশানসম দৃশ্য তাঁহার হৃদয়ে ভীতি জন্মাইতে লাগিল।

আশাবতীর একজন আত্মীয় স্বদেশের ই ভীষণ মহামারীতে সমস্ত প্রিয় পরিজন হারাইয়া তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হইলেন, আশাবতীও এই সুযোগ পাইয়া তীর্থ দর্শনে বহির্গত হইলেন।

প্রথমে বর্দ্ধমানে নামিলেন। বর্দ্ধমান তীর্থ নহে, তথাপি বর্দ্ধমানে অনেক দেখিবার আছে। বিশেষ বসন্তকালে যখন অশোক পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, তখন বোধ হয় যেন বর্দ্ধমান নগরী ফুলেরমালা পরিয়া হাসিতেছে। দেখিলে শোক তাপ নিবারণ হয়। এতদ্ব্যতীত রাজার গোলাব বাগ উদ্যান, পশুশালা, চিড়িয়া খানা অতি আশ্চর্য্য। কৃষ্ণসায়র সরোবরের তীর অতি সুদৃশ্য। এই সকল দেখিবার জন্য বর্দ্ধমানে নামিবার প্রয়োজন সন্দেহ নাই।

বর্দ্ধমান হইতে মুঙ্গেরে গমন করিলেন। মুঙ্গেরের দৃশ্য অতিসুন্দর। গঙ্গাতীরে কষ্টহারিণীর ঘাট, রামপ্রসাদের ঘাট অতি চমৎকার। পীর পাহাড় ও সীতাকুণ্ড দেখিলে আনন্দের সীমা থাকে না। কষ্টহারিণীর ঘাটে সময়ে সময়ে অনেক উদাসীন বাবাজী বৈষ্ণব ফকির সন্ন্যাসী অবস্থিতি করিয়া থাকেন। এক দিন অতি প্রত্যূষে আশাবতী কষ্টহারিণীর ঘাটে স্নান করিতে গমন করিয়াছেন। গিয়া দেখিলেন একটী প্রকাণ্ড বটবৃক্ষতলে একজন যোগী ধ্যানমগ্ন রহিয়াছেন। যোগীর অপরূপ শোভা দেখিয়া আশা-

বতীর চিত্ত সুপ্রসন্ন হইল, আশাবতী জীবনে এমন সুখ কখনও সম্ভোগ করেন নাই। আস্তে আস্তে যোগিবরের শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বলিলেন "প্রভো! আজ আমার জীবন সার্থক হইল, আমি জীবনে কখনও আনন্দ সম্ভোগ করি নাই, আজ আপনার চরণ দর্শনে আমার হৃদয়-নিবদ্ধ বহুকালের দুঃখের শেল খসিয়া পড়িয়াছে। আপনাকে আমি বার বার প্রণাম করি।"

আশাবতী যোগীর চরণ স্পর্শ করাতে যোগীর ধ্যানভঙ্গ হইল। যোগী হিন্দি-ভাষায় যাহা বলিলেন তাহার ভাব এই:—

"মা। তুমি কে? আমি স্ত্রীলোক স্পর্শ করিতে ভয় করি। আমাকে তুমি স্পর্শ করিও না।"

আশাবতী। প্রভো! আপনি দেবতা, আপনার যে রূপ দেখিয়াছি, তাহা মনুষ্যের নহে, সেরূপ মনুষ্যের সম্ভবে না। দেবতার আবার স্ত্রীলোক স্পর্শে ভয় কি?

যোগী। মা! আমি ছার মনুষ্য, দেবতাদিগেরও পতনের ভয় আছে ইহা কি জান না?

আশাবতী। তবে নির্ভয় কে?

যোগী। যিনি যুক্তযোগী অর্থাৎ সর্ব্বদাই পরব্রহ্মে সংযুক্ত থাকেন, যাঁহার জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছা ব্রহ্মের জ্ঞান প্রেম ইচ্ছাতে সর্ব্বদা সংযুক্ত, তিনিই যুক্ত যোগী—তিনিই জীবন্মুক্ত। ইন্দ্রিয়গণ তাহার দাস হয়, তিনিই মুক্ত, তিনিই স্বাধীন।

আশাবতী। প্রভো! আমাকে ক্ষমা করিবেন, আপনার শরীরত সামান্য মানুষের শরীরের মত দেখিতেছি না, ইহা এত সুন্দর কিরূপে হইল? আহারাদি নাই, বেশ ভূষা নাই, তবে শরীরে এত জ্যোতিঃ কোথা হইতে আসিল?

যোগী। কাচের লণ্ঠনে দীপ জ্বালিয়া রাখিলে, লণ্ঠনের কাচ ভেদ করিয়া সেই আলোকের জ্যোতিঃ বাহির হইয়া থাকে। তদ্রূপ মনুষ্যের শরীরটী কাচের লণ্ঠন, ইহার মধ্যে যে 'আমি' নামে জীবাত্মা তাহাই বাতি অথবা দীপ-সলিতা, পূর্ণজ্ঞানময় পরব্রহ্ম অগ্নি। সেই ব্রহ্মাগ্নি, জীবাত্মা বাতিতে জ্বলিলে লণ্ঠনের কাচের বাহিরেও সেই আলোকের জ্যোতিঃ দেখা যায়। এ জ্যোতিঃ আহারে নাই, চন্দ্র সূর্য্যে নাই, পৃথিবীর অগ্নিতে নাই, আকাশের বিদ্যুতেও নাই, অথচ ব্রহ্ম চন্দ্র সূর্য্য বিদ্যুৎ অগ্নি প্রভৃতি সর্ব্বভূতে প্রাণরূপে বিরাজ করিতেছেন।

আশাবতী। যোগিবর! স্ত্রীলোক কি যোগ শিখিতে পারে না?

যোগী। পারিবে না কেন? স্ত্রীপুরুষ সকলেই যোগ শিক্ষা করিতে পারেন। সংসারে থাকিয়াও যোগ শিক্ষা করা যায়।

আশাবতী। আমার মত দুঃখিনীর-ভাগ্যে কি সে সৌভাগ্য ঘটিতে প[illegible]

যোগী। মা! তোমার প্রতিপা[illegible] আছে? [illegible]যাপন

আশাবতী। বাবা! আমার আর কেহ নাই, আমি একজন গ্রামের লোকের সঙ্গে তীর্থ দর্শনে আসিয়াছি।

যোগী। মা! তোমার পক্ষে যোগ শিক্ষা সহজ হইবে। কিন্তু একটু অভাব দেখিতেছি। তোমার গুরু হইবে কে?

আশাবতী। কেন প্রভো! আপনিই আমার গুরু হইবেন?

যোগী। না বাছা! আমি উদাসীন, আমার পক্ষে স্ত্রীলোক দর্শনই নিষেধ।

আশাবতী। বিধাতা স্ত্রীলোককে এত ঘৃণার পাত্র করিলেন কেন?

যোগী। না মা! স্ত্রীলোক ঘৃণার পাত্র নহেন। স্ত্রীলোক আমার গর্ভধারিণীর বংশ, স্ত্রীলোক আমার ভক্তির পাত্র। একটা স্ত্রীলোক দেখিলে আমার জননীকে মনে হয়। তথাপি আমার এই অপবিত্র দুষ্ট চক্ষু একটা স্ত্রীলোকের মুখের শোভা দেখিতে দেখিতে বিকৃত হইয়াছিল। সেই হইতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যতদিন চক্ষু ভগ্ন না হইবে আমি জননীগণের পাদপদ্ম দর্শন করিব।

আশাবতী। বিধাতা চক্ষুকে এত মন্দ করিয়া সৃষ্টি করিলেন কেন?

যোগী। না মা। মঙ্গলময় প্রভুর প্রতি দোষারোপ করিও না! তিনি চক্ষুকে মন্দ করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। এই চক্ষু দেহের দুইটা ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। ...র জীবাত্মা না থাকিলে শরীরের ...রের কোন? নাই। মানুষ মরিয়া গেলে ... শরীর জানে না, শুনে না, গ্রহণ করে না, গমন করে না। দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি কার্য্যে শরীরের কোন ক্ষমতা নাই। শারীরিক মানসিক কার্য্যের দোষ গুণ যা কিছু সমস্তই জীবাত্মার।

আশাবতী। তবে জীবাত্মাকে মন্দ করিলেন কেন?

যোগী। মঙ্গলাকর পরমেশ্বর জীবাত্মাকে স্বাধীন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। মনুষ্য আপনার ইচ্ছা মতে পুণ্য বা পাপের অনুগামী হইয়া থাকে।

আশাবতী। প্রভো! আমার দোষ ক্ষমা করিবেন। একটা কথা মনে হইল না বলিয়া থাকিতে পারি না। জীবাত্মা স্ত্রীপুরুষের এক, কি ভিন্ন ভিন্ন?

যোগী। একটী একটী মানুষের এক একটী ভিন্ন ভিন্ন জীবাত্মা। কিন্তু যেমন শরীর ভিন্ন ভিন্ন হইলেও সকল শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও গুণাগুণ এক প্রকার। হস্ত পদ মুখ নাসিকা সকল শরীরে এক, ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতিও সকল শরীরে একই প্রকার। সেই প্রকার জীবাত্মা পৃথক্ পৃথক্ হইলেও সমস্ত জীবাত্মার প্রকৃতি এক। জ্ঞান প্রেম ইচ্ছা সমস্ত জীবাত্মারই স্বভাব। পরমেশ্বর জীবাত্মাকে স্বাধীন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। স্বেচ্ছাচারিতা স্বাধীনতা নহে। ঈশ্বরের অধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা। স্ত্রীপুরুষের যেমন শারীরিক পার্থক্য আছে, তদ্রূপ স্ত্রী-পুরুষের আত্মাতে কোন ভিন্নতা আছে কি না তাহা আত্মদর্শী যোগগণ বলিতে পারেন।

আশাবতী। আপনি আমার অনেক মনের সংশয় দূর করিয়াছেন। আপনি আত্মদর্শী যোগীর কথা বলিলেন। যোগীরা কি আত্মাকে দর্শন করেন?

যোগী। হাঁ বাছা, যোগের এমন একটী অবস্থা আছে, যে অবস্থায় আত্মাকে দর্শন করা যায়।

আশাবতী। আত্মা নিরাকার। নিরাকারকে কিরূপে দর্শন করা যায়।

যোগী। পরমেশ্বর, এই ব্রহ্মাণ্ডে দুই প্রকার পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন—জড় ও চেতন। জড় বস্তু দর্শনের জন্য শরীরের চক্ষু আছে। চেতন দর্শনের জন্য আত্মার চক্ষু আছে। যোগ বলে সেই চক্ষু প্রস্ফুটিত হয়। এই জন্য যোগিগণ স্ত্রীপুরুষ আত্মা এক প্রকার কি ভিন্ন প্রকার তাহা বলিয়া দিতে পারেন।

আশাবতী। তবে কি আমার যোগ শিক্ষা হইবে না?

যোগী। হইবে না কেন? তোমার সৌভাগ্যে যদি স্ত্রীলোক যোগীর দর্শন পাও, তাহা হইলে আশা পূর্ণ হইবে।

আশাবতী। প্রভো! স্ত্রীলোক যোগী কি আছেন?

যোগী। সেকি বাছা! তুমি শুন নাই আমাদের দেশে কত শত শত স্ত্রীলোক যোগতত্ত্ব শিক্ষা করিয়া ভারতবর্ষের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। এখনও স্ত্রীযোগীর অভাব নাই। চিত্রকূট পর্ব্বতে, নর্ম্মদা নদীতটে, মানস সরোবরের নিকটে কয়েক জন সিদ্ধযোগিনী জননী বাস করিয়া থাকেন। তুমি যদি একপ্রাণে তাঁহাদিগকে ডাকিতে পার, তাঁহাদের আসন টলিবে। তাঁহারা তোমাকে কৃপা করিবেন।

বৎসে! যোগতত্ত্ব অতি পবিত্র। তীব্র বৈরাগ্য, উজ্জ্বল বিবেক, চিত্তের দীনতা, হৃদয়ের প্রগাঢ় পবিত্রতা এই সকল ভাব মনুষ্যের আত্মায় উপস্থিত হইলে যোগতত্ত্ব শ্রবণে ও সাধনে অধিকার হয়। তোমাকে অধিকারিণী বলিয়া বোধ হইতেছে। ভবিষ্যতে উপদেশ পাইবে। এখন বাসস্থানে প্রস্থান কর।

উপন্যাস-কুললক্ষ্মী।

(২২৮ সংখ্যা ২৭৪ পৃষ্ঠার পর)

শ্রাবণ মাস—ভরা নদী, যৌবন তরঙ্গে উছলিয়া উঠিতেছে। সেই কূল-প্লাবিনী পদ্মার প্রবল স্রোতে একটা মনুষ্যবৎ কি ভাসিয়া যাইতেছিল—এক এক বার ডুবিতে ছিল, আবার একটু ভাসিতেছিল। পদ্মার জলে ডিঙ্গি সর্ব্বদা বিচরণ করে। একখানি ডিঙ্গি হইতে এক জন জেলে সভয়ে বলিয়া উঠিল "ভাই দেখ দেখ, কি

ভাসিয়া যাইতেছে।” দ্বিতীয় জেলে পদার্থটী দেখিবামাত্রই জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল, দুই তিন বার ডুব দিল, পরে একবারে একটী স্ত্রীলোকের মৃত দেহ লইয়া নৌকায় উঠিল। এ কি মরা? না একটু যেন নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিতেছে! যাহাহউক তাহারা ইতর লোক দয়ার খাতিরে না হউক, ভয়ে ভয়ে নৌকাখানি তীরলগ্ন করিয়া মৃতাবৎ স্ত্রীলোকটীকে উঠাইল এবং নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে কতকগুলি খড় আনিয়া একটা অগ্নি জ্বলিয়া সেক দিতে লাগিল। স্ত্রীলোকটী মরা নহে; কষ্টের জীবন শীঘ্র যায় না, অল্প শুশ্রূষাতে পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিল। যতক্ষণ এই ঘটনা হইতেছিল, গ্রামমধ্যে এই সংবাদ পৌছিল। ক্রমে বহুতর গ্রাম্য লোক আসিয়া উপস্থিত হইল, কিন্তু স্ত্রীলোকটী সংজ্ঞা লাভ করিয়া কাহাকেও কিছুমাত্র না বলিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। তাহার জীবন রক্ষকদের প্রতি একবার চাহিয়াও দেখিল না, সকলেই স্ত্রীলোকটীকে পাগল মনে করিল। দর্শকবৃন্দের মধ্যে একটী অশীতিপর বৃদ্ধ ছিলেন, তিনি রমণীটীর আকৃতি দর্শনেই তাহাকে কোন ভদ্রবংশীয়া রমণী বলিয়া ঠিক করিয়াছিলেন। তিনি স্ত্রীলোকটীর সম্মুখে যাইয়া দাঁড়াইয়া তাহার গতি রোধ করিলেন, এবং অতি স্নেহের কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন “মা গো তুমি কোন ভদ্রকন্যা অনুমান করিতেছি; তুমি নির্ভয়ে বল তোমার কিরূপে এরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছে; আমি যথাসাধ্য তোমার উপকার করিব।” স্ত্রীলোকটী এই কথা শুনিয়া কি মনে করিয়া জানি না থমকিয়া একটু দাঁড়াইল, এবং বৃদ্ধের মুখ পানে কিয়ৎক্ষণ তাকাইয়া অবিশ্রান্ত অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। ভদ্রলোকটীর মনে সমধিক দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি বারংবার অধিকতর আগ্রহ সহকারে তাহার দুরবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। রমণী বলিল “মহাশয়! আপনার নিকট আমার লোকাতীত দুরদৃষ্টের কথা বলিতে নিতান্ত বাসনা হইতেছে, কিন্তু তাহা বলিলে মহাশয়ের মনঃপীড়া জন্মিবে মাত্র। আর আমার প্রকৃত পরিচয় কাহারও নিকট প্রদান করিতে দেবতার নিষেধ আছে; যদিও দেবতা আমার প্রতি পিশাচবৎ আচরণ করিয়াছেন, কিন্তু আমার তিনি পরমারাধ্য দেবতাই বটেন, সুতরাং আপনি কৌতূহল পরিত্যাগ করুন।”

বৃদ্ধ—তবে মা আমি তোমার কি উপকার করিব বল, তোমাকে নিরাশ্রয় রাখিয়া যাইতে আমার কোন মতেই ইচ্ছা হইতেছে না।

রমণী—মহাশয়কে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিতে আমার একান্ত বাসনা হইতেছে, কিন্তু আমি অতি দুঃখিনী বলিয়া সাহস করিতে পারি না। যদি পিতঃ আপনি আমার প্রতি সদয় হইয়া আমার বৃত্তান্ত বারংবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তবে দয়া করিয়া বলুন এ

দেশটীর নাম কি? আমি কোথায় আসিয়াছি?

বৃদ্ধ—মা তুমি বিক্রমপুর গ্রামে আসিয়াছ, তোমার কিছু ভয় নাই; এ অতি ভদ্র স্থান। রমণী ব্যগ্র ভাবে, পিতঃ তবে বলুন সাহবাজ নগরনিবাসী সর্ব্বেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়ের বাটীতে আমি কিরূপে যাইতে পারিব, আপনি যদি আমাকে সেখানে পঁহুছাইয়া দিতে পারেন, তবেই আমার প্রকৃত বান্ধবের কাজ করিলেন। আপনি যদি আমার দুটী হারাধন খুঁজিয়া দিতে পারেন, তবেই এ দাসীকে চিরদিনের জন্য আপনার চরণে ক্রয় করিলেন। তথায় আমার দুটী হারান রত্ন আছে, হায়! হায়! আছে কিনা ঈশ্বর জানেন। আমি সেই ধন দুটীর জন্য দেশে দেশে ফিরিতেছি, দ্বাদশ বর্ষকাল পাগলিনী হইয়া ফিরিতেছি। হাতে একটী পয়সা নাই, সন্তরণে এরূপ কত নদী পার হইয়াছি; কত বার নদীতে ডুবিয়া মৃত্যুমুখে পড়িয়াছি, কিন্তু হায় যম ত দুঃখিনীর জীবন ভয়ে গ্রহণ করেন নাই, পাছে যমালয়ে আমি গেলে যমের অমঙ্গল ঘটে। বলিতে বলিতে রমণীর হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, চক্ষুজলে মুখ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। সে সকল ভুলিয়া অনর্গল আপন দুঃখ কাহিনী বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলঃ—মহাশয়; আমি দুটী রত্ন আঁচলে বান্ধিয়া এই দুঃখময় সংসার সাগরে ভাসিয়াছিলাম। প্রথমে একটী রত্ন অভাগিনীর কক্ষ হইতে কে কাড়িয়া নিল! কে চুরি করিল, কত খুঁজিলাম, কত কাঁদিলাম, পাইলাম না। সেই ধনের অন্বেষণে পাগলিনী হইয়া শেষ রত্ন টুকুকে লইয়া নানাদেশ পর্য্যটনের পর কলিকাতা মহানগরীতে উপস্থিত হই, কলিকাতায় আসিয়া সে রত্নটুকুও চুরি গেল। জানিলাম কে আমার ধন হরণ করিয়াছে, কিন্তু সেই চোর ধরিতে পারিলাম না। চোরের সঙ্গ লইলাম, চোর আমাকে আশ্বাস দিয়া আনিয়া পথে ফেলিয়া পলাইল, আর খোঁজ খবর পাইলাম না। দ্বাদশ বর্ষ ঘুরিলাম কোথাও সন্ধান পাইলাম না। রমণী থামিল, বৃদ্ধ আবার সজলনয়নে জিজ্ঞাসিলেন "তার পর মা?" রমণী—পরে দেশে দেশে সাহবাজ নগর কোথায় জিজ্ঞাসা করিতে করিতে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। একটী দুষ্টলোক সাহবাজ নগরে লইয়া যাইবে আশ্বাস দিয়া শ্রীহট্টে লইয়া যায়। ধূর্ত্ত আমাকে এক জমীদারের বাটীতে দাসীরূপে বিক্রয় করিয়া আসে। সেই যমালয়ে আট বৎসর আবদ্ধ ছিলাম। পাখী যেমন দিনরাত্রি পিঞ্জর হইতে বাহির হইতে চেষ্টা করে, বাহির হইতে পারে না; আমিও সেইরূপ দিবা রাত্রি চেষ্টা করিয়াও বাহির হইতে পারি নাই। আট বৎসর পরে দৈব অনুকূল হইল, জমীদার সপরিবারে গঙ্গাস্নানোপলক্ষে কলিকাতা যান, অনেক কান্না কাটি করাতে আমাকেও সঙ্গে লন, সেখান

হইতে সুযোগ মতে পলায়ন করিয়া আবার সাহবাজনগর উদ্দেশে যাত্রা করিয়াছি; জানি না এবার কপালে আরও কি আছে।

রমণী আত্মবৃত্তান্ত বলিতে বলিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। ভদ্রলোকটী নিজেও কুলীন, সুতরাং তিনি যদিও এই কথার ভিতর পাগল প্রলাপের অধিক কিছু গ্রহণ করিতে পারিলেন না, কিন্তু ঘটনাটী কতক বুঝিতে পারিলেন। তিনি সাহবাজ নগরের সর্ব্বেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়কে চিনিতেন, তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে কিছু কুটুম্বিতাও ছিল। সর্ব্বেশ্বরের ভীষণ স্বভাবের বিষয় অনেক লোকেই জানিত সুতরাং তাঁহার মনে বিলক্ষণ সন্দেহের সঞ্চার হইল; এবং এই অভাগিনীর অবস্থা দৃষ্টে তাঁহার হৃদয় বৃদ্ধজনোচিত দয়তে আর্দ্র হইল। তিনি বহু যত্নে স্নেহময় পিতার ন্যায় আদরে অভাগিনীর শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে পুনরায় জ্ঞানের সঞ্চার হইল। তিনি আর উহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়া ক্লেশ দিলেন না, মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন ইহাকে বাড়ী লইয়া যাইব এবং একটু সুস্থ করিয়া যেরূপে পারি দুরন্ত সর্ব্বেশ্বরকে আনিয়া উহার সহিত দেখা করাইব; আর অভাগিনীর রত্ন দুইটী কোথায় তাহাও একবার দেখিব। ধন্য বৃদ্ধ কাল! ধন্য দয়াবৃত্তি! বৃদ্ধ রমণীকে বলিলেন "মা তুমি আমাকে পিতা বলিয়া ডাকিয়াছ, বাপের বাড়ী যাইতে ভয় কি মা? তুমি আমার কন্যা হইলে, চল আমার বাড়ীতে, পরম আদরে থাকিবে। তুমি তোমার গম্য স্থানেই আসিয়াছ। মা এই বিক্রমপুর, ইহার মধ্যেই সাহবাজ নগর। আমার বাড়ীও সাহবাজ নগরের অনতিদূরেই। আমি সর্ব্বেশ্বরের সহিত তোমার সাক্ষাৎ করাইয়া দিব, তোমার রত্ন দুটীরও যথা-সাধ্য একবার খোঁজ করিয়া দেখিব। চল মা আমার সঙ্গে চল আর বিলম্বে কায নাই। কিন্তু বাছা বলত তুমি কি জাতি? আমার এটী জানা নিতান্ত প্রয়োজন। তোমার কথায় বোধ হইতেছে যে তুমি ব্রাহ্মণকন্যা ও নির্দ্দয় সর্ব্বেশ্বরের স্ত্রী।" দুঃখিনী বলিলেন "পিতঃ! আপনার নিকট আমার কিছুই গোপনের ইচ্ছা নাই। আপনার অনুমান যথার্থই, অভাগিনীকে নিজ গৃহে স্থান দিলে জাতিচ্যুত হইতে হইবে না। দাস্যবৃত্তি এ কপালে লেখা ছিল বটে, কিন্তু সেও ব্রাহ্মণের ঘরেই ছিলাম। বৃদ্ধ শুনিয়া সন্তুষ্টমনে তাহাকে সঙ্গে করিয়া নিজ ভবনে গমন করিলেন।

তাঁহার বাটী অতি নিকটেই ছিল, অল্প সময়েই উভয়ে তথায় যাইয়া পহুঁছিলে বৃদ্ধের গৃহিণী ভিখারিণীকে পরম যত্নে গৃহে স্থান দিলেন। তাহার দুঃখে সমদুঃখিনী হইয়া তাহাকে নানা কথা জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন। রমণী বৃদ্ধের নিকট যতটুকু গোপন করিয়াছিল, তাঁহার পত্নীর নিকট

তাহাটুকও পারিল না। সকল বৃত্তান্তই প্রকাশিত হইল, কিন্তু সে কেবল বৃদ্ধ ও তাহার গৃহিণীর নিকট, অন্য লোক আর কিছুই জানিতে পারিল না। বৃদ্ধ সকলের নিকট বলিলেন এই রমণী তাঁহার কোন বিশেষ কুটুম্বের পত্নী ও তাঁহার ধর্ম্ম কন্যা।

যাউক, আমাদের কুললক্ষ্মীর জননী এইরূপে ঐ বৃদ্ধের ভবনে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাঁহার ধর্ম্ম পিতা একদিন নানা প্রকার সুখাদ্য সংগ্রহ পূর্ব্বক আপন গৃহিণীকে বলিলেন যে আজি আমার জামাতা সর্ব্বেশ্বর গাঙ্গুলিকে আহার করাইব, খুব উত্তম পাক প্রস্তুত কর, আমি নিমন্ত্রণে চলিলাম।

জানি না দুঃখিনী ও বৃদ্ধে কিরূপ একটা পরামর্শ হইয়াছিল। বৃদ্ধ যথা সময়ে সর্ব্বেশ্বরকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন। সর্ব্বেশ্বর নিমন্ত্রণ গ্রহণে বিশেষ কিছু আপত্তি করিলেন না। কেন না পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে ঐ বৃদ্ধ তাঁহার কুটুম্ব। সর্ব্বেশ্বর সকাল সকাল স্নানাহ্নিক সমাপনানন্তর নিমন্ত্রণ ভবনে সমাগত হইলেন, কিন্তু তথায় অন্য কোন নিমন্ত্রিত লোক না দেখিয়া কিছু বিস্ময় জন্মিল; কেন না শুধু তাঁহাকে কেন নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে, এরূপ ত কথনও হয় নাই। বড় ঘটা হইলেই এ বাড়ীতে তিনি নিমন্ত্রিত হইয়া থাকেন।

যাহাহউক বুড় লোকটী তাঁহার নিকট আসিয়া যথেষ্ট সমাদর প্রদর্শন করিলেন এবং তাঁহাকে চুপি চুপি বলিলেন "বাপুহে একটী কথা তোমাকে আমার বলা হয় নাই, এখন বলিতে হইবে। ভরসা করি তুমি কিছু আপত্তি করিবে না, কেন না কুলীনের ছেলে মর্য্যাদা গ্রহণে কোথায় আপত্তি করিয়া থাকে?"

সর্ব্বেশ্বর বলিল, কেন মহাশয়, আপনার বাড়ী খাব, তাহাতে আবার মর্য্যাদা কেন? বৃদ্ধ—"না বাবা, আমি তোমাকে আহার করাইতেছি না; দিন কতক হইল আমার বাড়ী কোথা হইতে এক দুঃখিনী ব্রাহ্মণ কন্যা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; সে একটী ব্রত করে, তাহার নিয়ম একটী সৎকুলোদ্ভব ব্রাহ্মণ ভোজন। আমার পরিচিত মধ্যে তোমার ন্যায় কুলমর্য্যাদাপন্ন আর কে আছে? সুতরাং তোমাকেই নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। তিনি তোমাকে স্বহস্তে পাক ও পরিবেশন পূর্ব্বক ভোজন করাইয়া ২০টী রৌপ্যমুদ্রা মর্য্যাদা দিবেন। কেমন কোন আপত্তি আছে কি?" আপত্তি! ভোজন, তদুপরি মর্য্যাদা! তবু আবার আপত্তি? কবে এই নির্ব্বোধ বুড়াদের গঙ্গা প্রাপ্তি হইবে? রৌপ্যের নিকট কি না, বিক্রয় হয়? মান বল, ধর্ম্ম বল, জীবন বল, যৌবন বল, কন্যা পুত্র বল এমন কি আছে যাহা কোন দিন রৌপ্যের নিকট বিক্রীত না হয়েছে? সর্ব্বেশ্বর শর্ম্মাও কি এই রৌপ্যের লোভে আপন দুহিতা

হেমলতাকে বিক্রয় করেন নাই? তিনিই কি এই রৌপ্যের দুর্দ্দমনীয় প্রলোভন-বশতঃ অজ্ঞাতকুলশীলা কাশীনিবাসিনী এক ব্রাহ্মণকন্যার পাণিপীড়ন করেন নাই? তবে আবার ও বুড়াটা কেন আপত্তির কথা তুলিল জানিনা। বোধ হয় তাঁহার বুড়া বুদ্ধিতে অতটা জানা ছিল না। যাউক আমাদের সর্ব্বেশ্বর শর্ম্মা বড় ফাঁফরে পড়িয়াছিলেন সন্দেহ নাই। কেন না কি রূপেই বা একটা সাধারণ স্ত্রীলোকের স্পৃষ্ট অন্ন আহার করিবেন? (বিশেষ তাহা আবার একজন লোককে জানাইয়া, গোপনে হইলে কিছুই ভাবনার বিষয় ছিল না) অথবা ২০ টী মুদ্রার মায়া পরিত্যাগ করিবেন; একটী নয় দুটী নয়, বিশটী মুদ্রা! বড় উভয় সঙ্কট উপস্থিত হইল। এ সময় সর্ব্বেশ্বর শর্ম্মার উচিত ছিল টোলের কোন উপাধি ধারী পণ্ডিতের নিকট কিছু ব্যয় স্বীকার করিয়া এই নিমন্ত্রণ রক্ষার সম্পর্কে একটী ব্যবস্থা লওয়া। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহারত সময় ছিল না, পাত প্রস্তুত, বুড়াটা ঘন ঘন ডাকা ডাকি করিতেছে। এ দিকে উদরে জঠরাগ্নিও মহা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল। ভাবিলেন বুড়াটাকে খুব এক চোট ভৎর্সনা করিয়া অনাহারেই চলিয়া যাই, আবার পরক্ষণেই ক্ষুধা দেবীর তাড়নায় ও মুদ্রা দেবীর প্রবল আকর্ষণে আহার করাই শ্রেয়ঃ মনে করিলেন। কিন্তু সহসা আহার করিতে যাইতে পারিলেন না। বলিলেন আমার ভালরূপ ক্ষুধা বোধ হয় নাই, কিঞ্চিৎ বিলম্বে আহার করিব। বৃদ্ধ ডাকিতে বিরত হইলেন। সর্ব্বেশ্বর একাকী বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। বিশ টাকা ভোজন দক্ষিণা, কথাটা বড় আশ্চর্য্য-জনক! অনায়াসে বিশ টাকা লাভ হইল অথচ কোন কুকাজ করিয়া নহে। একি বলিলে সর্ব্বেশ্বর? কোন কুকাজ নহে। একি কুকাজ নয়? এই কুলের জন্যই কি প্রাণের পুতুল কুলকে পাগলিনী করিয়া দেও নাই? এই কুলাভিমানে মত্ত হইয়াই কি আপন তনয়া হেমলতাকে অন্যের নিকট বিক্রয় কর নাই?—আর সেই পান্থশালা-নিপতিতা দুঃখিনীকে মনে হয় কি? সেই ব্যাধিক্ষীণা মৃত্যু-গ্রাসে পতিতা অনাথাকে মনে হয় কি? এই কুলের জন্যই কি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলে না? এই সকল প্রশ্ন সর্ব্বেশ্বরের মনেও পুনঃ পুনঃ উঠিতে লাগিল। এই অনর্থমূলক অর্থের জন্যই যে তিনি কুললক্ষ্মীর জননীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, আবার দারুণ কুলাভিমানে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আজ কেন জানি না সে কথা পুনরায় মনে হইয়া বড় ক্লেশ হইতে লাগিল।

একাকী বসিয়া বসিয়া অনেক বিগত কথা স্মরণপথারূঢ় হইয়া তাঁহার হৃদয় অবসন্ন হইল। অল্পদিন হইল যে ঘটনাটী হইয়া গিয়াছে, তাহাই তাঁহার সমধিক

মনোদুঃখের কারণ হইয়াছিল। ধর্ম্মজ্ঞানী বল, মানী বল কেহই অদ্য পর্য্যন্ত স্নেহের অধীন না হইয়া থাকিতে পারে নাই। সর্ব্বেশ্বরের মনে কুললক্ষ্মীর বালিকা কালের সুকুমার ছবি, যৌবনের সুমধুর মাধুরি, তাঁহার পিতৃভক্তি, আবার সেই স্নেহের ধনের প্রতি নিজ পিশাচবৎ ব্যবহার উদয় হইতে লাগিল। আহা! এই বিপুল বিশ্বে কুল'র আর কোন চিহ্ন নাই! সর্ব্বেশ্বর ভাবিতে লাগিলেন কেন এমন কুকাজ করিয়াছিলাম, আপন কন্যার যম আপনি হইয়াছি, এ ছার জীবনে আর প্রয়োজন কি?

তাঁহার ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর হইয়া গিয়াছিল, তিনি গত ঘটনা সকল ভাবিয়া কাঁদিতে ছিলেন। বৃদ্ধ বেলা প্রায় শেষ হইতেছে, দেখিয়া আবার তাঁহাকে ডাকিতে আসিলেন। কি আশ্চর্য্য! তিনি যেখানে বসিয়া ছিলেন, এখনও ঠিক সেই খানেই বসিয়া, চোক লাল। বৃদ্ধ কিছু বুঝিতে পারিলেন না, তিনি দস্তর মত ডাকিলেন। সর্ব্বেশ্বর এবার আর একটী কথাও বলিলেন না, অন্যমনস্ক ভাবে যাইয়া আহার করিতে বসিলেন। বৃদ্ধ সেখান হইতে কর্ম্মান্তরের ব্যপদেশে চলিয়া গেলেন। (ক্রমশঃ)

একটী দৃশ্য।

(প্রকৃত ঘটনা।)

১ম স্তবক।

সুপাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠমাস; মধ্যাহ্ন-তপন
বরষে সহস্র করে হুতাশন রাশি,
দহিতে ধরণী অঙ্গ নির্ম্মম অন্তরে;
সহায় আবার তার দুষ্ট সমীরণ,
সেও জ্বালাইছে রঙ্গে তীব্র বহ্নিজ্বালা;
বলবান যেই জন হায় এ জগতে,
সবে অনুগত তার, ভাবে না মমতা
বেদনিতে পর-চিত্তে, আঘাতিতে হায়,
অত্যাচার-শক্তিশেল দুর্ব্বলের প্রতি।
হে অনিল, নাম তব জগত-জীবন,
কিন্তু একি হেরি? হরিতে বিশ্বের প্রাণ
হয়েছ উদ্যত; ভক্ষক, রক্ষক যেই!
উপরে অনন্ত শূন্য জ্বলিছে ধু-ধু-ধু—
বহ্নিমান চন্দ্রাতপ প্রলম্বিত যেন;
নিদাঘ-পীড়িত বিশ্ব; বিহঙ্গমবৃন্দ
লভিছে বিরাম, স্নিগ্ধ বিটপী আশ্রয়ে
ভুলি নিজ নিজ স্বর। আপনি পুড়িয়া
অসহ্য দহনে, যিনি বাঁচান অপরে,
সার্থক জনম তাঁর,—মহাত্মা সে জন।
ভূ-গর্ভে শুইয়া কোথা কুণ্ডলিত ফণী
ছাড়িছে গরলময় উত্তপ্ত নিশ্বাস;
গহন কানন-তলে, স্নিগ্ধ অন্ধকারে,
লয়েছে আশ্রয় এবে বন জন্তুগণ;
ভুলি নিজ নিজ চির হিংসা ব্যবসায়;

জল-তলে মীনদল খেলিতেছে শুধু,
খর সৌর-কর-রাশি পশেনি যেখানে;
পথে, ঘাটে, মানবের নাহি সমাগম
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডে ডরি; মনে হয় যেন,
অনন্ত অনল-কুণ্ড এ ব্রহ্মাণ্ড আজি;
হেরি এই জ্বালাময়ী মূর্ত্তি বিভীষণা,
প্রকৃতি—কুসুম-প্রাণা—অনন্ত-যৌবনা
পড়েছে ঢলিয়া, ভয়-অবসন্ন-দেহে।

২য় স্তবক।

এ হেন সময়ে
কুসুমপুরের এক সুরম্য প্রাসাদে,
একটী সজ্জিত কক্ষে, রয়েছে শুইয়া
দ্বাদশবর্ষীয় বালা রোগের শয়নে—
(সায়াহ্নের ম্লানমুখী কমল প্রতিমা;)
অবিন্যস্ত কেশ পাশ পড়েছে এলায়ে,
কপোলে, উরসে, স্কন্ধে, শয্যা-উপাধানে,
আধ আবরিত করি রুচির আনন;
পূর্ণিমা-শিশির-স্নিগ্ধ শারদ-অম্বরে,
চূর্ণ কৃষ্ণ ঘনস্তরে যথা শশধর;
মৃণাল সে ভুজ-বল্লী রয়েছে পড়িয়া
চন্দ্র-রশ্মি-রুচ-বক্ষে যেন অনাদরে;
চারুনেত্র-নীলাম্বুজ আধ মুকুলিত,—
উষা-সমাগমে, স্বচ্ছ সলিল-শয্যায়,
যথা তুমি সরোজিনি—সর-সোহাগিনী;
কিন্তু রে এহেন অঙ্গে না শোভে ভূষণ—
রমণীর চিরসাধ; হিমাগমে যথা,
কুসুম-রতন-হারা ললিতা লতিকা;
সীমন্তে সিন্দুর-বিন্দু—সধবা-লক্ষণ
গিয়েছে ঘুচিয়া হায়, জনমের মত,
তরুণ বয়সে হেন; মুদেছে নলিনী
অলঙ্কার দল-রাজি, ফুটিতে ফুটিতে
নবীন মধ্যাহ্ন-করে; চারু মুখ-ছবি
নিরাশ বিষাদ-ঘনে আবরিত গাঢ়;
হায় এই উদাসীনী-অমরী-প্রতিমা—
মূর্ত্তিমতী সহিষ্ণুতা—বাঙ্গালীর ঘরে,
হিন্দু-বিধবার রূপে আছে প্রতিষ্ঠিতা,
পাঠিকা ভগিনি, আজ সমক্ষে তোমার
দেখ চেয়ে ওই, সেই বালিকা দেবতা—
ছটফট্ করিতেছে ব্যাধির তাড়নে;
শয্যা-পার্শ্বে বসি এক সধবা রমণী
এক হস্তে তাল-বৃন্ত করিছে ব্যজন,
অন্য করে মুছিতেছে নয়নের ধারা;
পরিজন, দাস, দাসী ঘুমাইছে সবে
ভুলি এই বালিকায়; কেবল জননী
জাগিছেন একাকিনী এ বিশাল পুরে;
(মা বিনা সন্তান-স্নেহ কে জানে রে আর?)
প্রসারি নয়নাম্বুজ কতক্ষণ পরে,
কহিলা কাতরে বালা আধি-ক্ষীণ-স্বরে,
"পিপাসায় প্রাণ যায় জননি আমার,
এক বিন্দু দে গো জল;" নীরবিলা হায়;
কহিলা জননী তবে—মুছিয়া অঞ্চলে
গলদশ্রু ধারা, ফেলি সুদীর্ঘ নিশ্বাস—
"বিনোদিনি,—মা আমার,—স্থির হও যাছ,
তা' হলে এখনি নিদ্রা আসিবে তোমার,
নিদ্রায়, পিপাসা তব থাকিবে না আর,"
এত বলি তনয়ার জ্বর-তপ্ত দেহে,
আপনার পদ্ম-হস্ত বুলান সুধীরে;
বলিলেন মনে মনে,—"রে দারুণ বিধি,
এখনো এ দেহে প্রাণ রয়েছে আমার,
হেরি এই বজ্রভেদী দৃশ্য যাতনার?
অতুল ঐশ্বর্য্যশালী জমীদার সুতা,
একমাত্র এ পুরের আনন্দ-পুত্তলি,

নয়নের মণি মোর, অঞ্চলের নিধি,
দুষ্ট দেশাচার-পাপে সহিছে এ জ্বালা;
ভিখারিণী,—এ সংসারে কেহ নাই যার
বলিতে আপন,—সেও রে বিনোর চেয়ে
সুখী শতগুণে,—ভাগ্যবতী শতবার;”
থামিল চিন্তার স্রোত ক্ষীণ আর্ত্ত রবে,—
“দে মা জল এ'টুক—যায় প্রাণ যায়,
কেন মা নিদয়া এত,—দয়াময়ী তুমি,
বালিকা মেয়ের প্রতি? এত বেলা হলো,
এখনো খাইনে কিছু; চাই নে তো কভু
বসন, ভূষণ মা গো তোমার নিকটে?
শুধু এক বিন্দু বারি।” অমনি জননী
ফেলি তাল-বৃন্ত দূরে উন্মাদিনী মত
উঠি দাঁড়াইয়া তবে কহিলা উচ্ছ্বাসে,—
“বিস্থবিয়সে”র ঘোর অগ্ন্যুচ্ছ্বাস যেন,—
“একাদশী,—মহাপাপ,—ধর্ম্মচ্যুতি ভয়,
এই যদি ধর্ম্ম শাস্ত্র, জানি না তা হলে
কিরূপ অধর্ম্ম-শাস্ত্র?—জঘন্য কত সে?
যা হবার হইবেক কপালে আমার,
অনন্ত নরক কিম্বা চির স্বর্গ-বাস,
দিব আজি জল-ধারা বাছার বদনে,
পারি না সহিতে আর।” বলিয়া রমণী
দ্রুতকরে ভরি পাত্র শীতল সলিলে,
কহিলা “মেল মা মুখ।” আনন্দে বালিকা
মেলিলা বদন; ধরিয়া কম্পিত-করে
পানীয়-পূর্ণিত পাত্র, ঢালিবেন সেই,—
এমন সময়ে ধ্বনি ভাসিল পশ্চাতে,—
“কি কর কি কর দিদি! আজি একাদশী,
হারালে কি তিথি-জ্ঞান মাতৃস্নেহ বশে?”
অমনি সে জল-পাত্র পড়িল শয্যায়,
ছিটাইয়া একবিন্দু রোগীর অধরে;
“বিনোদিনী মা আমার,” চীৎকারি উচ্ছ্বাসে
মূর্চ্ছিতা হইলা মাতা জনমের মত;
আর সেই শয্যাতলে সোণার প্রতিমা!
কি বলিব—সে যে দৃশ্য—চিত্ত-বিদারক,
মেলিয়া বদন ওই মুদিত নয়নে,
গিয়াছেন ছাড়ি বঙ্গ—পাপের আলয়,
সেই ব্রহ্মলোকে,—যথা সুধা-নিস্যন্দিনী
বহিছে প্রেমের নদী—বিশ্ব-বিপ্লাবিনী।
যথায় বৈষম্য নাহি পুরুষে নারীতে,
স্বাধীন যেখানে সবে ভাবিতে কাঁদিতে॥*

হরপার্ব্বতী সম্বাদ।

কমনীয় কৈলাসশিখরে নমেরুবনালয়ে বিগত মাঘ মাসের শেষ ভাগে কৈলাসনাথ একদা একাকী উপবিষ্ট আছেন। নন্দীর ত্রিশূলাঘাতশঙ্কিত পবনদেব মৃদু-পদসঞ্চারে গমনাগমন করিতেছেন, কলকণ্ঠ বিহঙ্গগণ শীতার্ত্ত হইয়াও পিণাকপাণিকে বসন্ত রাগের সঙ্গীত শুনাইতেছে। ধবলশৃঙ্গবৎ বৃষভরাজ অদূরে

* আমরা কোন মাননীয় ডাক্তার বন্ধুর নিকট উপরোক্ত ঘটনার বিষয় শ্রবণ করিয়াছি। তিনি এই ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। আমরা কেবল মাত্র জমীদারের ও স্থানের নাম অপ্রকাশিত রাখিলাম। আমাদের তাহা প্রকাশ করিবার অধিকার নাই।

তরুমূলে শয়ান হইয়া রোমন্থ করিতেছে, দেবীবাহন কেশরী তাহার তুষারস্তূপ-সদৃশ ককুদ অবলেহন করিয়া মহাযোগীর তপঃপ্রভাব প্রকাশ করিতেছে। কিন্তু এমন অবস্থাতেও অষ্টসিদ্ধির অধিপতি মহাদেব মহাশয়ের আজি স্বস্তি নাই। তিনি যেন কি হারাইয়াছেন বা কোন প্রিয় অভীষ্ট সাধন বিষয়ে অপূর্ণকাম হইয়াছেন। সিদ্ধির সহিত ধুস্তুরবীজের পরিমাণ পূর্ব্বেই বৃদ্ধি করা হইয়াছিল, তাহাতেও কিছু হইতেছে না। এমন সময়ে

কামরূপ কামচারী অনশ্বর দেহ,
শুদ্ধচেতা যাযাবর যত্র সায়ং গেহ
মোহিনী বীণার গানে বিলম্বিত মন,
সদা তীর্থ-দৃষ্টিরত,
সংযত সুদৃঢ় ব্রত,
দেবর্ষি নারদ ধরা ত্যজি তপোধন—

তথায় উপস্থিত হইলেন এবং দূর হইতেই ঠাকুরকে একটা আড় ভাবে প্রণাম করিয়া "একবার মাতৃচরণ বন্দনা করিয়া আসি" বলিয়া দেবীমন্দিরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ঠাকুরও তীর্য্যক্‌দৃষ্টিতে কন্দলপ্রিয় ঋষিকে অবলোকন করিয়া ভাবিলেন,—"আজি মাতৃচরণ বন্দনায় যেরূপ ব্যস্ত দেখিতেছি, একটা কিছু না করিয়া ছাড়িবে না।" দেবর্ষি দেবীসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া যথোচিত অভিবাদন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন। কৈলাসাধীশ্বরী সস্নেহসম্ভাষণে স্বাগত প্রশ্ন করিলেন। ঋষিবর হেঁয়ালি ছন্দে উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন,—

"বল গো কি দেখি! মাতঃ আজি ধরাতলে
চঞ্চল মানস মম অতি কুতূহলে
ভূত ভবিষ্যত্‌ দেখি বর্ত্তমান প্রায়
চরণপ্রসাদে তব,
আজি কেন পরাভব
বুঝিতে এ তত্ত্ব? দেবি ঠেকিয়াছি দায়।

ভূলোক দ্যুলোক কিম্বা গোলক ভুবন,
মহাজ্ঞানী বলি আমা জানে সর্ব্ব জন,
যথা যে জটিল তত্ত্ব হয় উপস্থিত
মথি শাস্ত্র পারাবার
করি সত্য রত্নোদ্ধার,
আজি কেন বল মাতঃ হই পরাজিত?

রাজসূয়, অশ্বমেধ, বাজপেয় আর
কত শত মহাযজ্ঞ সংখ্যা নাহি তার
দেখেছি ত্রিযুগে আমি রহি বর্ত্তমান,—
আজি যাহা ধরাতলে
দেখিলাম কুতূহলে
কভু না দেখেছি দেবি, হেন অনুষ্ঠান!

'মেলা-মেলা' বলি সবে করিতেছে গোল,
কিছু না বুঝিতে পারি তাহাদের বোল;
কভু না শুনেছি হেন শব্দ মনোহর;
যেন তথা সমুদয়,
বৈকুণ্ঠ বিভূতিচয়;
কলি যুগে যজ্ঞ আরম্ভিলা নর?

দেখি সে মহতী ঘটা উপজয় মনে
নিজ নিজ লোক ছাড়ি দেব দেবীগণে
যেন তথা সবাকার শুভ অধিষ্ঠান!
বুঝি কোন পূজাবিধি
গোপনে রচিলা বিধি
সর্ব্বসিদ্ধি নরগণে করিবারে দান!

পাপপূর্ণ কলিযুগে বাড়াবার তরে
দেবের অধিক ভাগ্য প্রদানিতে নরে,
খেল কি, এ খেলা তুমি বসি শিবপুর?

যদি মোরে না বুঝাও,
নারদের মাথা খাও,
পাপিনী মেদিনী কেন সম সুরপুর?"

(ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। লর্ড রিপণ দাক্ষিণাত্য হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন, আগামী ১২ই মে শিমলা শিখরে যাত্রা করিবেন।

২। আমরা বিশস্ত সূত্রে অবগত হইলাম, মহাপ্রদর্শনী বন্ধ হইবার পূর্ব্বে এরূপ বন্দোবস্ত হইতেছে যে একদিন কেবল মহিলাদিগের জন্য ইহা খোলা থাকিবে। ইহার তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণার্থ কয়েকটী ইউরোপীয় ও ব্রাহ্ম-মহিলার সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। এ দিন দর্শনী ।৹ আট আনা হইবে।

৩। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম নলডাঙ্গায় হিন্দুমতে একটী ঘটার বিধবাবিবাহ হইয়া গিয়াছে। বরের নাম কুমুদনাথ মুখোপাধ্যায় বয়স ২৫।২৬ বৎসর, এবং কন্যার নাম রাজ-কুমারী, বয়স ১৮ বৎসর মাত্র। তত্রত্য রাজপরিবার এ বিবাহের প্রধান উৎ-সাহদাতা।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। রত্নরহস্য—শ্রীরামদাস সেন কর্ত্তৃক সঙ্কলিত, মূল্য ১৷৹ মাত্র। রামদাস বাবু হিন্দু-পুরাতত্ত্বানুসন্ধায়ীদিগের অগ্র-গণ্য। হিন্দুশাস্ত্র-বর্ণিত নানাবিধ মণি রত্নের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া তিনি সাধারণের বিশেষতঃ রমণীকুলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আমাদিগের পাঠিকাগণের যাহাদিগের মনে সাধ ও হাতে পয়সা আছে, তাঁহারা এই রত্নগুলির পরিচয় লইয়া এক আধটি সংগ্রহে চেষ্টা করুন, অন্যে এই পুস্তক পাঠে অন্ততঃ কৌতূহল ও রত্ন জ্ঞান লাভের বাসনা চরিতার্থ করুন।

২। শোভনা—শ্রীহরিদাস চক্রবর্তী প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা। দেশের হিতব্রতে নরনারী জীবন উৎসর্গ করেন, এই উদ্দেশে গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থ-কার ভাবুকতা, সহৃদয়তা, মার্জ্জিত রুচি এবং অনেক স্থলে লিপিনৈপুণ্যের জন্য প্রশংসার্হ। তাঁহার অঙ্কিত চিত্রগুলি মন্দ হয় নাই। গ্রন্থের নায়িকা শোভনার ছবিটী বড় সুন্দর। আমাদের পাঠিকাগণ এই পুস্তকখানি পাঠে প্রচুর আনন্দ ও উপদেশ লাভ করিতে পারিবেন।

৩। বিজন-প্রসূন—কোন রমণী প্রণীত কবিতাবলী। ইহা দেখিয়া

লেখিকার চিন্তাশীলতা এবং অনর্গল কবিতা লিখিবার শক্তি আছে বোধ হয়। স্থানে স্থানে হৃদয়ের ভাবোচ্ছ্বাসেরও বেশ পরিচয় আছে।

৪। পর্ব্বতবাসিনী—শ্রীনগেন্দ্র নাথ গুপ্ত প্রণীত, মূল্য ৸৹ আনা। গ্রন্থকার একজন সুলেখক, তাঁহার বর্ণনা অতি হৃদয়গ্রাহিণী। উপন্যাসস্থলে তারাবাই নাম্নী এক মারহাট্টা রমণীর অপূর্ব্ব প্রণয় ও মৃত্যু আখ্যান লিখিয়াছেন।

৫। যশোহর খুলনা সম্মিলনী সভার বার্ষিক কার্য্যবিবরণ—এই সভায় গত পরীক্ষায় ৪৪৩টী স্ত্রীলোক উত্তীর্ণ হন। উত্তীর্ণাদিগকে পারিতোষিক ও বৃত্তি বিতরিত হইয়াছে। এই সভা বালিকা বিদ্যালয়ে সাহায্যদান ও বালকদিগের নীতিশিক্ষারও উৎসাহ বিধান করিয়া থাকেন।

৬। শ্রীহট্ট সম্মিলনীর ষষ্ঠ বার্ষিক কার্য্য বিবরণ—এই সভার অন্তর্গত পরীক্ষায় ২২৫টী স্ত্রীলোক উপস্থিত ও ২০১টী উত্তীর্ণ হন। সভার বার্ষিক আয় ৭২৫৷৴১৫, ব্যয় ৩৩৩৲১৫ বাদে ৩৯২৷৴০ হস্তে স্থিত আছে। এই সভা দ্বারা দেশ-হিতকর অন্যান্য কার্য্যও হইয়া থাকে।

৭। পশ্চিম ঢাকা হিতকরী সভার দ্বিতীয় বার্ষিক কার্য্যবিবরণ—পশ্চিম ঢাকার ৩৯ খানি গ্রামের ১১০ টী রমণী এই সভার নিকট পরীক্ষা দেন, তন্মধ্যে ৯৬টী উত্তীর্ণ হইয়া পারিতোষিক পাইয়াছেন। এই সভার কার্য্যসীমা ক্রমে বিস্তারিত হইতেছে।

৮। টৈগলগাছা ছাত্র সম্মিলনী সভার তৃতীয় বর্ষের কার্য্য বিবরণ—এই সভার অধীনে পুস্তকালয় ও বালিকাদিগের পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। কৌলীন্যের কুরীতি নিবারণের জন্যও সভা চেষ্টা করিতেছেন।

বামাগণের রচনা।

নারীজীবনের উদ্দেশ্য।

(গত প্রকাশিতের পর)

সংসার প্রতিপালন মাতার একটি গুরুতর কার্য্য এবং উক্ত কার্য্যটী অতি কঠিন। অধুনা যেরূপ অপরিণত বয়সে সন্তান উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ লালন পালনের নানাপ্রকার ত্রুটি জন্মে। উহাই যে বর্ত্তমান বঙ্গসমাজের শোচনীয় অবস্থার কারণ ইহা কে অস্বীকার করিবে? প্রায় সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ ব্যক্তি মাত্রেরই গৃহে মাতা কেবল দশ মাস কষ্টে স্বষ্টে গর্ভধারণ করেন, সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্রেই তাহাদিগের প্রতিপালনের ভার দাসীদিগের প্রতি অর্পিত হয়। কোমল-প্রকৃতি শিশু জ্ঞানোদয় অবধি ইতর লোকদিগের নিকট সর্ব্বদা থাকিয়া রূঢ়

ও কর্কশ ব্যবহার শিখিতে আরম্ভ করে। কিন্তু আমা দিগের বিবেচনা করা উচিত, পরম কারুণিক পরমেশ্বর যখন আমাদিগের উপর ঈদৃশ গুরুতর কার্য্যের ভারার্পণ করিয়াছেন, তখন উহা আমাদিগের দ্বারা সম্পাদিত হওয়া কর্ত্তব্য। সন্তানগণের শারীরিক স্বাস্থ্যবিধান যদ্রূপ মাতার উপযোগী, শিক্ষাদান তদনুরূপ আবশ্যক। জননীর শিক্ষা ব্যতীত সন্তানগণ অনায়াসে শিক্ষিত হইতে পারে না। প্রায় জগদ্বিখ্যাত বিদ্বান্‌গণ প্রথম শিক্ষা মাতার নিকটেই পাইয়াছেন, জননীরই সুশিক্ষা ফলে পরে নানা সদ্‌গুণান্বিত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

প্রত্যেক মাতার স্বীয় সন্তানগণকে বাল্যকাল হইতে সুশীল সচ্চরিত্র ও বিনীত হইতে অভ্যাস করান উচিত। শিশুদিগের সরল স্বভাব সর্ব্বদা অনুকরণে আসক্ত, যাহা দেখে তাহাই শিখে, এজন্য তাহাদিগকে সৎসংসর্গে রাখা উচিত, এবং কর্কশবাক্য প্রয়োগ করা বিধেয় নহে। সর্ব্বদা তাহাদিগকে সুনিয়মে ও সুশাসনে রাখিয়া ভাবী মঙ্গলের জন্য শিক্ষা প্রদান করত মাতৃপদের সফলতা সাধন প্রয়োজনীয়।

সন্তানপালন ও পতিসেবায় নিযুক্ত থাকিলেই যে গার্হস্থ ধর্ম্ম পালন হইল, তাহা নহে, আমাদের প্রাণপ্রতিম সোদর ও সোদরা, যাহারা একজননীর গর্ভে উৎপন্ন, এক পিতা মাতার স্নেহে ও যত্নে প্রতিপালিত, তাহাদিগের প্রতি স্নেহ ও সদ্ভাব সম্পন্ন হওয়া পরম প্রীতিকর। শ্রদ্ধাস্পদ শ্বশুর, শাশুড়ী ও অন্যান্য স্বসম্পর্কীয় ব্যক্তি এবং আত্মীয় স্বজন বন্ধুবর্গের প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে ও তাহাদিগের যথাবিধানে আনুকূল্য সাধনে তৎপর হইতে হয়। অনাথ পোষ্যবর্গ, যাহারা সর্ব্বক্ষণ সকল বিষয়েরই প্রত্যাশা করিয়া থাকে, সাধ্যানুসারে তাঁহাদের অভাব মোচনার্থ চেষ্টিত হওয়া উচিত।

সমুদয় রাজ্যের ভার যেরূপ রাজার উপর ন্যস্ত থাকে, তদনুরূপ গৃহিণীর উপর সংসারের ভার অর্পিত, গৃহিণীই সংসাররূপ রাজ্যের অধীশ্বরী, এজন্য সংসারস্থ সমুদয় পরিবারবর্গের দুঃখ দূর করিয়া সুখ বর্দ্ধন করা তাঁহার প্রধান কার্য্য। পুরুষের অর্থোপার্জ্জন, সামাজিক হিতসাধন ও অন্যান্য শুভকর কার্য্য যেরূপ প্রয়োজনীয়, তদ্রূপ স্ত্রীলোকের সাংসারিক প্রত্যেক কার্য্য স্বয়ং তত্ত্বাবধান করা ততোধিক আবশ্যক; দাসদাসীগণের প্রতি সমুদয় কার্য্যের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিলে অতিশয় বিশৃঙ্খলা ঘটে, কোন বিষয়ই সুচারুরূপে সম্পন্ন ও আশানুরূপ ফলপ্রদ হয় না। এতদ্ব্যতীত পরিশ্রম সকল সুখের মূল। যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তু শ্রমলভ্য। শ্রম বিনা স্বাস্থ্যের হানি হওয়া সম্ভব। নিরস্ত [illegible] অকর্ম্মণ্য হইয়া অলসের ন্যায় কালযাপন করা অতীব কষ্টপ্রদ। কর্ত্রীপদাভিষিক্ত হইয়া ভৃত্যগণের প্রতি সদা সদয় ব্যবহার ও উপযুক্ত সময়ে অর [illegible] পুরস্কার প্রদান করা উচিত। কি[illegible] বিষয়েই ন্যায্যান্যায্য অবধা[illegible] কর্ত্তব্য, ভৃত্য অন্যায় আ[illegible] তিরস্কার করা ও ভবিষ্যতের নিমিত্ত সতর্ক করিয়া তৎকৃত অন্যায় উহার হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া আবশ্যক। এতৎ সমুদয় কার্য্য ব্যতীত অন্যান্য শুভকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়। স্ত্রীকুলে জন্ম হইয়াছে বলিয়া কেবল গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করত ক্ষান্ত থাকা কোন ক্রমে বিধেয় নহে, পুরুষের ভাবের সমভাবী হইয়া যাবতীয় সৎ-

কার্য্যের অনুষ্ঠান করত পৃথিবীর শান্তি কুশল বিস্তার করা আমাদিগের কর্ত্তব্য। আমরা যেমন নিজের সুখাভিলাষ ও আপদ বিপদে অন্যের সাহায্য প্রত্যাশা করি, সেইরূপ প্রত্যেক মনুষ্যের ইচ্ছা। অতএব যথাসাধ্য ক্ষুধাতুরকে অন্ন, তৃষ্ণার্ত্তকে জল ও পীড়িতকে ঔষধ প্রদান এবং বিপন্নকে বিপন্মুক্ত করা উচিত। পরোপকার মহাব্রত। ইহা পালন করিলে পরম সুখ হয়। যেহেতু উপস্থিত বিপদ হইতে মুক্ত করিলে সে ব্যক্তি আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পায় ও স্বীয় সৎকার্য্যের নিমিত্ত মনে কেমন অনির্ব্বাচনীয় আনন্দানুভব হয়। কত শত ইংরাজ মহিলা চিরকৌমার্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক পরহিতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। আহা তাঁহাদের পুণ্যময় জীবন কেমন সুন্দর! সেই সকল অক্ষয় কীর্ত্তি তাঁহাদের অবর্ত্তমানে জাজ্বল্যমান থাকিবে। উক্ত মহিলাগণের বেশ ভূষার অনুকরণ না করিয়া গুণনিচয়ের অনুবর্ত্তিনী হওয়া শ্রেয়ঃ। সকল স্ত্রী-পুরুষকে স্বীয় ভ্রাতা ভগিনীর ন্যায় জ্ঞান করা উচিত এবং তদুপযুক্ত আচরণ করা ও তাহাদের সম্পদে সম্পদ, বিপদে [illegible] অনুভব করা এবং পরস্পরের [illegible]কূল হইয়া কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। [illegible] ব্যাপার দ্বারা, পরমেশ্বর যে ক[illegible] স্ত্রী ও পুরুষের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা সিদ্ধ হয় এবং পরস্পরের প্রতি নিজ নিজ কর্ত্তব্য সাধন করিয়া বিশ্বপতিরচিত জগৎসংসারের সুখলাভ করা যায়, কিন্তু আমাদের জীবনে একটি অধিকতর প্রিয় বস্তু আছে। সাংসারিক কোন বস্তুই তত্তুল্য নহে, উহা জীবনাপেক্ষা প্রিয়তর ও সার। সেই অমূল্য রত্ন ধর্ম্ম। উহা বর্জ্জন করিলে মহাপাপগ্রস্ত হইতে হয়। কি ধনী, কি দরিদ্র, যুবতী বৃদ্ধা, ইতর, ভদ্র সকল প্রকারেরই স্ত্রী জাতির ইহা রক্ষণীয়। আমাদের অন্তঃকরণ সর্ব্বদা নিষ্পাপ রাখা সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কর্ম্ম, দূষিত ব্যক্তির সংসর্গে বাস কিম্বা অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ দ্বারা আমোদ প্রমোদ করা অতি গর্হিত। মানব জাতির স্বভাব এই প্রকার অনুচিকীর্ষাযুক্ত যে, যে বিষয় লইয়া সর্ব্বদা আন্দোলন করা যায়, তাহাতেই অন্তঃকরণ আসক্ত হয়। বিশেষতঃ অবলাজাতির মন কোমল, অনায়াসে আকর্ষিত হওয়া সম্ভব, এজন্য উহা হইতে অন্তরে থাকাই ভাল। আপন আপন সতীত্ব ধর্ম্ম রক্ষা করাই নারীজীবনের মহৎকার্য্য। যে কুলকলঙ্কিনী উক্ত রত্ন হইতে বঞ্চিতা, তাহার কলুষিত জীবন দুঃসহনীয়, সে পুণ্যজনিত পবিত্র সুখে বঞ্চিতা ও পাপজনিত আন্তরিক অনুতাপে তাপিতা হইয়া ঘোরতর পাতকের প্রতিফল অবিলম্বে প্রাপ্ত হয়। অতএব আমাদের জীবনের অত্যুত্তম শ্রেষ্ঠ বস্তু যাহা তাহাকে প্রাণপণে রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

যদ্দ্বারা আমরা প্রত্যেকে স্বীয় স্বীয় জীবনের উদ্দেশ্য সম্যক্‌রূপে পালন করিতে পারি তন্নিমিত্ত দয়ার সাগর জগৎপতির নিকট একাগ্রমনে প্রার্থনা করিতেছি, তিনি আমাদের অজ্ঞানতিমিরাচ্ছাদিত মানসাকাশে, জ্ঞান ও ধর্ম্মজ্যোতিঃ বিকীর্ণ করুন। আমরা যেন "আর্য্যনারী" আখ্যার উপযুক্ত হইয়া আপন জীবন সফল করিতে পারি এবং পরে যেন সকলে ভারত রমণীর ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করিতে প্রয়াসী হয়।

শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী,
কানপুর।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৩১ সংখ্যা। চৈত্র ১২৯০—এপ্রেল ১৮৮৪। ৩য় কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

মাদাগাস্কারের নূতন মহারাণী সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া এক তেজোগর্ভ বক্তৃতা দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন যে মাদাগাস্কর দ্বীপের স্বাধীনতা অব্যাহত রাখিবেন—বৈদেশিকদিগকে তথায় অধিকার স্থাপন করিতে দিবেন না।

সুদান যুদ্ধে ইংরেজেরা কয়েকবার পরাস্ত হন, কিন্তু সম্প্রতি লোহিত সাগরের অনতিদূরে এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়, তাহাতে তাহারা মাদির সেনাপতি ওসমান ডিগমাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করিয়াছেন। এদিকে গর্ডনপাশা সসৈন্যে নীল নদী দিয়া সুদানে উপনীত হইয়াছেন। ইনি অতি ধর্ম্মপরায়ণ লোক, সদ্ভাবে বিবাদ শান্তির চেষ্টা করিতেছেন। শীঘ্র সন্ধির সম্ভাবনা।

আগামী মে মাসে লণ্ডনে একটী অন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য-প্রদর্শনী হইবে, তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন জাতির আহার, পোষাক, বাসগৃহ, বিদ্যালয়, শিল্পালয় প্রভৃতি প্রদর্শিত হইবে, ইহা একটী নূতন সুদৃশ্য ও শুভকর ব্যাপার। বেলজিয়ম, চিন ও ভারতবর্ষের দ্রব্যাদি সংগ্রহের বিশেষ ব্যবস্থা হইতেছে। আমাদিগের যুবরাজ মেলায় সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়া[illegible] ইহার অধ্যক্ষ সভার ৪০০ শত [illegible] ১৭টী কমিটী হইয়াছে।

লণ্ডনে রয়াল বিক্টোরিয়া কাফিগৃহের অধ্যক্ষের উদ্যোগে "Penny Science Lectures" অর্থাৎ বিজ্ঞান বিষয়ে এক পেনি দর্শনী লইয়া কতকগুলি বক্তৃতা হইবে। বিলাতের বড় বড় লোক বক্তা। পদার্থবিদ্যা, ভূতত্ত্ব, জ্যোতিষ, প্রাণিতত্ত্ব, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের জ্ঞান সরল ভাষায় সাধারণের গোচর করা ইহার উদ্দেশ্য।

লণ্ডনে স্ত্রীলোকদিগের উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন দিন দিন যেমন বাড়িতেছে, তেমনি তাহার জন্য উৎকৃষ্টতর বন্দোবস্তও হইতেছে। দুই বৎসর হইল বিং গ্রেণ নামক স্থানে একটী ছাত্রী-আবাস স্থাপিত হয়; তাহাতে একটী বাটী ছিল, গত ফেব্রুয়ারিতে তাহার সহিত আর একটী বাটী সংযুক্ত হইয়াছে এবং ১৭টী নূতন ছাত্রী প্রবিষ্ট হইয়াছে। এক একটী ছাত্রীকে বর্ষে ৫১ হইতে ৭৫ গিনি দিতে হয়। ইহাতে অধ্যক্ষ কমিটীর ক্ষতি না হইয়া লাভ হইতেছে। কুমারী গ্রোব এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। পার্লিয়ামেণ্টের অনেক সভ্য ইহার কমিটীর মধ্যে আছেন।

গত ১০ই মার্চ্চ সমারোহে লর্ড রিপণ কলিকাতার মহামেলা বন্ধ করিয়াছেন। ...তিন মাস কাল স্থায়ী হয় এবং ...দিন ১০। ১৫ হাজার দর্শনার্থী ...স্থিত হন। মেলাগৃহ ...২০ হাজার টাকা ব্যয় হয়। প্রদর্শকদিগকে ৩১৪২ টী পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে; স্বর্ণপদক, রৌপ্যপদক এবং প্রশংসাপত্র বা পদকসহ প্রশংসা পত্র দেওয়া হইয়াছে। দেশীয় শিল্পজাত সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসার্হ হইয়াছে, ইহা বড় গৌরবের বিষয়।

লর্ড রিপণ ১৫ই মার্চ্চ সদলে সিমলা শৈলে গমন করিয়াছেন। যাইবার পূর্ব্বে বাবু মহেন্দ্রলাল সরকারের নবনির্ম্মিত বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান এবং বক্তৃতা ও অর্থসাহায্য দ্বারা তাহার উৎসাহ বর্দ্ধন করেন।

এ বৎসর বেথুন বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণে বড় লাট ছোট লাট কাহারও সংস্রব ছিল না, ইণ্ডিয়া কৌন্সিলের জিব্‌স সাহেবের দ্বারা ইহা সম্পন্ন হয়। বেথুন বিদ্যালয় হইতে এবৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের এল এ পরীক্ষায় ২টী বালিকা উত্তীর্ণ হন। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা ৯১০; ছাত্রী-আবাসে ১৫টী ছাত্রী আছে। হিন্দুসমাজ হইতে ক্রমশ অধিকসংখ্যক বালিকা আসিতেছেন এবং অধিক বয়স পর্য্যন্ত এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছেন, এটী একটী বিশেষ উন্নতির চিহ্ন।

গত ১৫ই মার্চ্চ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণ কার্য্য ভাইস চান্সেলর রেনল্ড সাহেব দ্বারা সম্পাদিত

হয়। এ বৎসর ১জন ডি এল, ৬৫জন এম এ,২২৯ বিএ,৫২ জন বি এল, ২ জন বি সি ই (ইঞ্জিনিয়ারিং) এবং ৯ জন এম বি (ডাক্তারি) উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে কুমারী চন্দ্রমুখী বসু প্রথম এম এ উপাধিধারিণী হইয়া দেশের মুখ উজ্জল করিয়াছেন। আমরা সভাস্থলে তাঁহাকে অনুপস্থিত দেখিয়া দুঃখিত হইলাম।

সভ্যদেশে কোন লোক নিষ্কর্ম্মা অবস্থায় পরের গলগ্রহ হইয়া না থাকে, এই জন্য দেখা যায় কাণা, খোঁড়া, কালা, বোবা প্রভৃতি সকলেরই শিক্ষার ও উপার্জ্জনের উপায় আছে। আমাদিগের দেশের কত লোক যে উন্নতি ও কার্য্য করিবার পথ না পাইয়া নিজের ও সমাজের কষ্টের কারণ হইয়া রহিয়াছে তাহার সংখ্যা কে করিবে? সম্প্রতি বোম্বাই নগরে রোমান কাথলিকগণ একটী আশ্রম খুলিয়াছেন, তাহাতে দেশীয় বিদেশীয় কালা ও বোবাগণ শিক্ষা লাভ করিতে পারিবেন। এটী একটী শুভ দৃষ্টান্ত।

এলাহাবাদে বিধবা বিবাহ সংবর্দ্ধিনী নামে এক সভা হইয়াছে, তত্রত্য হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল বাবু কালী প্রসাদ ইহার সম্পাদক। ইহাঁরই বাটীতে গত ২৮এ ফেব্রুয়ারি হিন্দু প্রণালীতে একটী বিধবা বিবাহ সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। বরের নাম পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়, বয়স ৩০; কন্যার নাম কিনুদেবী, বয়স ১৬ বৎসর—ইনি ১১বৎসর বয়সে বিধবা হন। এই সভার উন্নতি আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি।

মান্দ্রাজে দেশীয় রমণীদিগের সূচিকার্য্যের প্রদর্শনী একটী মেলা করিবার জন্য বিবী সলিবান উদ্যোগিনী হইয়াছেন। স্ত্রীলোকদিগের শিল্পকার্য্যের উৎসাহদান জন্য সকল প্রেসিডেন্সীতেই এরূপ অনুষ্ঠান হওয়া আবশ্যক। কলিকাতার মহামেলায় ইহার জন্য উপযুক্ত বন্দোবস্ত না হওয়াতে আমরা দুঃখিত হইয়াছি।

নারী চরিত।

কুমারী ইউজিনী।

১৮৩৯ খৃঃ অব্দে,২৯ বৎসর বয়সে ফ্রান্স দেশে এক মহাত্মা পরলোকগত হন; তিনি মরিস দি গোরেঁ। তাঁর… কবিত্বশক্তি, চরিত্রের শ…

হীনতা, নির্জ্জনপ্রিয়তা এবং অবশেষে তাঁহার অকাল মৃত্যুর কথা চিরদিন জগতের সাহিত্য ইতিহাসে বিরাজিত রহিবে এবং তাঁহার সেই চিরস্মরণীয় নামের সহিত আর একটি নামও স্মৃত, গীত, এবং পূজিত হইবে—সেই অমর নামের অধিকারিণী কুমারী ইউজিনী। যেমন শরতের নীলাকাশে পাশাপাশি দুইটি তারকা, বসন্ত প্রভাতে পুষ্পোদ্যানে একই বোঁটায় দুইটি ফোটা ফুল, নির্জ্জন হিমালয় প্রদেশে একই প্রস্রবণ হইতে যুগল ধারায় প্রবাহিতা দুইটি স্বচ্ছ-সলিলা নির্ঝরিণী; সুপ্রসিদ্ধ গোরে বংশে তেমনি ছুটি ভাই বোন মরিস এবং ইউজিনী। উপন্যাসে অনেক আত্মবিস্মৃতিকরী প্রেমের কথা পড়িয়াছি, কিন্তু তাহারও অধিকাংশ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে; ভাই বোনের ভালবাসা এমন দৃঢ়, মধুর এবং পবিত্র, মরিস ইউজিনী ছাড়িয়া আর কদাচিৎ কখনও শুনিয়াছি কি না সন্দেহ। মরিস যশের ভিখারী ছিলেন না; কিন্তু যখন তিনি আপনার প্রতিভা লইয়া অকালে মরিয়া গেলেন, তখন ইউজিনী স্ব-সম্পাদিত এক খানি পত্রিকায় তাঁহার যশঃকীর্ত্তন, অপ্রকাশিত প্রবন্ধ প্রচার প্রভৃতি কার্য্যে ...তী হইলেন। ভ্রাতার যশঃ কীর্ত্তন ...ত গিয়া ইউজিনী ধরা পড়িলেন, ... মহা-প্রতিভাশালিনী। ভ্রাতার ...দশ বৎসর জীবিত থাকিয়া ...যাহা কর্ত্তব্য ছিল তাহা করিয়াছিলেন; কিন্তু আবার তাঁহার মৃত্যুর পর মনশিয়র টিবুতিয়ন ভাইবোন উভয়েরই প্রবন্ধাদি প্রকাশিত করিয়া সাহিত্য জগৎকে কৃতার্থ করিয়া গিয়াছেন।

১৮০৫ খৃঃঅব্দে ফ্রান্স দেশে লাংগুইড-কের অন্তঃপাতী লিকেলা নামক স্থানে ইউজিনী দি গোরে'র জন্ম হয়। যখন ইউজিনীর বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ বৎসর, তখন তাঁহার মাতৃ-বিয়োগ হয়। কনিষ্ঠ সহোদর মরিস তখন সাত বৎসরে পড়িয়াছেন। ইউজিনীরা ভাই বোনে চারিটি। ইউজিনী সর্ব্বজ্যেষ্ঠা, মরিস সর্ব্বকনিষ্ঠ। মরিসের দৈহিক সৌন্দর্য্য মানসিক সৌন্দর্য্যের অনুরূপ ছিল। মা মরিবার সময়ে অতি সুন্দর, ছোট ছেলেটিকে ইউজিনীর হাতে সঁপিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। একই ধর্ম্ম বন্ধন, একই আশা, একই আকাঙ্ক্ষা, একই প্রতিভা—ইউজিনী এবং মরিস যেন একই। ইউজিনী নিজে এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, আর্ণল্ডের অনুবাদ হইতে এখানে তাহা অনুবাদ করিয়া দিতেছি। "আমরা দুই জনে যেন একই মস্তকের দুইটী চক্ষু।" স্নেহময়ী ভগিনীর অপার স্নেহে মরিস মাতৃস্নেহের অভাব বুঝেন নাই। তাঁহার সমস্ত জীবন ভ্রাতৃ-সেবায় অতিবাহিত হইয়াছিল। পাঠিকা ভগিনি! আপনি যদি আপনার ছোট ভাই বোন গুলিকে এমন করিয়া ভাল বাসেন, আপনাকে ইউজিনী বলিয়া ডাকিব।

যাহাই ভাবুন এ পুরস্কার বড় লোভনীয়, আমি যদি রমণী হইতাম, তবে এ লোভ সম্বরণ করিতে পারিতাম না।

বামাবোধিনীর পাঠিকাগণ বিলাতের ভগিনী সম্প্রদায়ের কথা অবগত আছেন। ইউজিনী ভাবিয়াছিলেন তিনি সেই ভগিনী সম্প্রদায়ভুক্তা হইবেন। কিন্তু সংসারভার তাঁহারই স্কন্ধে পড়িল, কাজেই তাহা ঘটিয়া উঠিল না। যখন তাঁহার চব্বিশ বৎসর বয়স, তখন তিনি এক যুবকের প্রণয়ানুরাগিণী হয়েন; কিন্তু শীঘ্রই ঐ যুবকের মৃত্যু হয়; ইউজিনী আর বিবাহের চিন্তা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। চির-কৌমার্য্যব্রতে তাঁহার জীবন অতি বিশুদ্ধ অতি পবিত্র ভাবে উদ্‌যাপিত হইয়াছিল। ১৮৩৪ সালে তিনি এক খানি কাগজের সম্পাদিকা হয়েন; এবং সাহিত্য বিষয়ে খ্যাতনামা হইয়া যান। মরিসের মৃত্যুর পর এই কাগজে "স্বর্গীয় মরিসের প্রতি" শিরস্ক এক একটি প্রবন্ধ থাকিত। উক্ত প্রবন্ধ এবং আরও তাঁহার অনেক লেখা হইতে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার নিজের কথা দ্বারাই আমরা দেখাইব, তাঁহার কেমন প্রতিভা ছিল, কেমন ধর্ম্মানুরাগ ছিল, কেমন ভ্রাতৃস্নেহ ছিল।

তিনি একস্থানে লিখিতেছেন * "জীবনের সংগ্রাম ত ফুরায় না; আমার ইচ্ছা করে যে এই হৃদয়ের প্রেমটুকু অনন্ত প্রেমময়ের প্রেমে মিশাইয়া দি; চঞ্চলতা, তুমি আজিও আমাকে পরিত্যাগ করিলে না।" আবার আর একস্থানে— "ক্ষুদ্র হৃদয় তুমি কি চাও? কি পাইলে তোমার ভাল হয়; দেখ প্রকৃতির কি সুন্দর মূর্ত্তি! ঐ সৌন্দর্য্য সাগরে ডুবিবে? ওখানে কি আছে? যদি কেবলই প্রকৃতির কথা ভাব, তবে দেখিবে উহার তলায় কিছুই নাই, সব শূন্য! তাই তার এই দুর্দ্দশা। এখন বুঝিলে?" অপর স্থানেঃ—"আমি কি লিখি? কেন লিখি? নির্ঝরিনী বহে কেন? বাতাস বহে, নির্ঝরিণী চলে; আমিও আমার মনের কথা লিখি। যাঁহার জন্যে (মরিস) লিখিতেছি তিনি কোথায়? স্বর্গে? কে জানে যদি ঐ সংশোধনী নরকে থাকেন (Purgatory)? সেখানে বুঝি অনুতাপ করিতেছেন, ভালবাসার সাহায্য ভিক্ষা করিতেছেন। এখন কেবল প্রার্থনা দ্বারা সাহায্য করিব। আমার প্রার্থনা শিশির বিন্দুর মত তাঁহার মস্তকে পড়িবে। ঈশ্বর তাঁহার প্রতি কৃপা করিবেন।" ভ্রাতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে লিখিতেছেন— "লেখনি! আজ তুমি পড়িয়া থাওনা কেন? লিখিয়া কি সুখ? আছে, সুখ আছে, যাতনা একটু একটু কম পড়ে। অনুতাপে এবং পাপ স্বীক[illegible] হৃদয়ের পাপের ভার কমে, স্বর্গী[illegible] পাওয়া যায়; তেমনি আজ[illegible] লিখিয়া প্রাণের ভাই মরিসে[illegible] কঠোর শুষ্ক প্রাণ যেন লি[illegible]

* অনুবাদে ভাবমাত্র গৃহীত হইল।

ইউজিনী সৌখীন ছিলেন না; আপনার হাতে রান্না করিতেন, সংসারের আবশ্যকীয় আরও অনেক কার্য্য করিতেন। তাঁহারা দরিদ্রও ছিলেন না, তবে ঈশা যাহাদিগকে দীনাত্মা বলিয়াছেন, ইনি সেই শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। এক দিনের জীবনের ঘটনা তিনি এইরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেনঃ—"আজি আমি রাঁধিবার সময় একটু হাত পোড়াইয়া ফেলিয়াছিলাম; অবকাশ সময়ে আমার চাকরটির সহিত বসিয়া সদালাপ করিতেছি; এবং তাহাকে দার্শনিক পণ্ডিতদিগের কথা বলিতেছি; বালক ভৃত্য আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'মা ঠাকুরাণী, দার্শনিক কাহাকে বলে?' আমি বলিলাম 'যাহার বুদ্ধি আছে, বিদ্যা আছে, এবং যিনি সকল জ্ঞানের কথা জানেন' তখন আমার নির্ব্বোধ ভৃত্য বলিল 'মা, তবে ত তুমিই দার্শনিক!' আমি হাসিলাম; এমন সরল অকাট প্রশংসায় সক্রেটিসের মনও উৎফুল্ল হইত; কিন্তু হায় আজি কোথায় তিনি (ভ্রাতা মরিস)? আজি তাঁহাকে পাইলে একবার জিজ্ঞাসা করিতাম আমার মুখ দেখিলে কি দার্শনিক বলিয়া বোধ হয়?" এই হৃদয়বতী রমণী ভ্রাতার শোকে বহুদিন জীবিতা থাকিতে পারেন নাই। যদিচ তাঁহার শেষ প্রবন্ধগুলি গভীর ধর্ম্ম ভাব এবং ঈশ্বর নির্ভরে পরিপূর্ণ, কিন্তু ভাঙ্গা প্রাণ আর যোড়া লাগিল না। ভগবান তাঁহাকে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে বুঝি সেই স্নেহময় ভ্রাতাটীর পাশে লইয়া গেলেন। ইউজিনীর জীবন সম্বন্ধে অতি অল্পই বলা হইল। ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞা পাঠিকাদিগকে সবিস্তর সকল কথা পড়িয়া কৌতূহল চরিতার্থ করিতে অনুরোধ করি। যাঁহারা সাহিত্যাদি লিখিয়া জগবিখ্যাত, তাঁহাদের কথা প্রবন্ধ লিখিয়া তেমন কিছু জানান যায় না। এস্থলে তাহার অনুবাদও সম্ভবপর নহে।

পুরাণ কথা।

যুধিষ্ঠিরের নিঃস্বার্থভাব।

ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির যখন ভ্রাতাদিগের ও দ্রৌপদীর সহিত অরণ্যবাসে ছিলেন, [illegible]ত আছে সেই সময় কোন দিন [illegible] অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া ভীমকে [illegible]তে আদেশ করেন। নিকট- [illegible] স্থানে জলাশয় ছিল না, [illegible] করিতে অনেক দূরে নানা জাতীয় বৃক্ষ পত্র কুসুমাদি শোভিত এক বন খণ্ডে প্রবেশ করিলেন। সেই রম্য স্থানের কোথাও মৃগসকল ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে, কোথায়ও পক্ষি-কূজনে বনভূমি জীবন্ত ভাব ধারণ করিয়াছে। কিন্তু কোন স্থানে জলের সন্ধান না পাইয়া বৃকোদর বিষণ্ণ হইয়া

ভাবিতেছেন। মহাভারতে কথিত আছে এমত সময়ে পঞ্চপাণ্ডবকে ছলনা করিবার নিমিত্ত ধর্ম্ম তৎক্ষণাৎ এক মায়া সরোবর করিলেন এবং নিজে বকরূপ ধারণ করতঃ সরোবর তীরে উপবিষ্ট রহিলেন। ভীম হঠাৎ নানা জাতীয় জলজ পুষ্প-শোভিত জলাশয় দর্শনে অপরিসীম হর্ষ প্রাপ্ত হইয়া ত্বরিতপদে যেমন জলে নামিবার উদ্যোগ করিতেছেন, অমনি তীরস্থিত বকরূপী ধর্ম্ম তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন "এ সরোবর আমার,আমি তোমাকে যে কয়েকটী প্রশ্ন করিব,তাহার উত্তর দিয়া তবে এ জলে নামিতে পাইবে, নতুবা জানিও তোমার মৃত্যু নিশ্চিত।" ভীম সামান্য পক্ষী জ্ঞানে তাহাকে অগ্রাহ্য করিয়া যেমন জলে অবতীর্ণ হইলেন, অমনি তাঁহার মৃত্যু হইল।

ভীমের আসিতে বিলম্ব দেখিয়া উদ্বিগ্ন ভাবে যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে ভ্রাতার অন্বেষণে প্রেরণ করিলেন। আজ্ঞামাত্র বীর পার্থ ধনুঃশর হস্তে ভ্রাতার অন্বেষণে বহির্গত হইলেন, কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে সেই মায়া সরোবর তীরে উপনীত—তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া যেমন জলপানের আশায় জলে নামিবার উদ্যোগ করিতেছেন, বক বলিল 'ধনঞ্জয়, আমার চারিটী প্রশ্নের উত্তর দিলে তবে তোমার জলে নামিবার অধিকার, নতুবা এ জল স্পর্শ মাত্র তোমার মৃত্যু হইবে। অর্জ্জুন জলোপরি ভাসমান ভীমের মৃতদেহ দর্শনে সাতিশয় শোকাকুল হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন হায়! এই রূপে ভ্রাতার জীবন শেষ হইল, আমি তবে আর কোন সুখে এ প্রাণ রাখি' এই বলিয়া নীর স্পর্শে ভীমের অনুগামী হইলেন।

এদিকে ধর্ম্মপুত্র ক্রমে দুই ভ্রাতার বিলম্ব দেখিয়া নিতান্ত অস্থির হইলেন এবং অনতিবিলম্বে মাদ্রীনন্দন নকুল ভ্রাতাদ্বয়ের অন্বেষণার্থ প্রেরিত হইলেন। নকুল বনশ্রী দেখিতে দেখিতে ক্রমে সেই মায়ানদী কূলে উপনীত হইয়া দেখেন কত জলচর পক্ষী চতুর্দ্দিকে ক্রীড়া করিতেছে। নকুল সরোবর দর্শনে হৃষ্টচিত্তে যেমন উহা পান করিতে যাইবেন, অমনি বক কর্ত্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইলেন; কিন্তু পক্ষিবরের প্রশ্নের উত্তর অপ্রোয়জনীয় মনে করিয়া সগর্ব্বে যেমন জলে নামিবেন, অমনি গতাসু হইলেন।

তিন ভ্রাতার অসম্ভাবিত বিলম্ব দেখিয়া যুধিষ্ঠির নিতান্ত ব্যাকুল ভাবে সহদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন "বৎস! আমার প্রাণ নিতান্ত অস্থির হইয়াছে—হয় ত তাহারা তিন ভ্রাতা কাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তুমি সত্বর তাহাদিগকে আমার নিকট আনয়ন কর।"

অগ্রজের আদেশমত সহ... ত্বরিতপদে ভ্রাতাত্রয়ের অন্ব... বাহির হইলেন এবং ... অন্বেষণ করিতে করিতে অ... পথিমধ্যে ভীমের পদাঘ...

দর্শনে সেই পথ ধরিয়া কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতেই পাণ্ডব-কনিষ্ঠ মায়া সরোবর তীরে উত্তীর্ণ হইলেন। ধর্ম্মের এমনি মায়া, তিনি জল দর্শনে তৃষ্ণায় একান্ত কাতর হইয়া জলে নামিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। বকরূপী ধর্ম্ম পূর্ব্ববৎ সহদেবকেও চারি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর দানানন্তর জলে নামিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু হায় কে তাহা গ্রাহ্য করে? তৃষ্ণাকুল সহদেব আগ্রহের সহিত যে মুহূর্ত্তে জল স্পর্শ করিলেন, অমনি প্রাণ দেহবিযুক্ত হইল। অবশেষে দ্রৌপদী স্বামীর আদেশে জল আনিতে গিয়া তাঁহারও জীবন শেষ হইল।

কাহাকেও প্রত্যাবর্ত্তন করিতে না দেখিয়া যুধিষ্ঠির স্বয়ং সেই সরোবরকূলে উপস্থিত হইয়া দেখেন কি না হায়! তাঁহার প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ ও ভার্য্যার মৃত দেহ সকল জলোপরি ভাসিতেছে। তিনি বিলাপ ও অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে যেমন জলে নামিবার চেষ্টা করিতেছেন অমনি পক্ষিবর বাধা দিয়া বলিলেন "এ জলাশয়ের কর্ত্তা আমি। আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া কাহারও ইহাতে নামিবার অধিকার নাই। আমি যাহা জিজ্ঞাসা করি, অগ্রে তাহার উত্তর দাও, তবে সরোবর-[illegible]স্পর্শ করিতে পাইবে" এই বলিয়া [illegible] যুধিষ্ঠিরকেও সেই চারিটী প্রশ্ন [illegible] যুধিষ্ঠির একে একে সকল [illegible] উত্তরদানে সমর্থ হইলে*

[illegible] ছিল :—

বকরূপী ধর্ম্ম সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তখন

কাচ বার্ত্তা কিমাশ্চর্য্যং
কঃ পন্থা কশ্চ মোদতে।
মমৈতাংশ্চতুরঃ প্রশ্নান্
কথয়িত্বা জলং পিব॥

(১) অর্থাৎ বার্ত্তা কি? (২) আশ্চর্য্য কি? (৩) পন্থা কি? (৪) সুখী কে? হে পাণ্ডবপুত্র! এই চারি প্রশ্নের উত্তর দিয়া জলপান কর।

যুধিষ্ঠিরের উত্তর—

(১) মাসর্ত্তু দর্ব্বী পরিবর্ত্তনেন
সূর্য্যাগ্নিনা রাত্রিদিবেন্ধনেন।
অস্মিন্ মহামোহময়ে কটাহে
ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্ত্তা॥

কাল মাস ও ঋতুরূপ হাতা নাড়িয়া রাত্রি দিবারূপ কাষ্ঠ ও সূর্য্যরূপ অগ্নিদ্বারা মোহময় সংসার কটাহে জীবকে পাক করিতেছে—এই বার্ত্তা।

(২) অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরং।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরং॥

প্রতিদিন জীবগণ যমালয়ে যাইতেছে অর্থাৎ মরিতেছে, তথাপি অবশিষ্ট লোক চিরদিন বাঁচিবার ইচ্ছা করিতেছে, ইহার অপেক্ষা আর আশ্চর্য্য কি?

(৩) বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ
নাসৌ মুনির্যস্য মতঃ ন ভিন্নঃ।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥

বেদ ভিন্ন ভিন্ন, স্মৃতিও ভিন্ন ভিন্ন, এমত মুনি নাই, যাঁহার মত ভিন্ন নয়, অতএব ধর্ম্মের তত্ত্ব অতি নিগূঢ়, মহাত্মারা যে পথ ধরিয়া চলিয়াছেন, সেই যথার্থ পন্থা।

(৪) দিবসস্যাষ্টমে ভাগে শাকং পচতি যো নরঃ।
অঋণী অপ্রবাসী চ স বারিচর মোদতে।

ধর্ম্মপুত্র বলিলেন "হে মহাপুরুষ, যদি আপনি কৃপা বশতঃ বর দিতে মনস্থ করিয়াছেন,তবে এইমাত্র প্রার্থনা আমার আদরের, ভ্রাতা নকুল কিংবা সহদেব দুই জনের এক জনকে প্রাণ দান করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।" বকরূপী ধর্ম্ম এইরূপ বর প্রার্থনায় আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "এ কি! তোমার সহোদর ও ভার্য্যা থাকিতে বৈমাত্র ভ্রাতার জীবন প্রার্থনা কর কেন? বল এখনও সময় আছে, নিজের কাহাকেও বাঁচাইয়া লও।" যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন "নকুল সহদেব আমার বড় প্রিয় ধন। আমি জীবিত আছি, পিতৃপুরুষদের সদ্গতির জন্য জলদান আমার দ্বারা সমাধা হইতে পারে, কিন্তু তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের জন্য পিণ্ডদান করে এমন আর কাহাকে দেখি না। তাহারা প্রাণ দান পাইলে তবে পিতৃপুরুষের উদ্ধার হইবে।" ছদ্মবেশী ধর্ম্ম পুত্রের এই অসাধারণ নিঃস্বার্থভাবে পরিতুষ্ট হইয়া তন্মুহূর্ত্তে স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ করতঃ পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন এবং সাতিশয় প্রীত হইয়া উহাঁর সহোদর ভ্রাতার সহিত অপরদুইটাকেও পুনর্জ্জীবিত করিয়া দিলেন।

পাঠিকা! একবার মনোযোগের সহিত এই আখ্যায়িকাটী পাঠ করিবেন এই অনুরোধ। যুধিষ্ঠিরের কি নিঃস্বার্থভাব, কি মহৎ উচ্চ-হৃদয়! এই জন্য ভারতের এক প্রান্ত অবধি অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সেই মহাপুরুষের নাম ও কীর্ত্তি ঘোষিত; ধর্ম্মপুত্র বলিয়া তিনি হিন্দু নর নারীর নিকট পূজিত ও আদৃত। সহস্র সহস্র বৎসর অতীত হইল, আজও ভারতবাসী সে মহাত্মার নাম ভুলিতে পারিল না। মানুষ স্বার্থপর বটে, কিন্তু তাহার প্রকৃতি এমনি উৎকৃষ্ট উপাদানে গঠিত যে সে গুণের আদর না করিয়া কেহই থাকিতে পারে না। স্বার্থ বিস্মৃত হইয়া মানব যেখানে পরহিতে রত হয়, সেইখানেই তাহার প্রকৃত মহত্ব। যুধিষ্ঠিরের এই নিঃস্বার্থতা তাঁহার জীবনের একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, ইহাতে তাঁহার হৃদয়ের যে কত সদ্ভাব প্রকাশিত হইতেছে, তাহা লেখনী বর্ণনা করিতে অক্ষম।

পাতুরিয়া কয়লা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কিরূপে ঔদ্ভিদিজ পদার্থ হইতে পাতুরিয়া কয়লার উৎপত্তি হইয়াছে,তাহা গত বারে বলিয়াছি। উপস্থিত প্রবন্ধে অ… গুটিকতক কথা বলিয়া এই … সমাপ্ত করিব।

কয়লার খনি কিরূপ …
এ সম্বন্ধে পাঠিকাবর্গের …

হে বক! দিবসের শেষভাগে যে মনুষ্য শাকান্ন পাক করিয়া খায়, অথচ যে অঋণী ও অপ্রবাসী, সেই সুখী।

নাই। আমরা মাটির ভিতর হইতে কোন সামগ্রী তুলিতে গেলে উপরের মাটি সরাইয়া একটি গর্ত্ত খনন করি। কিন্তু কয়লা তুলিবার রীতি তাহা নহে। বস্তুতঃ এরূপ করিয়া কয়লা খনন করা এককালে অসম্ভব। কারণ তাহাহইলে বহুদূর ব্যাপিয়া শত শত ফুট মৃত্তিকা খনন করিতে হইবে। ইহা অতীব ব্যয়সাধ্য—কয়লা তুলিয়া যে লাভ হইবে, মৃত্তিকা খননে তদপেক্ষা বিস্তর অধিক খরচ পড়িবে। তাহা ছাড়া এরূপ প্রণালীতে কয়লা তুলিতে গেলে বর্ষার জলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জলাশয়ের সৃষ্টি হইয়া খনন ক্রিয়া একবারে বন্ধ হইয়া যায়। যে প্রণালীতে কয়লা খনন করা হয়, তাহাতে উপরের মৃত্তিকা স্পর্শ করিবার প্রয়োজন নাই, তাহা যেমন তেমনই থাকে। উপরে চাই কি গ্রাম, ক্ষেত্র ও জলাশয় রহিয়াছে, আর নিম্নে খনির ভিতর কয়লা তুলিয়া তুলিয়া ফোঁপ্‌রা হইয়া গিয়াছে। কিরূপে এই কার্য্য সম্পন্ন হয় তাহা বলিতেছি। মনে কর স্থির হইল যে অমুক স্থানের ভূগর্ভে কয়লার খনি আছে। প্রথমে উপর হইতে নীচে পর্য্যন্ত একটি গভীর গর্ত্ত খনন করিতে হইবে। উপরের [illegible]ত্তিকার সহিত এই পর্য্যন্ত সম্বন্ধ। [illegible]কারিগণ এই গর্ত্তের ভিতর দিয়া [illegible]ধ্য প্রবেশ করে, এবং গর্ত্তের [illegible] কাটিয়া ভূগর্ভে চতুর্দ্দিকে [illegible] ক্রমশঃ অগ্রসর হয়। খনন করিবার সময়ে মধ্যে মধ্যে খিলান করিয়া যাইতে হয়, নতুবা উপরের মৃত্তিকা নিম্নে আশ্রয়াভাবে অবশ্যই খসিয়া যাইবে। কিন্তু এই খিলানের জন্য ইট ও চূণ শুর্কির প্রয়োজন হয় না। খননকারিগণ কয়লা খুঁড়িতে খুঁড়িতে মধ্যে মধ্যে এরূপ হিসাবে কতকটা করিয়া কয়লা বাদ রাখিয়া যায় যে তাহা স্তম্ভের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া উপরের ভার বহনে সক্ষম হয়, এবং এই সকল স্তম্ভের একটি হইতে অপরটির মধ্যে সমুদয় কয়লা এমন ভাবে খনন করিয়া লওয়া হয় যে অবশেষে ঐ স্থানটী একটি খিলানের মত হইয়া স্তম্ভদ্বয়ের উপরে নির্ভর করে। সুতরাং এ অবস্থায় সমুদায় কয়লা তুলিয়া খনির ভিতরে ফাঁক করিয়া ফেলিলেও উল্লিখিত স্তম্ভ ও খিলানের জোরে মৃত্তিকা স্বচ্ছন্দে যেমন তেমনই থাকে।

খনিতে আলোক না অন্ধকার?—উল্লিখিত হইয়াছে যে উপর হইতে নীচে পর্য্যন্ত একটি গর্ত্ত ভিন্ন উপরের সহিত খনির আর কোন সংস্রব নাই। সুতরাং সহজেই বুঝা যাইতে পারে যে এই এক-মাত্র দ্বার ব্যতীত আলোক আসিবার অন্য পথ না থাকায় খনির ভিতরে অন্ধকারে পূর্ণ। কিন্তু এই অন্ধকার কিরূপ তাহা না দেখিলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় না। আমরা মেঘাচ্ছন্ন কৃষ্ণপক্ষীয় রজনী দেখিয়াছি, কিন্তু খনির গর্ভস্থ অন্ধকারের কাছে সে অন্ধকার কিছুই নহে। বস্তুতঃ খনির ভিতরে নামিলে

বোধ হয় যেন চতুর্দ্দিক হইতে অন্ধকার গ্রাস করিতে আসিতেছে। এ অবস্থায় অনুক্ষণ দীপালোক ব্যতীত কোন কার্য্যই করিতে পারা যায় না। কিন্তু দীপালোকেও সে অন্ধকারের বিশেষ উপশম হয় না। খনির ভিতরে কাজ করিতে যাহাদের অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, তাহারা ব্যতীত নূতন লোকের পক্ষে সে আলোক অতীব ক্ষীণ বলিয়া বোধ হয়।

কয়লা তুলিবার কল কারখানা।—খনিতে বিস্তর কল কারখানার প্রয়োজন, তন্মধ্যে এই স্থলে প্রধান প্রধান কতক গুলির উল্লেখ করিব। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে খনির ভিতরে প্রবেশ করিতে হইলে একটি গভীর গর্ত্ত দিয়া নীচে নামিতে হয়। এই গর্ত্তের উপরে বাক্সের মত একটি কল আছে, এবং উঠিতে বা নামিতে হইলে সেই বাক্সে না চড়িয়া উঠিবার বা নামিবার অন্য উপায় নাই। মনে কর তুমি এই কলে চড়িয়া খনির ভিতরে প্রবেশ করিবে। নীচে নামিয়াই দেখিবে যে গর্ত্তের তলদেশ হইতে খনির চতুর্দ্দিকে রেলের রাস্তা গিয়াছে। খনির ভিতরে যেখানে যত কয়লা খনন হইতেছে সমুদয় এই রেলের রাস্তার উপর দিয়া ঠেলা গাড়িতে করিয়া গর্ত্তের তল দেশে আনীত হইতেছে। এখন এই কয়লা উপরে তুলিতে হইবে। ইহার জন্য একটি কলের আবশ্যক। এই কলটি গর্ত্তের উপরে স্থাপিত। যে প্রণালীতে কূপ হইতে জল তোলা হয়, ঠিক সেইরূপে এই কলটির সাহায্যে গর্ত্তের তলদেশে আনীত সমুদয় কয়লা উপরে উঠিয়া পুনরায় রেলের রাস্তার উপর দিয়া যথাস্থানে প্রেরিত হয়। এই কলটির দ্বারা আর একটি কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। আমরা সকলেই জানি যে পুষ্করিণী বা কূপ খনন করিতে গেলে মৃত্তিকা হইতে জল উঠিতে আরম্ভ হয়; সুতরাং খনির ভিতরে যে প্রভূত পরিমাণে জলোদ্গম হইবে তাহা আর বিচিত্র কি? আমরা যে কলটির কথা বলিতেছি তাহারই দ্বারা খনির গর্ভস্থ জল উপরে তুলিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়,—এই কলের দ্বারা দুইটি কার্য্য সাধিত হয়। কলিকাতার মহাপ্রদর্শনীতে এই কলটির একটি সুন্দর প্রতিকৃতি আনিয়াছিল। প্রদর্শনী ক্ষেত্রের পুষ্করিণীর দক্ষিণে এই কল স্থাপিত হয়।

কয়লার খনির বিপদ।—খনি কি প্রণালীতে খনন করা হয়, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। উপরে যেমন তেমনই থাকে—অথচ নীচে সব ফাঁক। মধ্যে মধ্যে কয়লার স্তম্ভ ও সেই সকল স্তম্ভের উপর যে খিলান নির্ম্মিত হয়, তাহারাই উপরের মৃত্তিকার অসীম ভার বহন করে। কিন্তু কখন কখন এই খিলান গুলি সেই ভার বহনে অক্ষম হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে, এবং তাহা হইলে ভিতরে যাহারা থাকে, তাহাদের আর নিস্তার নাই। চলিত ভাষায় ইহাকে 'দ'পড়া কহে। সৌভাগ্য বশতঃ এরূপ বিপদ বড় ঘটে না।

কিন্তু তাহা না হইলেও একটি ভয়ানক বিপদের কথা মধ্যে মধ্যে প্রায় শুনিতে পাওয়া যায়। তাহা কিরূপ বলিতেছি। কোন কোন সময়ে কয়লার খনিতে আপনা হইতে এক প্রকার গ্যাস উদ্ভূত হয়। ইহা অতীব দহ্যমান, একটু অগ্নির স্পর্শে তৎক্ষণাৎ ভয়ানক একটি অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত করে। পূর্ব্বে এই বিপদে বিস্তর লোকের প্রাণনাশ হইত। পরে ইহা নিবারণোপযোগী এক প্রকার লণ্ঠনের উদ্ভাবন হওয়ায় অনেক মঙ্গল হইয়াছে। কিন্তু তথাপি মধ্যে মধ্যে দুর্ঘটনার কথা স্থানে স্থানে শুনিতে পাওয়া যায়। আমরা যে লণ্ঠনের কথা বলিতেছি তাহা এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত যে তন্মধ্যস্থ দীপের দ্বারা বহিস্থ দহ্যমান গ্যাসে শীঘ্র অগ্নি সংযোগ হইতে পারে না, সুতরাং খনির অভ্যন্তরস্থ লোকদিগের পলায়ন করিবার অনেকটা সময় থাকে।

কয়লায় কি কি সামগ্রী প্রস্তুত হয়? অনেকগুলি প্রয়োজনীয় সামগ্রী পাতুরিয়া কয়লা হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে, যথা কোক্, গ্যাস, আমোনিয়া, আলকাতরা ও কয়েক প্রকার রং। কয়লা পুড়িয়া কিঞ্চিৎ লঘু হইলে কোক্ প্রস্তুত হয়, এবং কয়লার গ্যাসই সহরের ভিতরে পথ ও বাটী আলোকিত করিয়া রাখে। আমোনিয়া ডাক্তারি চিকিৎসা শাস্ত্রের একটি মহৌষধ।

আশাবতীর উপাখ্যান।

(গত সংখ্যার পর)

আশাবতী যোগীর নিকট বিদায় হইয়া বাসায় আসিলেন, কিন্তু সমস্ত দিন রাত্রি মনে মনে সেই মহাত্মার বিষয়ই আলোচনা করিতে লাগিলেন। পরদিন প্রভাত হইতে না হইতে কষ্টহারিণীর ঘাটে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যোগিবর প্রাতঃস্নান পূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম মাখিয়া সম্মুখে অগ্নিকুণ্ড রাখিয়া গভীর ধ্যানে মগ্ন রহিয়াছেন। আশাবতী মনে করিয়াছিলেন তিনি যে সকালে যাইতেছেন গিয়া হয়তো যোগিবরকে শয্যায় শয়ান দেখিবেন। এজন্য আশাবতী যোগীর চরণে প্রণাম করিয়া কিছু আশ্চর্য্য ভাবে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। যোগী মহাশয়ের ধ্যান ভঙ্গ হইল, আশাবতী পুনর্ব্বার প্রণাম করিয়া বলিলেন, প্রভো; আমি অনেক সকালে উঠিয়া আসিয়াছি। মনে করেছিলাম আপনি এখনও শয্যায় শয়ান আছেন। আসিয়া দেখি আপনি স্নান টান করিয়া ধ্যানে বসিয়াছেন। রাত্রিতেও কি আপনার নিদ্রা নাই?

যোগী। আশাবতি! তোমাকে

দেখিয়া আমি সন্তুষ্ট হইলাম। আহা! এই অসার সংসারে যাহার মন সারধন ধর্ম্মের জন্য আকুল হয়, সেই ধন্য। গত রাত্রিতে তোমারতো ভাল নিদ্রা হইয়াছিল?

আশাবতী। আপনার নিকট উপদেশ পাইয়া অবধি আর আমার আহার নিদ্রা নাই। যে বস্তু পাইয়া আপনি এত সুখী হইয়াছেন, সে বস্তু আমি কোথা পাব, কেবল এই আমার চিন্তা।

যোগী। তবে আশাবতী, সে বস্তু ছাড়িয়া কি নিদ্রা ভাল লাগে? সেই সুন্দর বস্তুকে কি এক পলক চক্ষের আড় করা যায়?

আশাবতী। তবে কি আপনি নিদ্রাও ত্যাগ করিয়াছেন?

যোগী। না আশাবতী, এখনও একেবারে নিদ্রা ত্যাগ করিতে পারি-নাই। শরীরে আলস্য হইলে দুই এক ঘণ্টা রাত্রিতে শয়ন করা প্রয়োজন হয়। নিদ্রাজাগরণে কিছু ক্ষতি লাভ নাই, যাঁহার আত্মা ব্রহ্মসংযুক্ত থাকে, তিনি যদি শারীরিক দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত কিছুকাল নিদ্রা যান তাহাতে ক্ষতি কি? কিন্তু যিনি ব্রহ্মসংযুক্ত হইয়া ব্রহ্মানন্দ রসাস্বাদন করেন, প্রায়ই তাঁহাকে নিদ্রা যাইতে দেখা যায় না। তুমি শুনিয়া থাকিবে, যাহারা কৃপণ, তাহারা তাহাদের সঞ্চিত অর্থ রক্ষার জন্য রাত্রিতে নিদ্রা যায় না। কখন চোর প্রবেশ করিবে এই ভয়ে রাত্রিতে নিদ্রা হয় না। তদ্রূপ যাঁহারা বহুযত্নে বহু সাধনে সেই পরমসুন্দর করুণাময় প্রভু পরমেশ্বরকে পরম রত্নরূপে লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাও ভয়ে ভয়ে সর্ব্বদা তাহাকে হৃদয় ভাণ্ডারে লুকাইয়া রাখিতে চান। অহঙ্কার, হিংসা, দ্বেষ, কাম, ক্রোধ—পাপরূপ দস্যুগণ কখন আসিয়া আক্রমণ করে, এই জন্য সর্ব্বদা সভয়ে জাগরিত থাকেন।

আশাবতী। যতই আপনার শ্রীমুখের বাণী শুনিতেছি ততই আমার প্রাণ আকুল হইতেছে। আমার ভাগ্যে কি ঘটিবে না? প্রভো! শ্রীচরণে আমার একটী নিবেদন যতদিন গুরুদর্শন না হয়, ততদিন আমাকে কিছু কিছু সদুপায় উপদেশ করুন্ যাহাতে যোগিগণের নিত্যানন্দ ধাম দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।

যোগী। করুণাময় পরমেশ্বর মনুষ্য জাতির প্রতি দয়া করিয়া তাঁহাকে লাভ করিবার সহজ উপায় করিয়া দিয়াছেন। মনুষ্য কুসঙ্গে কু-অভ্যাসে পবিত্র স্বভাবকে নষ্ট করিয়া ফেলে। তজ্জন্য পুনর্ব্বার সেই স্বভাব লাভ করিবার জন্য সাধনের প্রয়োজন হয়। ইহারই নাম প্রায়শ্চিত্ত অর্থাৎ পুনর্ব্বার পূর্ব্বাবস্থা লাভ করা। আমাদের বাসগৃহ এই শরীর নশ্বর, নিশ্চয়ই নষ্ট হইবে; তথাপি দয়াময় প্রভু, এই ক্ষণভঙ্গুর দেহকে রক্ষা করিবার জন্য কত সহজ উপায় করিয়াছেন। মাতার স্নেহ, স্তনা দুগ্ধ, অন্ন,

বায়ু, উত্তাপ, অগ্নি, বিবিধ শস্য, ফলমূল যাহা কিছু শরীর রক্ষার উপযোগী সে সকল পদার্থ অনায়াস-লভ্য। সেই শরীর অপেক্ষা আত্মা শ্রেষ্ঠ, আত্মা অনন্তকাল-স্থায়ী, তাহা ভঙ্গুর নহে। দয়াময় প্রভু সেই আত্মার প্রয়োজনীয় বস্তুকে যে দুষ্প্রাপ্য করিয়াছেন তাহা নহে। শরীরের পক্ষে যেমন মাতার স্তন্য দুগ্ধ তদ্রূপ আত্মার পক্ষে প্রেমময় পরমেশ্বরের প্রেমরস। শিশুসন্তান ক্ষুধায় কাতর হইয়া রোদন করিলেই জননী সন্তানের মুখে স্তনদান করেন। আত্মা ক্ষুধায় কাতর হইয়া ক্রন্দন করিলেই বিশ্বজননী তাহার মুখে অমৃত-রস ঢালিয়া দেন। ঈশ্বরের জন্য প্রবল ক্ষুধা অর্থাৎ অনুরাগ হইলেই অনায়াসে যোগ লাভ করা যায়। সংসারাসক্তিতে সেই ধর্ম্মক্ষুধা নষ্ট হইয়াছে, এজন্য যোগ সাধনের প্রয়োজন। শারীরিক ক্ষুধা নষ্ট হইলে যেমন মন্দাগ্নির ঔষধ সেবন করিতে হয়, তেমনি আত্মার অনুরাগ ক্ষুধার মান্দ্যভাব দেখিলেই তাহার চিকিৎসা—সাধন ভজন করা নিতান্ত প্রয়োজন।

আশা। আপনি যাহা বলিলেন তাহা সকলই সত্য, যাহাতে আমার দগ্ধ প্রাণ শীতল হয়, এমন কিছু সদুপায় আমার জন্য আজ্ঞা করুন।

যোগী। যতদিন নিরাকার ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ লাভ করা না যায়, ততদিন সংসারের বিবিধ সম্বন্ধের মধ্যে এক একটী ব্রত গ্রহণ করিয়া সাধন করিতে হইবে। স্ত্রীপুরুষের মধ্যে হরগৌরী ব্রত, অথবা পতিব্রত এবং স্ত্রীব্রত। স্ত্রী স্বামীর মুখে ঈশ্বরের প্রকাশ, স্বামী স্ত্রীর মুখে ঈশ্বরের প্রকাশ দেখিয়া পরস্পরের মধ্যে ঈশ্বরের লীলা দর্শন করিবেন। শিব পার্ব্বতী এই পবিত্র দাম্পত্য ব্রত সাধন পূর্ব্বক মহাসিদ্ধি লাভ করিয়া যোগীদিগের গুরু হইয়াছিলেন। শিব, পার্ব্বতীকে ক্রোড়ে বসাইয়া তাঁহার মুখের প্রতি এক দৃষ্টিতে ব্রহ্মধ্যান করিতেন, দুর্গাও শিবের মুখে দৃষ্টি রাখিয়া ব্রহ্মধ্যানে মগ্না হইতেন। এখনও যদি কোন স্ত্রীপুরুষে এই হরগৌরী ব্রত সাধন করেন, তাঁহারাও দিব্য জ্ঞানে যোগীশ্বর হইতে পারেন সন্দেহ নাই।

পিতৃমাতৃ ব্রত—পিতা মাতা ঈশ্বরের প্রতিনিধি সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা। ইহঁাদের মধ্যে ব্রহ্মসত্তা দর্শন করিয়া প্রগাঢ় ভক্তিভাবে পিতামাতার চরণ সেবা করিলে নিশ্চয়ই সিদ্ধি লাভ হয়। সধনা নামে এক ব্যাধ এইরূপে পিতা-মাতার সেবা করিয়া দিব্য জ্ঞান লাভ করিয়াছিল।

যশোদা কৃষ্ণের মুখশ্রীতে ব্রহ্মদর্শন করিয়া গোপাল বলিয়া অধীরা হইতেন। এই গোপাল প্রত্যেক গৃহে বিরাজ-মান থাকিয়া ক্রীড়া করিতেছেন। বালক বালিকার মুখশ্রীতে এবং ক্রীড়াতে ব্রহ্মদর্শন অভ্যাস করিলে ঈশ্বরে বাৎসল্য ভাব উপস্থিত হয়, যে বাৎসল্য প্রেম

লাভ করিবার জন্য যোগীশ্বরগণও সর্ব্বদা কঠোর সাধন করিয়া থাকেন।

এইরূপ রাজা প্রজা, প্রভু ভৃত্য, গুরু শিষ্য, চিকিৎসক রোগী, সারথি,নাবিক, প্রভৃতি যত প্রকার সম্বন্ধ আছে, সংসারের কার্য্যে যত প্রকার সম্বন্ধ ও ঘটনা উপস্থিত হয়, তাহার মধ্যে দয়াময় দীনবন্ধু পরমেশ্বর বর্ত্তমান। লীলাময় প্রভু, অনন্ত অসীম ভাবে লীলা করিতেছেন। ইহার মধ্যে যতগুলি পার ব্রতরূপে সাধন করিলে অতি সহজেই জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত সংযুক্ত হয়। কিন্তু ঐ সকল উপায় সহজ হইলেও সুকঠিন। তথাপি তোমার আগ্রহ দেখিয়া অতি নিগূঢ় কথা ব্যক্ত করিলাম। এ সাধনে অন্যের সাহায্য প্রয়োজন হয় না, অন্য সাধনে সাহায্য ব্যতীত একপদও অগ্রসর হওয়া যায় না।

আশা। আপনার উপদেশে আমার জীবনে আশার সঞ্চার হইয়াছে। কিন্তু হায়! আমি অতি অভাগিনী, সংসারে আমার বলিতে আমার যে কেহই নাই। কেহ থাকিলে আমি একটী ব্রত করিতে পারিতাম।

যোগী। কেন মা! এত দুঃখ করিতেছ কেন? তুমি পরোপকার ব্রত গ্রহণ কর। ঈশ্বর প্রসাদে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।

আশা। পরোপকার ব্রতে টাকা চাই, আমি টাকা কোথায় পাব?

যোগী। না মা! টাকা না থাকিলেও পরোপকার ব্রত সাধন করা যায়। টাকা, শরীর, মন, এই তিন বস্তু দ্বারা পরোপকার সাধন করা যায়। যাঁহার টাকা নাই, তিনি শরীর দ্বারা যতদূর সাধ্য পরের উপকার করিবেন। মহাপ্রভু চৈতন্য দেব যখন সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া দেশ বিদেশে হরি নাম করিতে বাহির হইয়া রাঢ় দেশে একটা পল্লীগ্রামে উপস্থিত হন, শ্রবণ করিলেন সেই গ্রামে একটী বিধবা ব্রাহ্মণী জ্বর রোগে কাতর হইয়া অনাহারে পড়িয়া রহিয়াছেন। চৈতন্যপ্রভুর কোমল হৃদয় এই দুঃখসূচক সংবাদ শ্রবণ করিয়া স্থির থাকিতে পারিল না। মহাত্মা চৈতন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া তণ্ডুলাদি খাদ্য বস্তু সংগ্রহ পূর্ব্বক সেই বিধবা ব্রাহ্মণীর চরণে প্রণাম করিয়া বলিলেন "মাগো! আমি তোমার পুত্র সন্তান। তোমার জন্য আমি ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছি, রন্ধন করিয়া, তুমি ভোজন কর।" এই সদয় বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণী কাঁদিয়া আকুল হইয়া বলিলেন, "বাছা! তুই কেরে? আজি আমার তাপিত প্রাণ শীতল করিলি। অভাগীর আর যে ত্রিকুলে কেহ নাই।" চৈতন্য ব্রাহ্মণীকে সান্ত্বনা করিয়া তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিলেন। এ ঘটনায় চৈতন্য ও ব্রাহ্মণী উভয়েই ব্রহ্মকৃপা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। অতএব অর্থ না থাকিলেও কেবল শরীর দ্বারা পরসেবা করা যায়। যদি শরীরও

দুর্ব্বল হয়, তবে দু'টী মিষ্ট বাক্য বলিয়া বিপদে সুপরামর্শ দিয়া লোকের হিত সাধন করা যায়। এই পরসেবা ব্রত প্রভৃতি যে সকল সেবাব্রতের কথা বলা হইল, এ সকল পালন না করিলে তাজার সাধন ভজন ব্যর্থ, কিছুতেই পরব্রহ্মের চরণ পাতে সমর্থ হইবে না।

আশা। যতই শুনিতেছি ততই কঠিন বোধ হইতেছে। আমার বড় ভয়ানক স্বার্থপরতা। দেখুন সংসারে আমার বলিতে কেহ নাই, তথাপি কোন বস্তু যখন পরিবেশন করি, তখন পরিচিত লোককে ভাল ভাল বস্তু অনেক করিয়া দি, অন্যকে যেমন তেমন কিছু দিয়া যেন বাঁচিলাম বোধ হয়। ভাল জিনিসটী আপনি লই, অন্যের জন্য মন্দ বস্তু রাখিয়া দি। একবার জগন্নাথে গিয়াছিলাম, পথের মধ্যে বিশ্রামের জন্য স্থানে স্থানে চটী আছে। চটীর মধ্যে যেটী ভাল ঘর, আমি সেইটী লইতাম। এমন কি অনেক ঘুসটুস্ দিয়াও ভাল স্থানটী অধিকার করিতাম, লোকে কষ্ট পাইতেছে তাহা অনায়াসে দেখিতাম। কাহারও ভাল দেখিতে পারি না। অন্যের ভাল দেখিলে কষ্ট হয়। এমন স্বার্থপরতা-পূর্ণ মন লইয়া কি প্রকারে পর-সেবা করিতে সক্ষম হইব? আমার কিছু নাই তথাপি এই, না জানি যাদের স্বামী পুত্র টাকাকড়ি আছে, তাদের স্বার্থপরতা কত অধিক! এ স্বার্থপরতা থাকিতে কিরূপে ব্রত গ্রহণ করিব?

যোগী। মা আশাবতি! কথা ঠিক বলিয়াছ সন্দেহ নাই—স্বার্থপরতাই সকল পাপের মূল। সামান্য ঔষধে এরোগ নিবারণ করা যায় না। সংসার অসার অনিত্য সর্ব্বদা এ চিন্তা ও আলোচনা, সাধুসঙ্গ, এইরূপ চিন্তা ও আলোচনা করিতে করিতে যখন বাস্তবিকই সংসারের যাবৎ পদার্থকে অসার অনিত্য বলিয়া দৃঢ় প্রতীতি জন্মাইবে, তখনই স্বার্থপরতা বিনাশ পাইয়া তীব্র জীবন্ত বৈরাগ্য প্রকাশিত হইবে। সাধক মাত্রেরই প্রথমে বৈরাগ্য অবলম্বনীয়। ভস্মমাখা কৌপীনপরা বৈরাগ্য নহে, স্বার্থনাশই প্রকৃত বৈরাগ্য। এই বৈরাগ্য হইতেই সাধনে অধিকার জন্মাইবে। এজন্য যদি তুমি প্রকৃত বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া প্রস্তুত থাক, যখনি যোগিনী জননীর আগমন হইবে, তখনই তোমার শুক্লবরণ হইবে। আজি তোমাকে অনেক কথা বলিলাম। যাহা শুনিলে, ঐ সকল বিষয় চিন্তা কর, তদনুরূপ আচরণ করিতে চেষ্টা কর। যেমন মনে মনে পরপুরুষ কামনা করিলে সতীত্ব নষ্ট হয়, সেইরূপ মনে মনে অধর্ম্ম আলোচনা করিলে চরিত্র কলঙ্কিত হয়। কলঙ্কিত মনে ধর্ম্ম সাধন হয় না। চরিত্র শুদ্ধ রাখিয়া প্রস্তুত থাক, নিশ্চয়ই পরব্রহ্মে সংযুক্ত হইয়া কৃতার্থ হইবে। আজি বাসায় গমন কর, প্রয়োজন হইলে আমার নিকট আসিবে।

প্রেম-ভিখারিণী।

(উচ্ছ্বাস।)

যৌবন প্রভাতে, সংসার উদ্যানে,
ফু'টে দুটী ফুল হাসিতেছিল।
আশার আলোকে, বাসনা সমীরে,
হেলিয়া দুলিয়া, কত খেলিল॥
উৎসাহ কিরণ, সোণার বরণ,
নাচিয়া নাচিয়া, কত চুম্বিল।
পরাণ ভ্রমরা, প্রেমেতে বিভোরা,
মধুর স্বরেতে, কত কি গাইল।
কত ভালবাসা, কত অভিলাষ,
হৃদয় ভাসায়ে, স্রোতে বহিল।
সুখের স্বপন, মনের মতন,
দুটী আঁখি পরে, কত কি আঁকিল।

(শাখা।)

ললিত দামিনী, এই দুটী ফুল,
দুটীই সুন্দর, একটী অতুল!

(নিখাদ।)

প্রভাত গেল না! আলো ফুটিল না!
সে খেলা ভাঙ্গিল! সে হাসি নিবিল!
একটি ফুল, ফুটিতে ফুটিতে,
দেখিতে দেখিতে, ঝরিয়া পড়িল!
অপরে করিল শোকে আকুল!

(উচ্ছ্বাস।)

ললিত ডাকিল,—"প্রাণের দামিনি—!"
অনন্তের পারে, থসিয়া দামিনী,
পরাণ কণ্ঠেতে সঙ্গীত গাইল!
পরাণ শ্রবণে, ললিত শুনিল!

(শাখা।)

নীরব সে গান, অতীব মধুর,
অস্পষ্ট তবুও ভাবে ভর পূর।"

(পুনরুচ্ছ্বাস।)

গাইল সঙ্গীত, "প্রাণের ললিত—!
আছি আমি, থাক তুমি,
ফু'টেছিনু এক দিন, ফুটিব আবার!
হবনা মলিন, পড়িব না ঝরি,
অনন্ত কালের তরে ফুটিব এবার!
অনন্ত জীবন সুখে হাসিব এবার!

(অন্তরা)

কান্দিলে হৃদয় দুটী, ধাইব অমনি ছুটি,
অনন্ত আকাশ পূরে, মিলাইয়া দুটী সুরে
সপ্তম, নবম পরে, অনন্ত সঙ্গীত ধারে,
মরমে ঢালিয়া দিব মরম বারতা—
গরল সুধায় মাখা মরমের কথা!

(পল্লব।)

দুইটী হৃদয়ের দুটী পাখা ছড়ায়ে,—
পরাণে পরাণে জুটি, উড়িব বিরলে দুটী,
সে রাজ্য ভিতরে পশি,
ফোটে নাকো তারা, শশী,
আলো বা আঁধার; প্রভাতের পরে,
ফোটে না যথায়, মধ্যাহ্ন তপন,
গোধূলী আবার!
ফুটিলে ফুলটী, ঝরে নাকো আর।"

(নিখাদ।)

কমল কোরক আগে, দুইটী শিশির বিন্দু,
ললিত অপাঙ্গ কোণে, দুইটী অশ্রুর বিন্দু,

দুলিতে দুলিতে ঝরিয়া পড়িল!
সে সঙ্গীত স্বর মরমে পশিল,
মরম যাতনা দ্বিগুণ বাড়িল।

(অন্তরা।)

বলিল ললিত তখন,—
"বারেক চাহি দরশন।
বারেক দেখিতে স্বপন,
ব্যাকুল যে, এ প্রাণ মন?"

(পল্লব।)

সে মনের ব্যথা, নৈশ নিস্তব্ধতা,
ভেদিয়া উঠিল!
নীরব অন্তর গত, বিষাদ সঙ্গীত মত,
তবু অম্বর ছাইল!

(উচ্ছ্বাস।)

মায়াজাল হাতে নিয়ে,
এল স্বপ্ন শূন্য হ'য়ে!
মায়ায় রচিল ঘর!
মায়ায় সাজা'লে ঘর!
দামিনী ললিত দুটী,
হিয়ায় হিয়ায় জুটি,
হেসে বলিল!
ফিরিয়া আসিল,
সেই সুখ, সেই দিন!
সেই রূপে, প্রতিদিন,
নিশার স্বপন-সুখে,
ললিত প্রসন্ন মুখে,
বিষাদ ভুলিয়া গেল,
হারা শান্তি ফিরে এল।

(শাখা।)

অস্থিরের মন, কাচের বাসন,
এই ছিল! এই ভাঙ্গিল!
ভাল বাসা, তাহাতে আশা,
আঁধারে কোয়াসা মিশিয়া গেল!

(নিখাদ।)

নূতন প্রণয় রাগে, ললিতের মন জাগে।
নবীন প্রেমের রবি, ধরিয়া তরুণ ছবি,
ললিতের হৃদাকাশে, ধীরে ধীরে ধীরে
হাসে।

স্বপন মায়ার খেলা,
ভেঙ্গে দিয়া এই বেলা,
সরিয়া পড়িল!
ললিত ভুলিল!

(উচ্ছ্বাস।)

এক দিন, দুই দিন,
মাস গেল ঋতু গেল,
বৎসর ফিরিয়া এল,
ললিতের দিন গুলি,
নব প্রণয়িনী সঙ্গে,
হাসিয়া কাটিল রঙ্গে।
গিয়াছে ভুলিয়া এবে
সেই পূর্ব্বের কাহিনী,
সেই সোণার দামিনী!

(শাখা।)

দামিনী ভুলে'নি প্রাণের ললিতে!
শেষ দেখা তরে বারেক আসিতে,
সাধ ছিল!
একটী নিশায় পশ্চিম আকাশে,
চাঁদের চাঁদিমা, ঝরিতেছিল।
আঁধারের গায়, রক্তের ধারা,
শত শত ধারে ক্ষরিতেছিল।
অমনি তখন, নীরবে স্বপন,
মনের মতন খেলিল!

(পুনরুচ্ছ্বাস।)

কি সুন্দর মায়া গিরি! শত নীল শৃঙ্গধরি,
মায়ার কৌশলে অপূর্ব্ব সাজিল!
গিরিবর গায় একটী দ্বার,
একটী কপাট, মায়াময়,
নীরবে খুলিল!
নীরবে দামিনী, মায়াময় ছবি,
একটী স্তরের শিখরে দাঁড়ায়!
সেই কেশ রাশি এলায়িত পিঠে!
সেই শুভ্র বেশ পবিত্রতামাখা!
সেই মুখখানি সরলতা আঁকা,
সেই হাসিটুকু ঝরিতেছিল!
সে লাবণ্য টুকু ক্ষরিতেছিল!
সেই—
সুধা মাখা স্বরে দামিনী ডাকিল!—
প্রাণের ললিত! প্রাণের ললিত!"

(অন্তরা।)

বাঁশীর সঙ্গীতে যেন মুগবর,
মায়ামন্ত্রমুগ্ধ যেন কোন নর,
সূতায় আবদ্ধ কাষ্ঠের মুরতি
ললিতের দেহ কেন অগ্রগতি!

(পল্লব।)

দামিনী হাসিয়া, ত্বরিতে নামিয়া,
কপাট খুলিয়া সরিয়া গেল!
মায়ার ছবিটী মায়ায় লুকা'ল!
ললিত সঙ্গেতে ত্বরিত গতিতে,
প্রবেশ করিয়া পশ্চাতে ধাইল!
সহসা থমকি চমকি দেখিল;—

(উচ্ছ্বাস।)

জল রাশি শুধু জলেতে মিশিয়া,
নাচিছে গম্ভীরে লহরী তুলিয়া;
সোণার কিরণ ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া,
কাল জল মাঝে পড়েছে খসিয়া!
লহরী গুলি ছুটিছে মাতিয়া!
সোণার কমল দামিনী ফুটিয়া,
কাল জল বুকে, হাঁসি হাঁসি মুখে,
যেতেছে হাঁটিয়া!
সেই খোলা কেশ সেই শুভ্র বেশ!
এক খানি বই সবুজ রঙ্গেতে
শোভিছে করেতে, মায়াময়ী দেবী,
মায়ার বরেতে স্বপনের ছবি,
স্বপন ছড়ায়ে, দেখিল যেতেছে
পিছনে হটিয়া!

(বিষাদ।)

ললিত ডাকিল,—
"প্রাণের দামিনি—!"
দামিনী বলিল,
"ছুঁওনা ললিত—! ছুঁওনা ললিত—!"
পশ্চাতে উঠিল, সেই প্রতিধ্বনি!
মেঘেতে যথা লুকায় দামিনী,
দেখিতে দেখিতে, মিলাল দামিনী!
"ছুঁওনা ললিত—।
ছুঁওনা ললিত—!"
তখন গাইতেছিল প্রতিধ্বনি।

হরপার্ব্বতী সংবাদ।

(গত প্রকাশিতের পর।)

নারদের কথা শুনিয়া ভগবতী কিয়ৎ কাল অবাক্ হইয়া রহিলেন। পরে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "নারদ, অন্যান্য দেবদেবীগণ বাস্তবিকই 'মেলা' নামক সুমহান্ কলিযজ্ঞ দর্শনার্থ কলিকাতায় গিয়াছেন কিনা বলিতে পার?" নারদ কহিলেন "জননি, যদি দেবদেবীগণ সেখানে না যাইবেন, তবে যে সকল নরনারী তথায় দেখিয়াছি, নরনারীতে কি তাদৃশ রূপ ও ঐশ্বর্য্য সম্ভবে? তজ্জন্যই বোধ হয়, সুর ও সুর-কামিনীগণ নরনারীরূপে তথায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। আরও এক কথা, আমি আপনার চরণোপান্তে আসিবার পূর্ব্বে সমস্ত সুরপুর ভ্রমণ করিয়া আসিলাম; সব গৃহদ্বার শূন্য, বৃত্রাসুর স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করিলে আর একবার উহার এইরূপ অবস্থা অবলোকন করিয়াছিলাম।" দেবী কহিলেন,—"নারদ, ঠাকুর যদি আমাকে সঙ্গে করিয়া না লইয়া যান, তুমি আমাকে এই কলিযজ্ঞ দেখাইয়া আনিতে পারিবে?" নারদ বলিলেন;—"অবশ্যই পারিব,—কিন্তু ঠাকুরের অনুমতি লইতে হইবে।" দেবী বলিলেন,—"ঠাকুর কি অনুমতি দিবেন না?" নারদ—"অনুমতি দিবেন যদি তবে নিজে গেলেন, আপনাকে সঙ্গে লইলেন না কেন?"

ভগবতী।—বল কি নারদ, ঠাকুর কি আমাকে ফাঁকী দিয়া দেখিয়া আসিয়াছেন?

না।—একবার দেখিয়া আসিয়াছেন, আবার যাইবেন তাহার উদ্যোগে আছেন।

ভ।—বটে। তবে, তুমি এখন বিদায় গ্রহণ কর, পরে স্মরণ করিলে আসিও। নারদ "যে আজ্ঞা" বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

এদিকে নারদ, দেবীমন্দিরে প্রবেশ করিবার অব্যবহিত পরেই বৈজয়ন্ত পুরীর জনৈক তুরগসেনা আসিয়া মহাদেবকে এক খানি পত্র প্রদান করিল। মহেশ্বর পত্র পাঠ করিলেন। পত্রখানি এইরূপ,

"মৃত্যুঞ্জয়, জুবার্ট সাহেবের মেলা দেখিবার জন্য কলিকাতায় গিয়াছিলাম, স্বকীয় সহস্র লোচন নরলোচনের অদৃশ্য রাখিয়া দেখিয়া আসিয়াছি, দর্শন বিষয়ে আমার ন্যায় ভাগ্যশালী কেহই নহে বলিয়া অন্যান্য দেবগণ আক্ষেপ করিতেছেন। কেন না অন্যান্য দেবগণের চক্ষু দুই হইতে দ্বাদশের অধিক নহে,—আমার সর্ব্বাঙ্গে সহস্র চক্ষু, সেই সহস্র চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দেখিয়াছি। কিন্তু, দেব, তথাপি আমার তৃপ্তি হয় নাই। কেন না আমার আয়ু

পরিমিত, অতএব প্রার্থনা এই, আপনি দয়া করিয়া আমার অমর নাম অন্বর্থ করিয়া দিন; আমি এই কলিযজ্ঞ চিরস্থায়ী করিয়া মনের সাধে দর্শন করি।

পদানত দাস—দেবরাজ ইন্দ্র।"

মহাদেব পত্র পাঠান্তে উত্তর লিখিলেন,—

"বৎস ইন্দ্র, তোমার পত্র পাইয়া প্রীত হইলাম। কেন না পঞ্চদশনেত্রে জুবার্টের মেলা দেখিয়া অতৃপ্তি নিবন্ধন নিতান্তই ক্ষুব্ধ হইয়াছিলাম। আজ সমস্ত দিন কেবল ঐ ক্ষোভেই যাপন করিতেছি, তোমার পত্র আমাকে তৃপ্তির পথ দেখাইয়া দিল। তোমার বিপুল আয়ুসূচক অমর নাম সম্পূর্ণরূপে সার্থক করিতে পারিব না,—তবে তোমার আয়ু শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়া দেওয়া স্থির করিলাম। কিন্তু অগ্রে তোমার সহস্র লোচন কিছু কালের জন্য আমাকে কর্জ্জ দিতে হইবে,—পরে তাহারি পুরস্কার স্বরূপ তোমার আয়ুবর্দ্ধনের ব্যবস্থা করিব।

ত্বদীয় কুশলার্থিনঃ
শ্রীভোলানাথ শর্ম্মণঃ।"

এই উত্তর ইন্দ্রদূতের হস্তে সমর্পণ করিবেন, এমন সময়ে ভগবতী ভুবনমোহিনী বেশে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং ইন্দ্রের পত্র ও তাহার উত্তর বিশ্বেশ্বরের হস্ত হইতে আচ্ছিন্দন পূর্ব্বক পাঠ করিলেন। অনন্তর সহাস্য বদনে কহিলেন,—

"ভাবিতেছিলাম, নারদ কন্দল নহিলে থাকিতে পারে না, তাই নানাপ্রকার মিথ্যাবাদ দ্বারা আপনার সহিত বচসা উপস্থিত করিবার চেষ্টা করিতেছে, এখন দেখিতেছি তাহার কথার এক বর্ণও মিথ্যা নহে। আমাকে ফাঁকি দিয়া এক বার দেখিয়াছেন, আবার দেখিবেন, তাহার আয়োজন হইতেছে। এবার আমাকে সঙ্গে লইতে হইবে এবং ইন্দ্রের নিকট যে হাজার চক্ষু ধার করিতেছেন,—তাহার পাঁচশত আমাকে দিতে হইবে।" শিব ভগবতীর বাক্য শুনিয়া বিলক্ষণ অপ্রতিভ হইলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন, আমি তখনই বুঝিয়াছি, যখন নারুদে বেটা দেখা দিয়াছে, তখন একটা কিছু না করিয়া যাইবে না। নিশ্চয়ই তাহার কথানুসারে দেবী বাহিরে আসিয়াছেন,—আর বাহিরে আসিলেন বলিয়াই এই পত্র গুলিও দেখিতে পাইলেন। অতএব সেই বেটাই সকল অনর্থের মূল। প্রতিজ্ঞা করিতেছি, এবার তাহাকে শাস্তি দিব। স্বহস্তে প্রহার করাটা ভাল দেখাইবে না, আমার বৃষকে শিখাইয়া দিব,—এবার নারদ আমার কৈলাসের সীমায় পা দিলেই, সে তাহার তীক্ষ্ণ শৃঙ্গদ্বারা নারদের উদর দেশ ভেদ করিয়া দিবে। অনন্তর দেবীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,

"প্রিয়ে, শরীর পরিগ্রহ করিলেই কি আত্মহারা হইতে হয়? হে আদ্যা শক্তি, এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড তুমিই প্রসব

করিয়াছ,—তুমিই পালন করিতেছ,—আবার তুমিই লয় করিবে। আমরা ছত্রিশ কোটি দেবতা যে যাহা শক্তি ধারণ করি, সে তোমারই প্রসাদে। তুমি যাহা রাখিবে, তাহা থাকিবে, যাহা নাশিবে, তাহা যাইবে। তোমার অনন্ত লীলা দেবনরের বোধাগম্য। এই যে কলিযুগে মহীতলে মেলা নামক মহাযজ্ঞ হইতেছে, ইহা তোমারই মেদিনীরূপিণী মাতঙ্গী মূর্ত্তির পূজার ফল।" দেবী মহাদেবকে অধিক কথা কহিতে না দিয়াই কহিলেন,—

"আমি যখন কোন বিষয়ের জন্য আপনার নিকট প্রার্থনা করি, আপনি আমার প্রার্থনা না পূর্ণ করিয়া এই রূপ তোষামোদ দ্বারা আমাকে ভুলাইয়া রাখেন,—আমি এবার ভুলিব না। নারদের মুখে যাহা শুনিলাম, আর ইন্দ্র ও আপনার পত্রে যাহা পড়িলাম, তাহাতে বোধ হইতেছে যে স্বর্গমর্ত্ত্য রসাতলে কোন কালে এমন মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান হয় নাই; অতএব অমি ইহা না দেখিয়া ছাড়িব না।"

শঙ্কর সঙ্কট অনুভব করিয়া কহিলেন, "চারুহাসিনি, তোমার মায়ায় জগৎ মোহিত, তোমাকে ভুলান কি শিবের সাধ্য? তোমার চরণ কমল ধ্যান করিয়াই শিবের শিবত্ব ও ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব, তোমার কি নরলীলা দেখিবার জন্য মর্ত্ত্যভূমিতে গমন করা উচিত?" দেবী কহিলেন,—"শুনিয়াছি বুড়া হইলে মানুষেরা স্ত্রৈণ হইয়া থাকে, এখন দেখিতেছি,—দেবতারাও সে নিয়মের অনধীন নহেন। আপনার সেই রোগ ধরিয়াছে, তাই আমাকে মাথায় তুলিতেছেন। আপনিই বলিলেন, আমা হইতেই সমস্ত প্রসূত হইয়াছে, তাহা হইলে আমা অপেক্ষা বৃদ্ধা কোন স্থানে কেহই নাই। তবে এমন বৃদ্ধাকে মেলায় পাঠাইতে ভয় পাইতেছেন কেন?" শিব হাসিয়া কহিলেন "অয়ি চিরযৌবনে, তুমি যে কালাতীতা, কাল যদি তোমাকে বৃদ্ধা করিতে পারিত, তাহাহইলে কালের প্রভুত্ব স্বীকার করিতে হইত। শক্তি কখন বুড়ী হয় না।" ভগবতী অনেকক্ষণ নিরুত্তর রহিয়া কহিলেন, "যদি নিতান্তই আমাকে মেলা দর্শনে যাইতে না দেন, তবে আমার কয়েকটী প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে। এই কলি যজ্ঞের নাম 'মেলা' হইল কেন? এবং যেরূপ অনুষ্ঠান কোন কালে কেহই করিতে পারে নাই, কলির ক্ষীণপ্রাণ তপোবিহীন নরে তাহা কিরূপে সম্পন্ন করিতেছে? এই গুলি আমাকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিন।" শম্ভু ভগবতীর কথায় প্রীত হইয়া কহিলেন,—

"দেবি, কলির ক্ষীণপ্রাণ জীব সে কিরূপে দেবের অধিক ভাগ্য লাভ করিয়াছে এবং অভূতপূর্ব্ব অনুষ্ঠানে কৃতকার্য্য হইতেছে, তাহার সবিশেষ বিবরণ তোমাকে সময়ান্তরে কহিব। অদ্য সংক্ষেপে কিছু বলি শ্রবণ কর। পূর্ব্বে

মহাবিষ্ণুর তিন পত্নী লক্ষ্মী, সরস্বতী ও পদ্মা নিয়ত বিবাদ করিতেন। লক্ষ্মী সরস্বতীর বিবাদে ত্রিভুবনের অতিশয় অনিষ্ট হইতেছিল। পালনকর্ত্তা বিষ্ণু তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তিন জনকেই নদী রূপে মহীতলে আসিতে অভিসম্পাত করেন। সেই অভিসম্পাত বশতঃই ভারতে লক্ষ্মী,সরস্বতী ও পদ্মা এই তিন নদীর উৎপত্তি হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের প্রকৃতি খণ্ডে এই বিবরণ ব্যাসদেব লিপিবদ্ধ করিবেন। পরে তিন সপত্নী নিতান্ত কাতর ভাবাপন্না হইয়া শাপ বিমোচনার্থ বিষ্ণুর চরণে প্রার্থনা করিলে, তিনি শাপমোচনের এইরূপ উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দেন যে, সত্য, ত্রেতা,দ্বাপর এই তিন যুগের অবসান হইয়া কলিযুগ প্রবর্ত্তিত হইলে যখন পৃথিবীতে নরগণ দেশানুরাগরূপ রক্ত জবা দ্বারা মেদিনীরূপিণী মাতঙ্গী দেবীর পূজা করিবে, তখনই লক্ষ্মী সরস্বতীর মিলন হইবে এবং সেই মিলন হইতেই নরগণ সর্ব্বসিদ্ধি ও পূর্ণ শ্রেয়ঃ লাভ করিবে। (১) সম্প্রতি নরগণ পূজার ফলে কৃষিবাণিজ্যরূপিণী লক্ষ্মীর সহিত শিল্পবিজ্ঞানরূপিণী সরস্বতীর মিলনরূপে সর্ব্বসিদ্ধি ও পূর্ণ শ্রেয়ঃ লাভ করিয়াছে। হে মহাদেবি,মহাশক্তি, এই জন্যই বলিতেছিলাম, তোমার মেদিনীরূপিণী মাতঙ্গী শক্তির পূজা করিয়াই নরগণ 'মেলা' নামক মহা-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছে। যে যজ্ঞে লক্ষ্মী সরস্বতীর মিলন হইয়াছে, সেই কলি যজ্ঞ যে অভূতপূর্ব্ব ও সুরবাঞ্ছিত, তাহার অনুষ্ঠাতা নরগণ যে দেবাধিক ভাগ্যশালী এবং কলিযুগ যে সকল যুগের শ্রেষ্ঠ, তাহাতে সন্দেহ কি?"

মহাদেব ভগবতীকে বুঝাইয়া দিলেন যে, মেদিনীরূপিণী মাতঙ্গী শক্তির পূজা-ফলেই নরগণ এমন অভূতপূর্ব্ব ও দেবগণেরও বিস্ময়াবহ মেলা করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং ঐ পূজা উপলক্ষে লক্ষ্মী সরস্বতীর মিলন হইয়াছে বলিয়াই উহার নাম "মেলা" হইয়াছে। বস্তুতঃ যখন উদ্ভিদ্ সংসর্গে শ্যামাঙ্গী বসুধা, গগনস্থ পূর্ণশশী, এবং খনিনিহিত রত্নরাজি এককালে ধ্যান করা যায়, তখন বসুধাকেই, মাতঙ্গী প্রতিমা বোধে "শ্যামাঙ্গীং শশিশেখরাং—রত্নসিংহাসনস্থিতাং" ইত্যাদি বলিয়া প্রণাম করিতে মস্তক অবনত হয়। আর লক্ষ্মী সরস্বতীর মিলন ভিন্ন সর্ব্বপ্রকার লৌকিক সিদ্ধি ও পূর্ণ মঙ্গল লাভেরও উপায়ান্তর নাই। আমরা পৃথিবী হইতে যে সম্পত্তি প্রাপ্ত হই,তাহাই লক্ষ্মী এবং তদ্দ্বারা মঙ্গল সাধন

---

(১) বোধ হয় এই নারায়ণ উক্তি আশ্রয় করিয়াই রামকেশ্বর তন্ত্রকার মাতঙ্গী পূজাবিধির সৃষ্টি করিয়াছেন সেই পূজাবিধিতে—
"তত্র পূজা প্রকর্ত্তব্যা জবাপুষ্পেণ মন্ত্রবিৎ,"
"শ্যামাঙ্গীং শশিশেখরাং ত্রিনয়নাং রত্ন-সিংহাসনস্থিতাং।"
"মাতঙ্গী দেবতা দেবী সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী,
নূনং তদঙ্গসংসক্ত্যা ভুবৈর্ভৌমিতে বসু।"
ইত্যাদি বচন পরম্পরায় দৃষ্ট হয়।

বিধায়িনী বুদ্ধিই সরস্বতী। এখন স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, একাকিনী লক্ষ্মী এবং একাকিনী সরস্বতী কখনই সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদায়িনী হইতে পারেন না। এই জন্যই এই উভয় শক্তির মিলনের অর্থাৎ বর্ত্তমান অন্তর্জাতীয় মেলার এত গৌরব। অতএব,—

কে পারে করিতে কলিমহিমা কীর্ত্তন,
মাতৃপূজা যে যুগের কেবল সাধন।
সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদায়িনী করে বরাভয়
মেদিনী রূপিণী দেবী মাতঙ্গীর জয়।

সন্ততিবৎসলা দেবী বসুধারূপিণী,
কলিতে জাগ্রতী অতি মাতৃস্বরূপিণী,
যাঁরে পূজি পায় নর ঐহিক সম্পদ,
ধন রত্ন ভাগ্য সুখ সুরেপ্সিত পদ।
সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদায়িনী করে বরাভয়
মেদিনীরূপিণী মাতা মাতঙ্গীর জয়।

দেবের দুর্লভ ভাগ্য নরের ধরায়,
মাতৃ-অঙ্কে বসি তারা চতুর্ব্বর্গ পায়!
কঠোর সাধনা নাই—কঠোরানুষ্ঠান,
দেশ অনুরাগে লভ মাতৃপদে স্থান।
ভক্তিভাবে পূজা কর জননীচরণ,
ভারতী লক্ষ্মীর যাহে প্রণয়ে মিলন।
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী করে বরাভয়
বল সবে বসুমতী মাতঙ্গীর জয়!

ভারতশাসনকর্ত্তা সুমতি রিপণ,
বঙ্গেশ সুবিজ্ঞ সুধী প্রভু টম্‌সন,
মেলা কার্য্যে মহোৎসাহী মানবনিচয়,
অর্থ বিদ্যা সুপ্রতীর
সপুত্র জুবার্ট ধীর,
বল সবে সমস্বরে সে সবার জয়!

ইতি শ্রীহরপার্ব্বতী সম্বাদে মেলাতত্ত্ব নামাধ্যায়।

নূতন সংবাদ।

১। বড় দুঃখের সংবাদ ভারতেশ্বরীর চতুর্থ পুত্র লিওপোল্ড ডিউক অব আলবানী গত ১৭ই চৈত্র মৃগীরোগের কোন রোগে আক্রান্ত হইয়া হঠাৎ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ইনি রাজকুমারদিগের সকলের অপেক্ষা বিদ্বান্ ছিলেন, দুই বৎসর মাত্র বিবাহিত হইয়াছিলেন। ঈশ্বর পুত্রশোকাতুরা মহারাণী ও বিধবা রাজবধূর সান্ত্বনা-বিধান করুন।

২। বিখ্যাত গণিতজ্ঞ টড হণ্টার সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে।

৩। উত্তরপাড়া হিতকরী সভার সুযোগ্য সম্পাদক বাবু বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া গতাসু হইয়াছেন, এ সংবাদে আমরা ব্যথিত হইলাম। ইনি স্ত্রীশিক্ষার একজন পরমোৎসাহী বন্ধু ছিলেন।

৪। পারিস মহানগরে ৩০ হাজার রমণী কৃত্রিম পুষ্প তৈয়ার করিয়া

জীবিকা নির্ব্বাহ করে। শিল্পশিক্ষা-দ্বারা এদেশের অন্যান্য স্ত্রী লোকেরা কি উপায় করিতে পারেন না?

৫। লর্ড রিপণের পাতিয়ালা দর্শন স্মরণার্থ উক্ত মহারাজ ৫০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া একটী অনাথাশ্রম প্রস্তত করিতেছেন।

৬। পিপীলিকা নিবারণের উপায়—খাদ্য দ্রব্যে পিপীলিকা ধরিলে তাহাতে কিছু কর্পূর ছড়াইয়া দিলে আর পিপীলিকা ধরে না।

৭। মান্দ্রাজে ৬০ জন স্ত্রীলোক গাড়োয়ানী কাজ করে, ৫৭,০০০ লাঙ্গল চষে ৯০০ কাঠুরিয়ার এবং ৩০০ জন নাবিকের কাজ করে। ভারতবর্ষের মধ্যে মান্দ্রাজী রমণীদেরই বাহাদুরী অধিক।

৮। সোরাবজি সাহরজী বেঙ্গলী নামক এক পারসী একটী বালিকা বিদ্যালয়ের গৃহনির্ম্মাণার্থ ৫০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। ছবি ও গান—শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত, মূল্য ১ টাকা। রবীন্দ্র বাবুর হৃদয় উৎস হইতে যে বিচিত্র ভাবোচ্ছ্বাস হইতেছে, তাহা সম্মুখে যে বস্তু পায়, তাহাকে ধরিয়াই মধুর গীত-কাহিনী গাইতে গাইতে স্বাভাবিক স্রোতে প্রবাহিত হয়, ইহার পরিচয় তাঁহার অন্যান্য কাব্যে যেমন, এখলিতেও সেইরূপ পাইয়া আমরা প্রীত ও মোহিত হইয়াছি। কবি হৃদয়ের কোমল স্পর্শশক্তি, কবি-দৃষ্টির সূক্ষ্মতা ও গভীরতা, কবিকল্পনায় নূতন সৃষ্টির প্রচুর প্রমাণ ইহার অনেক স্থলে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কবির লেখায় যে কিছু ত্রুটি লক্ষিত হয় সে সময় সময় ভাবের স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া এককালে আত্মসংবরণ বিসর্জন এবং বর্ণনায় একই শব্দের প্রতি কিছু অতিরিক্ত মমত্ব প্রদর্শন। একটু সতর্ক হইলেই এ ত্রুটি পরিহার হইতে পারে। যোগী, আর্ত্তস্বর, মধ্যাহ্নে, পূর্ণিমায়, নিশীথ জগৎ ইত্যাদির ন্যায় ছবি আমরা অধিক পরিমাণে দেখিতে চাই।

২। মহিলা—৺সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত। এই পুস্তকে মহিলা জায়ারূপে বর্ণিত হইয়াছেন অর্থাৎ স্ত্রী যে প্রেমের প্রতিমা এবং হৃদয়ের শ্রেয়, প্রেয় ও অর্চ্চনীয় পদার্থ ইহা কবি-তূলিকায় অতি সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে। ইহাতে অবশ্য অতিবর্ণনা আছে, কিন্তু কবির সে দোষ অগ্রাহ্য। কবি যে একজন উচ্চ শ্রেণীর ভাবুক ও লেখক, তাহা তাঁহার

লেখার প্রায় প্রতি পঁক্তি পাঠেই প্রতীত হয়। দুঃখের বিষয় সাহিত্যসংসারে বিশেষ পরিচিত হইতে না হইতে তিনি মর্ত্যলীলা সংবরণ করিয়াছেন। আমাদিগের পাঠিকাগণ এই পুস্তকখানি পাঠে অনেক চিন্তা ও শিক্ষার বিষয় লাভ করিতে পারিবেন এবং তাঁহাদিগের একজন ভক্ত তাঁহাদিগের কিরূপ ছবি আঁকিয়াছেন, তাহা দেখিয়াও প্রীত হইতে পারেন।

৩। ১ম ও ২য় ভাগ—শ্রীবিপ্রচরণ বসু প্রণীত। বালক বালিকাদিগের পাঠ্য মধ্যে গৃহীত হইবার যোগ্য।

বামাগণের রচনা।

ধর্ম্ম ও ঈশ্বরোপাসনা।

ধর্ম্ম কাহাকে বলে? ঈশ্বরের নিয়ম পালন করাই প্রধান ধর্ম্ম। সেই নিয়ম পালন করিতে মানুষ নিজশক্তিতে ও নিজ ক্ষমতাতে পারে না। তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে হইলেই সেই সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের সাহায্য আবশ্যক। সেই জন্য তাঁহার উপাসনা ও প্রার্থনা করা একান্ত প্রয়োজন। তাঁহার নিকট প্রার্থনা না করিলে তাঁহার কার্য্য সাধনের প্রতিদিনে তত উৎসাহ হয় না, কিন্তু যতই তাঁহার নিকট প্রার্থনা করা যায়, যতই তাঁহাকে ডাকা যায়, যতই তাঁহাকে প্রেম করা যায়, ততই তাঁহার আদিষ্ট কার্য্য পালনে উৎসাহ বাড়ে।

অনেকে বলেন সংসারে থাকিলে ধর্ম্ম হয় না। তবে কি সংসার করা ঈশ্বরের অভিপ্রায় নহে? সংসার করা যদি তাঁহার অভিপ্রায় না হইবে, তবে তিনি সংসারের উপকরণই বা সৃষ্টি করিলেন কেন? সংসার পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করিলে কি ধর্ম্ম হয়, তাহাতে কি ঈশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন হয় নাই, তাঁহার নিয়ম লঙ্ঘনে কি পাপ নাই?

কেহ কেহ বলেন, একটী পাপ করিলে যদি অপর পাঁচটির হাত হইতে বাঁচা যায়, তবে না করা কেন? কিন্তু ইহা তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভ্রম। তাঁহারা জানিতে চান না যে, যে শত্রুকে দেখিয়া পলাইয়া প্রাণ বাঁচায়, সেই বীর না যে শত্রুর সঙ্গে সম্মুখ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয় সেই বীর? যে রাশি রাশি স্বর্ণ রৌপ্যের মধ্যে থাকিয়াও তাহার এক কণিকা অপহরণ করে না সেই নির্লোভী, না যে কখন বহুমূল্য সামগ্রী দেখে নাই সেই নির্লোভী? এই সংসার পরীক্ষার স্থল, সংসারে থাকিয়া রিপুগণের সহিত উত্তরোত্তর দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত যুদ্ধ করাই ঈশ্বরের অভিপ্রায়। বনে গেলেও ধর্ম্ম হয় না, দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিলেও ধর্ম্ম হয় না, ধর্ম্মোপার্জ্জন নিজের করিতে হইলে মন

পবিত্র করা চাই এবং ঈশ্বরের আদিষ্ট কার্য্য পালনে প্রাণপণে চেষ্টা করা চাই এবং হিংসা, দ্বেষ, কপটতা, নাস্তিকতা, অহঙ্কার, স্বার্থপরতা, মিথ্যাকথন, লোভ, মোহ, প্রভৃতি পরিত্যাগ করাই ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। তার পর বিনয়ী হও, কৃতজ্ঞ হও, প্রতিবাসীর প্রতি আপন ভ্রাতা ভগিনীর ন্যায় ব্যবহার কর, ঈশ্বরকে প্রেম কর, ভক্তি কর, আপন সুখ দুঃখ সম্পদ বিপদ, সমস্ত অবস্থায় সেই জগৎ পাতা পরমেশ্বরের উপর দৃঢ়রূপে নির্ভর কর, তখন দেখিবে স্বর্গ কোথায়? না এই পবিত্র সংসারেই স্বর্গ।

শ্রীমোক্ষদা সুন্দরী রায়,
কাকিনীয়া।

সতী-মহিমা।

ধন্যারে প্রাচীন আর্য্য ধর্ম্মাচার্য্যা নারী,
বিমলা সরলা যেন কমলা সুন্দরী,
পতিতেই গতি, রতি, পতিতেই মতি;
আরাধ্য দেবতা পতি, পতি সুরপতি,
পতি ধ্যান, পতি জ্ঞান, পতিই জীবন,
পতিতেই পরিতৃপ্ত অন্তর, নয়ন,
সংসারে সর্ব্বস্ব পতি, পতিই ভূষণ,
পতি—মান, অপমান, জীবন মরণ।
সর্ব্বকালে সর্ব্বলোকে নারী পতিব্রতা,
জগৎ-পূজিতা যথা জনক দুহিতা,
সুশীলা সুমতি নারী রূপ কদাকারা,
গুণবান পতি চক্ষে নয়নের তারা;
কোকিলের কাল বর্ণ কেবা অনাদরে,
গুণেতে মোহিত সবে, রূপেতে কি করে?
শিখীর নিকটে শিখে সতী শতবার,
শোভায় কি করে তার গুণ নাহি যার?
সুদৃশ্য শাল্মলি পুষ্প নেত্র প্রলোভন
কে চায় আদরে তারে করিতে গ্রহণ?
বিশুষ্ক গোলাব পুষ্প আদরের হয়,
বাঁচিয়া মরিয়া দেয় গুণ পরিচয়,
সেরূপ যে সতী নারী জীবনে মরণে,
বিমোহিত করে সবে সুরভি প্রদানে।
কোন যুগে গেছে চলি খনা, লীলাবতী,
দময়ন্তী, সীতা সাধ্বী, সাবিত্রী সুমতি,
কোন যুগে তাহাদের পূত কলেবর,
গিয়াছে মিশায়ে চির মৃত্তিকা ভিতর,
কিন্তু সে অমল নাম অনল অক্ষরে,
আজিও জীবন্ত আছে জীবের অন্তরে,
ইতিহাসপটে সেই সুগুণগরিমা—
অঙ্কিত রয়েছে চির অনন্ত মহিমা—
দেহ মাত্র গেছে চলি ছাড়ি ধরাধাম
জগতের জপমন্ত্র হয়েছে সে নাম।
মরেও অমর তারা সাধু শক্তি বলে,
গুণী জন গুণিনীরে মৃত নাহি বলে।
শত প্রলয়েতে হোক পৃথ্বীর পতন,
সতী রমণীর নাম ঘুচেনা কখন।
আর্য্য মহিলার গুণ জগতবিদিত,
আর্য্য মহিলার গুণ সবার আদৃত,
কে না জানে ভারতের পুরাতন কথা—
পতিব্রতা মহিলার 'সহমৃত্যু' প্রথা?

কেনা জানে আজিও এ আর্য্য নারীগণ
কতই কঠোর ব্রত করিছে পালন?
কেনা জানে পতিহীনা ভারতমহিলা,
অনাহারী, একাহারী সদা সাধুশীলা,
বিলাস-বাসনা-অগ্নি করিয়া নির্ব্বাণ,
ব্রহ্মচর্য্য ব্রত সুখে করে সমাধান।
নারী-স্বাধীনতা-প্রিয় য়ুরোপীয় জাতি,
পতি পত্নী ত্যাগ প্রথা যথা বলবতী,
বিধবা সধবা হওয়া যে দেশের রীতি,
গাইছে তারাও আর্য্যনারী গুণ গীতি।

শুনেছি না আমেরিক নারী বিদ্যাবতী,
কেহ করে জজীয়তী, কেহ ওকালতী,
কূট রাজনীতি তত্ত্ব করি আন্দোলন,
ভাঙ্গে গড়ে কত বিধি যখন তখন,
শুনেছে সেখানে না কি নারী কারাকার,
ইতিহাস লেখে নারী বিজ্ঞান বিচার,
কিন্তু সেই আমেরিক রমণীসমাজ,
ভারত সতীর কাছে পাইবেক লাজ।

শ্রীসুমতী মজুমদার,
ধাত্রীগ্রাম।

৩য় কল্প ১ম ভাগ বামাবোধিনী পত্রিকার

সংখ্যানুসারে সূচিপত্র।

বৈশাখ—২২০ সংখ্যা।

১। সামযিক প্রসঙ্গ ... ১
২। নববর্ষ ... ৩
৩। বাল্যক্রীড়া ... ৯
৪। বঙ্গদেশের স্ত্রীশিক্ষার বিবরণ ১৪
৫। সাধুভ্রাতা ও ভগিনী ... ১৮
৬। অদ্ভুত বিবরণ ... ২৪
৭। নিশাকালে ... ২৬
৮। পারিবারিক নাট্যাভিনয়... ২৭
৯। নূতন সংবাদ ... ৩০
১০। পুস্তকাদি প্রাপ্তি ও সমালোচন ৩০
১১। বামাগণের রচনা ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ঢাকা আগমন উপলক্ষে লিখিত ... ৩১

জ্যৈষ্ঠ—২২১ সংখ্যা।

১। সাময়িক প্রসঙ্গ ... ৩৩
২। অসাধারণপিতৃ মাতৃভক্তি... ৩৬
৩। কীট জাতি—বোলতা ... ৪০
৪। অনুতাপের অশ্রু (পদ্য) ... ৪৫
৫। উদ্ভিদ জগৎ ... ৪৬
৬। বেলুন (সচিত্র) ... ৪৯
৭। নারীচরিত—বোডিসিয়া... ৫৩
৮। সংযুক্তাহরণ (পদ্য) ... ৫৫
৯। অন্তর্জ্জাতিক প্রদর্শনী মেলা ৫৬
১০। নূতন সংবাদ ... ৫৯
১১। পুস্তকাদি প্রাপ্তি ও সমালোচনা ৬০
১২। বামাগণের রচনা—বাল্য-বিবাহ ও অবরোধ-প্রথা সম্বন্ধে সমালোচনা ৬০

আষাঢ়—২২২ সংখ্যা।

১। সামরিক প্রসঙ্গ ... ৬৫
২। বাল্যক্রীড়া ... ৬৭
৩। নারীচরিত ... ৭১
৪। পতিনিন্দায় সতীর প্রাণত্যাগ ৭৩
৫। কায়স্থ কন্যা ... ৭৫
৬। বাহ্যবস্তুর জ্ঞানলাভ... ৭৭
৭। স্ত্রীজাতি ... ৮১
৮। কৃষকবালা ... ৮৩
৯। পিপীলিকা ... ৮৫
১০। নূতন সংবাদ ... ৮৯
১১। পুস্তকাদি প্রাপ্তি ও সমালোচনা৯০
১২। বামাগণের রচনা—বাল্যবিবাহ ও অবরোধ-প্রথা সম্বন্ধে সমালোচনা ৯১

শ্রাবণ—২২৩ সংখ্যা।

১। সাময়িক প্রসঙ্গ ... ৯৭
২। নারীচরিত ... ১০০
৩। জরুজলম (সচিত্র) ... ১০২
৪। কায়স্থ কন্যা ... ১০৫
৫। স্ত্রীজাতি ... ১১৩
৬। কৃষকবালা ... ১১৬
৭। পিপীলিকা ... ১১৮
৮। কলিকাতা মেডিকেল কলেজে স্ত্রীশিক্ষার্থী গ্রহণ ... ১২১
৯। নবেলের পাঠোপযোগিতা ১২৪
১০। নূতন সংবাদ ... ১২৭
১১। পুস্তকাদি প্রাপ্তি ও সমালোচনা ... ১২৮

ভাদ্র—২২৪ সংখ্যা।

১। সাময়িক প্রসঙ্গ ... ১২৯
২। বামাবোধিনীর বিংশ জন্মোৎসব ... ১৩২
৩। সৌন্দর্য্যতত্ত্ব ... ১৩৬
৪। দুই পক্ষেরই ভুল ... ১৪০
৫। ঐতিহাসিক গল্প—রোম রহস্য ... ১৪৫
৬। পিপীলিকা ... ১৪৮
৭। কৃষকবালা ... ১৫১
৮। উদ্ভিদ জগৎ ... ১৫৩
৯। আলোক গৃহাধিপতির কন্যা ... ১৫৫
১০। বঙ্গমহিলা সমাজের সাংবৎসরিক উৎসব ১৫৭
১১। নূতন সংবাদ ... ১৬০
১২। পুস্তকাদি সমালোচনা ১৬০

আশ্বিন—২২৫সংখ্যা।

১। সাময়িক প্রসঙ্গ ... ১৬১
২। জুলিয়া ডোমিনা ... ১৬৫
৩। সৌন্দর্য্যতত্ত্ব ... ১৬৯
৪। দুইপক্ষেরই ভুল ... ১৬৯
৫। তাপ ও তাহার উৎপত্তি ১৭৩
৬। কৃষক বালা ... ১৭৭
৭। উদ্ভিদ জগৎ ... ১৮০
৮। ধূলা ... ১৮২
৯। গৃহশ্রী সম্পাদন ... ১৮৩
১০। রমণীগণের বেশভূষা... ১৮৮
১১। নূতন সংবাদ ... ১৯০
১২। বামাগণের রচনা—আমাদের শিক্ষার ফল ... ১৯১

কার্ত্তিক—২২৬ সংখ্যা।

১। সাময়িক প্রসঙ্গ ... ১৯৩

২। শিক্ষার সুফল ... ১৯৪
৩। পিপীলিকা ... ১৯৭
৪। কৃষকবালা ... ২০০
৫। নিশীথ চিন্তা ... ২০৪
৬। কুললক্ষ্মী (উপন্যাস) ... ২০৬
৭। যব দ্বীপে অগ্ন্যুৎপাত... ২১১
৮। আখ্যায়িকা মালা ... ২১৮
৯। যুগল সহোদরার কথোপকথন ২২০
১০। নূতন সংবাদ ... ২২০
১১। পুস্তকাদি সমালোচনা... ২২১
১২। বামাগণের রচনা—মহিলাগণের বিদ্যাভাসের সহিত ধর্ম্ম শিক্ষার আবশ্যকতা ... ২২১

অগ্রহায়ণ—২২৭ সংখ্যা।

১। সাময়িক প্রসঙ্গ ... ২২৫
২। খনা ও খনার বচন ... ২২৮
৩। বিজ্ঞান ... ২৩২
৪। কুললক্ষ্মী (উপন্যাস) ... ২৩৫
৫। কৃষক বালা ... ২৩৯
৬। কোজাগর নিশীথে ... ২৪২
৭। গয়াতীর্থ ... ২৪৩
৮। সম্রাট ও কৃষক ... ২৪৭
৯। আখ্যায়িকামালা ... ২৪৯
১০। ঐতিহাসিকগল্প—রোমরহস্য ২৫১
১১। নূতন সংবাদ ... ২৫৩
১২। সমালোচনা ... ২৫৪
১৩। বামাগণের রচনা—মাতৃস্নেহ ২৫৫
সতী নারী ... ২৫৬

পৌষ—২২৮ সংখ্যা।

১। সাময়িক প্রসঙ্গ ... ২৫৭
২। ক্ষুধা ২৬০
৩। খনার বচন ... ২৬৬
৪। কুললক্ষ্মী (উপন্যাস) ... ২৭০
৫। কৃষক বালা (পদ্য) ... ২৭৪
৬। ঐতিহাসিক গল্প—রোমরহস্য ২৭৭
৭। ভারত প্রবাসী রাজকুমার ২৮০
৮। আশ্চর্য্য মৎস্য ... ২৮২
৯। জাল রাজার অপূর্ব্ব ইতিহাস ২৮৩
১০। নূতন সংবাদ ... ২৮৬
১১। বামাগণের রচনা—নারী জীবনের উদ্দেশ্য ... ২৮৭

মাঘ—২২৯ সংখ্যা।

১। সাময়িক প্রসঙ্গ ... ২৮৯
২। স্ত্রী-সঙ্গিনী ... ২৯১
৩। পুরাণ কথা ... ২০৩
৪। সঞ্জীব চন্নী ... ২৯৫
৫। জালরাজার অপূর্ব্ব ইতিহাস ২৯৮
৬। কৃষক-বালা (পদ্য) ... ৩০০
৭। আখ্যায়িকা মালা ... ৩০৫
৮। পাতুরিয়া কয়লা ... ৩০৭
৯। স্ত্রী-কবি ... ৩১০
১০। বঙ্গমহিলা সমাজের উৎসব ৩১৩
১১। সদালাপ ... ৩১৩
১২। বঙ্গমহিলা সমাজের বার্ষিক কার্য্যবিবরণ .. ৩১৫
১৩। নূতন সংবাদ ... ৩১৮
১৪। বামাগণের রচনা—বাবু কেশবচন্দ্র সেন ... ৩১৮
নারীজীবনের উদ্দেশ্য... ৩১৯

ফাল্গুন—২২০ সংখ্যা।

১। সাময়িক প্রসঙ্গ ... ৩২১

২। মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন ... ৩২৩
৩। স্ত্রী কবি ... ৩২৬
৪। মেরি লবেল পিকর্ড ... ৩২৮
৫। বঙ্গমহিলা সমাজের বক্তৃতা ৩৩২
৬। আশাবতীর উপাখ্যান ৩৩৬
৭। উপন্যাস—কুললক্ষ্মী ৩৩৯
৮। একটী দৃশ্য ... ৩৪৫
৯। হরপার্ব্বতী সংবাদ ... ৩৪৭
১০। পুস্তকাদি সমালোচনা ৩৪৯
১১। বামারচনা
নারীজীবনের উদ্দেশ্য ৩৫০

চৈত্র—২২১ সংখ্যা।

১। সাময়িক প্রসঙ্গ ... ৩৫৩
২। নারী চরিত
কুমারী ইউজিনী ... ৩৫৫
৩। পুরাণ কথা ... ৩৫৮
৪। পাভুরিয়া কয়লা ... ৩৬১
৫। আশাবতীর উপাখ্যান... ৩৬৪
৬। প্রেম-ভিখারিণী (পদ্য) ৩৬৯
৭। হরপার্ব্বতী সংবাদ ... ৩৭২
৮। নূতন সংবাদ ... ৩৭৬
৯। পুস্তক সমালোচনা ... ৩৭৭
১০। বামারচনা
ধর্ম্ম ও ঈশ্বরোপাসনা... ৩৭৮
সতী-মহিমা ... ৩৭৯

৩য় কল্প ১ম ভাগ বামাবোধিনী পত্রিকার

বিষয়ানুসারে সূচিপত্র (১২৯০)।

১। বামাবোধিনী ও নারীজাতির উন্নতি।

বিষয়। পৃষ্ঠা।
নববর্ষ ৩
বঙ্গদেশে স্ত্রী-শিক্ষার বিবরণ... ১৪
কলিকাতা মেডিকেল কলেজে
স্ত্রী শিক্ষার্থী গ্রহণ ... ১২১
বামাবোধিনীর বিংশ জন্মোৎসব ১৩২
বঙ্গমহিলা সমাজের সাংবৎসরিক
উৎসব ১৫৭
বঙ্গমহিলা সমাজের উৎসব ... ৩১৩
" " বার্ষিক কার্য্য
বিবরণ ৩১৫

২। নারীচরিত ও স্ত্রীজাতির সৎকীর্ত্তি।

সাধু ভ্রাতা ও ভগিনী ... ১৮
অসাধারণ পিতৃ মাতৃ ভক্তি ... ৩৬
বোডিসিয়া ৫৭
মাডাম ড'ষ্টেল ৭১
লেডীমেরী উটলে মণ্টেগু ... ১০০
আলোক গৃহাধিপতির কন্যা ১৫৫
জুলিয়া ডোমিনা ... ১৭৫
খনা ও খনার বচন ২২৮,২৬৬
স্ত্রীসঙ্গিনী—মেরী গ্রোসন ... ২৯১
মেরী লবেল পিকার্ড ... ৩২৮
কুমারী ইউজিনী ... ৩৫৫

৩। নীতি ও ধর্ম্ম।

বালাক্রীড়া ৯,৬৭
স্ত্রীজাতি ৮১,১১৩,
নবেলের পাঠোপযোগিতা ... ১২৪
সৌন্দর্য্য তত্ত্ব ১৩৬,১৬৬
গৃহশ্রী সম্পাদন ১৮৩
রমণীগণের বেশ ভূষা ... ১৮৮
শিক্ষার সুফল ১৯৪

নিশীথ চিন্তা ২০৪
আখ্যায়িকা মালা ২১০, ২৪৯, ৩০৫
সম্রাট ও কৃষক... ... ২৪৭
সদালাপ ৩১৪
বঙ্গমহিলা সমাজের বক্তৃতা... ৩৩২
আশাবতীর উপাখ্যান ... ৩৩৫,৩৬৪

৪। ইতিহাস ও দেশ ভ্রমণ।

জরুজলম (সচিত্র) ... ১০২
রোমরহস্য ... ১৪৫, ২৫৪, ২৭৭
যবদ্বীপে অগ্ন্যুৎপাত ... ২১১
গয়াতীর্থ ২৪৩
জালরাজার অপূর্ব্ব ইতিহাস ২৮৩,২৯৮,

৫। বিজ্ঞান।

উদ্ভিদ্ জগৎ ... ৪৬, ১৫৩, ১৮০
বেলুন (সচিত্র)... ... ৪৯
বাহ্যবস্তুর জ্ঞানলাভ ... ৭৭
তাপ ও তাহার উৎপত্তি ... ১৭৩
ধূলা ১৮৩
বায়ুর ভার ২৩২
ক্ষুধা ২৬০
সজীব চুল্লী ২৯৫
পাতুরিয়া কয়লা... ...৩০৭, ৩৬১

৬। প্রাণিতত্ত্ব ও অদ্ভুত বিবরণ।

অদ্ভুত বিবরণ ২৪
কীটজাতি—বোলতা ... ৪০
পিপীলিকা ৮৫ ১১৮, ১৪৮, ১৯৭
আশ্চর্য্য মৎস্য ২৮২

৭। উপান্যাস ও পুরাণ।

পতিনিন্দায় সতীর প্রাণত্যাগ ৭৩
কায়স্থ কন্যা ৭৫,১০৫
দুই পক্ষেরই ভুল ... ১৪০,১৯৯
কুললক্ষ্মী ... ২০৬,২৩১,২৭০,৩৩৯
দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ... ২৯১
হরপার্ব্বতীর সংবাদ ... ৩৪৭,৩৭২
যুধিষ্ঠিরের নিঃস্বার্থতা ... ৩৫৮

৮। পদ্য।

নিশাকাল ২৬
অনুতাপের অশ্রু ৪৫
সংযুক্তা হরণ ৫৫
কৃষকবালা ৮৩,১১৯,১৫১,১৭৭,২০০,
... ২৩৯,২৭৪,৩০০
যুগল সহোদরার কথোপকথন ২২০
কোজাগর নিশীথে ২৪২
স্ত্রীকবি ৩১০,৩২৬,
একটি দৃশ্য ৩৪৫
প্রেমভিখারিণী ৩৬৯

৯। বামাগণের রচনা।

ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের ঢাকা আগমন উপলক্ষে লিখিত ... ৩১
বাল্যবিবাহ ও অবরোধ প্রথা সম্বন্ধে সমালোচনা ... ৬০,৯১
আমাদিগের জীবনে শিক্ষার ফল ১৯১
মহিলাগণের বিদ্যাভ্যাসের সহিত ধর্ম্ম শিক্ষার আবশ্যকতা ... ২২১
মাতৃস্নেহ ২৫৫
সতীনারী ২৫৬
নারী জীবনের উদ্দেশ্য ২৮৭,৩১৯,৩৫০
বাবু কেশবচন্দ্র সেন ... ৩১৮
ধর্ম্ম ও ঈশ্বরোপাসনা ... ৩৭৮
সতী মহিমা ৩৭৯

১০। বিবিধ।

পারিবারিক নাট্যাভিনয় ... ২৭
অন্তর্জাতিক প্রদর্শনী মেলা ... ৫৬
ভারত প্রবাসী রাজকুমার ... ২৮০
মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন ... ৩২৩
১১। সাময়িক প্রসঙ্গ ১,৩৩,৬৫,৯৭, ১২৯,১৬১১৯৩,২২৫,২৫৭,২৮৯,৩২১,৩৫৩
১২। নূতন সংবাদ ৩০,৫৯,৮৯১২৭, ১৬০,২৯০,২২০২৫৩, ৮৬,৩১৮,৩৪৯,৩৭৬
১৩। পুস্তকাদি সমালোচনা ৩০,৬০,৯০, ১২৮,১৬০,১৯০,২২১,২৫৪,২৮৭,৩৪৯,৩৭৭